শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন প্রণীত

কৃষ্ণ-ভারতী

বা

মদালসা

(নাট্য-বীথি অপেরায় অভিনীত)

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র, পবন, ডুম্বুরু, পাতালকেতু, তালকেতু, নাগরাজ, শত্রুজিত, ঋতধ্বজ, দেবসেন, সানবেন্দ্র, উৎপল, গালব, শারদ্বত, ভারতী, মদালসা, কুন্তলা, অন্নপূর্ণা, কল্যাণী, অপ্সরাগণ, নর্ত্তকীগণ, নাগরিকগণ, সবই আছে, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্‌।

ভোলানাথ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন—কলিকাতা।

শান্তনু

বা

জড়শক্তি

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

(রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত)

শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন
প্রণীত

১৩৪২

প্রকাশক
ভোলানাথ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন,
কলিকাতা।

*The copy-rights of the drama are the property of
A. C. Chakraverty.
Rights strictly Reserved.*

৮২.৫ 1935

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Gift No. 1272 Date. 26.12.01

PRINTED BY
A. C. CHAKRABARTTY
C. P. WORKS
14/1, Gopikrishna Pal Lane,
CALCUTTA

উৎসর্গ

অতুল !

সন্তান-বিয়োগ-ভারগ্রস্ত-বক্ষে তৃপ্তি পাবে, তাই শান্তনু তোমায় দিলাম।

পঙ্কজ

ভক্ত-বীর

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, দুলালচাঁদ, অর্জ্জুন, কৃষ্ণকেতু, সাত্যকী, হংসধ্বজ, সুরথ, সুধন্বা, ত্র্যম্বকঠাকুর, রাজপুরোহিত, সৈন্যগণ, গুপ্তচরগণ বৈষ্ণবগণ, শিবদূত। ভৈরব, শ্রদ্ধা, প্রভাবতী, উদাসিনী শান্তাদেবী, সখীগণ, বৈষ্ণবীগণ, ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানী ইত্যাদি সবই আছে, উত্তম কাগজে ছাপা, সচিত্র মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

রাধাসতী

অঘোরবাবু কৃত। ইহার অভিনয়ে রাধাকৃষ্ণ যাত্রা-পার্টিতে আজ চারিদিকে জয়-জয়কার। ইহাতে তপঃক্লিষ্ট আয়ানের কঠোর তপস্যার ফলে বিষ্ণুর আবির্ভাব ও আয়ানকে বরদান—রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, ভগবতীর আগমন—জটিলা কুটিলার ভর্ৎসনা, কেশীদৈত্য নিধন, কংসের ঘোর অত্যাচার, দেবকী, বসুদেবের কারাক্লেশ, জটিলা কুটিলার দর্পচূর্ণ প্রভৃতি পাঠ করুন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

সত্যভামা

রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। এই পুস্তকখানি আধুনিক প্রথায় থিয়েটারের ধরণে লিখিত হওয়ায় অতীব সুন্দর হইয়াছে। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা, রুক্মিণী, নারদ, দুর্ব্বাসা, মহাদেব, জরাসন্ধ, বৃন্দা, ললিতা, যশোদা ইত্যাদি প্রত্যেককেই ইহাতে পাইবেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

বঙ্গবালা

বা রাণীভবানী। বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শঙ্কর অপেরার কীর্ত্তিস্তম্ভ। অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর কথা আজ বাংলার ঘরে ঘরে—বাঙালীর মুখে মুখে। তাহাই নাটকারের নিপুণ হাতে কি বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে, পাঠ করুন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ, নাটোররাজ, গয়ারাম, জগৎ-শেঠ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, মোহনলাল, মীরমদন, সিরাজপ্রেয়সী লুৎফউন্নেসা প্রভৃতির বিচিত্র চরিত্র কাহিনী। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

কুশীলবগণ

পুরুষগণ

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পরাশর, সামবেদ, ঋকবেদ, যজুর্ব্বেদ,
অথর্ব্ববেদ, অগ্রদূত, দৈববাণী, শান্তনু (হস্তিনাধিপতি),
দেবব্রত (ঐ পুত্র), কপিঞ্জল (ঐ
বয়স্য) দাশরাজ, মধু (জেলে), সপ্তবসু,
সাগররাজ, গঙ্গারক্ষক, পরশুরাম,
প্রজাপ্রতিনিধিগণ, বন্দীগণ,
নরগণ, জেলেগণ,
ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

গঙ্গা, প্রকৃতি, মৎস্যগন্ধা, পৃথিবী, বিধু
(জেলেনী), মায়ানারীগণ, তরঙ্গবালা-
গণ, নারীগণ, বন্দীনিগণ,
জেলেনিগণ, ইত্যাদি।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃ[illegible]তীর্থ সম্পাদিত]

মূল ও ব[illegible]বাদ একত্রে

বিপুল আয়ো[illegible]!! বিরা[illegible]কল্পনা!!

যাহা বঙ্গদেশে কখনও [illegible] হয় নাই সেই অসম্ভবকে

আমরা সম্ভব করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ভবিষ্যপুরাণম্

ভবিষ্যপুরাণ সকল পুরাণের সার, হিন্দুর বার মাসের সমস্ত ব্রত নিয়ম ইত্যাদি ভবিষ্যপুরাণেরই অন্তর্গত। ভবিষ্যপুরাণে জ্ঞানগর্ভ হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় আছে, ইহার জন্য বঙ্গবাসীর বিপুল আগ্রহ দেখিতেছি। "বঙ্গবাসী" অনেক পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই বিরাট ভবিষ্যপুরাণে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। আমাদের এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে বৎসরাবধি সময় লাগিবে এবং ইহা সুবৃহৎ চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। মূল্যাদি প্রথমখণ্ড ৫৲, দ্বিতীয়খণ্ড ২৲, তৃতীয়খণ্ড ৩৲, চতুর্থখণ্ড ৫৲ মোট চারি খণ্ডের মূল্য ১৫৲ পনর টাকা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

মনুসংহিতা

পরমকারুণিক শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরিষ্কার বঙ্গাক্ষরে মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্ট কৃত মন্বর্থ-মুক্তাবলী নামক টীকা ও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বঙ্গানুবাদ সম্বলিত মনুসংহিতার সুলভ সংস্করণ বাহির হইল। মনুসংহিতা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদিগের নিত্যপাঠ্য ও পরম আদরের বস্তু। ইহার ছাপা ও কাগজ যেমন উত্তম হইয়াছে, বিশুদ্ধিতার দিকেও তেমনি যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এ জাতীয় মনুসংহিতা বাজারে দুর্ল্লভ। মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রস্তাবনা

গঙ্গাতীর।

নর নারীগণ — **গীত।**

নরগণ। জয় ত্রিলোক তারিণি, শঙ্কর মৌলিনি, দেবী সুরেশ্বরী গঙ্গে।

নারীগণ। তরল তরঙ্গে, শিলাতট ভঙ্গে, সাগর—সঙ্গমারঙ্গে॥

নরগণ। স্বরগে বিদিতা মন্দাকিনী, মরতে পাবনী—সুরধুনি

নারীগণ। ভোগবতী, সতী পাতালে বসতি মোহী—অহি কুল সঙ্গে

নরগণ। ভাগীরথী সুখ প্রদায়িনী, পতিত—তাপিত নিস্তারিণী

নারীগণ। কল কুল নাদিনী, নমামি জননী, সুর নর পূজ্যা গঙ্গে॥

(ব্রহ্মার আবির্ভাব)

ব্রহ্মা। ত্রৈলোক্যতারিণী পতিত পাবনী,
বিদিত মহিমা তব ত্রিদিবে যে সতি!
মর্ত্তবাসি সৎচিদানন্দে—
নিরন্তর লভিতেছে জলস্পর্শে তব।
স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে সুরধুনি,
ভোগবতি—পাতাল প্রদেশে,
বিষ্ণু পদোদ্ভবা, এক গঙ্গা—
ত্রিপথ গামিনী, তথাপি ভামিনি!
কর্ম্মক্ষেত্রে এ ভারতে,
তুমি সদ্য-মুক্তি বিধায়িনী।

অন্যের কি কথা ?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
নিরন্তর তব তীরে করে অবস্থান।
কোথা গঙ্গে ! মুক্তি বিধায়িনি !
বিধাতা তোমার দ্বারে,
কি হেতু স্মরেছ' তারে-ত্রৈলোক্যতারিণি !

(গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা। পদ্মযোনি ! দ্বাপরের যত-আসে—
সুখময়-যৌবন সময়,
ততই চিন্তিত আমি, পূর্ব্ব-ব্যবস্থায়।
ধেনু চুরিপাপে, আপব-বশিষ্ঠ শাপে,
বসুগণ, নরজন্মে জন্মিবে ধরায়।
পুনঃ মনস্তাপে আত্মহারা আমি ক'রেছি ব্যবস্থা,
মম গর্ভে ধরিব তাদের।
ধীরে ধীরে অতিক্রমি, সীমা-কৌমার্য্যের
দেখ বিধি ! মধুর যৌবন এবে দ্বাপর যুগের।
নর সনে আমার বিহার ?
মনে হলে শঙ্কিত পরাণ,
অশ্রুতে বয়ান ভাসে।
তাই হে বিধাত !
নিরন্তর ডাকি তোমা সুবিধান হেতু।

ব্রহ্মা। ভুলেছ কেমনে গঙ্গে !
রবিবংশ অস্তমিত মনুর সাম্রাজ্য।

অনার্য্যের করে নিত্য আর্য্যের পীড়ন,
লোকাচারে সমাজ শাসনে,
ব্যভিচার চরম সীমায়,
বেদ পুনঃ জলধির তলে।
আমার সাধের সৃষ্টি পালনে, রক্ষণে,
গঙ্গে তুমি হবে প্রধান সহায়।

গঙ্গা। গঙ্গা, ব্রহ্মা, নারায়ণ, এ তিনের
যাবৎ না হয় সম্মেলন,
তাবৎ কি হয় দেব!
মোক্ষ, মুক্তি, দুর্গতি বিনাশ?
পাপী তাপি সাধুজনে সমভাবে—
মাতৃস্নেহে পালিতে বিধাত!
বিষ্ণু পদোদ্ভবা আমি,
মম হ'তে কেমনে বিধির-বিধি হইবে পালিত?

ব্রহ্মা। বিষ্ণু পদোদ্ভবা তুমি,
ব্রহ্মা কমণ্ডলু মাঝে, কারণ-সলিলে
কাটালে শৈশব,
কৌমার বিগত তব, হর-জটা মাঝে,
প্রথম যৌবনে, জহ্নুর-জঙ্ঘায়—
দেবি! হ'লে অধিষ্ঠান—
বিপুল সগর-বংশ করিতে উদ্ধার।
পুত্ররূপে ভগীরথে লভেছিলে—
লো চির যৌবনা!
অস্তমিত ভানু শেষে

সমুদিত চাঁদিমা সুন্দরি !
অজ্ঞান-তামস ভরা ধাতার সৃজনে,
চন্দ্রবংশ করিতে উদ্ধার,
যুগধর্ম্ম করিতে বিস্তার,
নর সনে তোমার বিহার, ইচ্ছা-প্রকৃতির ।
শিব অংশে জেন' গঙ্গে ! শান্তনু উদ্ভব ।

গঙ্গা । পিতৃনাশে, গৃহদ্বন্দ্বে,
তিন ভাই উদ্‌ভ্রান্ত এখন ।
জ্যেষ্ঠ কৌমারে-সন্ন্যাসী,
রাজ্য ত্যাগে বনবাসী সাধন সমরে ।
কনিষ্ঠ ক্রূর ভয়ঙ্কর ।
শান্তনু-বিপক্ষে, ষড়যন্ত্র করে অহঃরহ ।
বুঝিতে না পারি,
কেমনে শান্তনু-সনে হইবে মিলন ?

(নারায়ণের আবির্ভাব)

নারায়ণ । আমি তার করিব বিধান ।
গঙ্গা, ব্রহ্মা, এসেছে ভারতে ।
নারায়ণ না রহিবে নিশ্চিন্তে-বৈকুণ্ঠে ।
সৃষ্টির সহায়ে প্রয়োজন—
অসবর্ণা মিলন সতত,
এই তত্ত্ব বুঝাতে ধরায়,
অংশ-কলা লভি,
ব্যাস রূপে জন্মিব অচিরে,
পরে, বেদ ধর্ম্ম প্লাবিত ভারতে,

কারাগারে জন্মিব স্বয়ং—
পরিপূর্ণ-অবতারে দেবি!

গঙ্গা। কবে, কতদিনে, গঙ্গা পুনঃ
মুক্ত হবে পৃথিবী হইতে?

ব্রহ্মা। কলি কালে। কলির সাম্রাজ্য,
দশ সহস্র বৎসর—
অতীত হইবে যবে,
মুক্ত হবে সুরধুনি,
যাবে পুনঃ কমণ্ডলু-মাঝে মোর।

নারায়ণ। খেদ নাহি কর দেবি!
বরাবর আমি রব' সাথে,
কভু নরাকারে, কভু বা মৃত্তিকা,
প্রস্তর কিংবা দারু-ব্রহ্মরূপে।

গঙ্গা। তবে কর আশীর্ব্বাদ,
নাহি জানি মানবীয় লীলা।
উভয়ের কৃপা বলে যেন,
আদর্শা-মানবী রূপে হই পরিচিতা।

ব্রহ্মা। তথাস্তু সুন্দরী!

(ব্রহ্মা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কর উত্তোলন করিবেন ও নারায়ণ শঙ্খনাদ করিবেন)

গীত।

নরগণ। বাজাও ডঙ্কা, নাহিক শঙ্কা,
ঘুচলো যমের ভয়।
ভবের জীবে মোক্ষ পাবে,
দাও গঙ্গা মায়ের জয়।

নারীগণ। পাল পার্ব্বণে ব্রত পূজায়,
বিষ্ণু গঙ্গা নিত্য উদয়,
তাব উপরে ধাতার বরে,
ঘুচাবো দুঃখ সমুদয়।

নরগণ। এই কারণে ভারত ধন্য,
বার মাসে তের' পূণ্য,
কোন্ দেশেতে এই ভাবেতে
দেবতা পূজা হয়॥

নারীগণ। সরল উদার প্রকৃতিরে,
কা'রা বেদের মন্ত্রে পুরে,
মুক্তি তত্ত্ব দেখিয়ে নিত্য,
রচে শাস্ত্র গ্রন্থচয়॥

"শান্তনু"

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মায়া কানন।

[মায়া নারী রূপা—ছদ্মবেশা প্রকৃতি, নৃত্যল চটুলে-কামভাবে,
পরাশরকে আবাহন করিল, পরাশর ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া,
আলিঙ্গনে-উদ্যত, এমন সময়ে দূর হইতে, শান্তনু—
উহাদের লক্ষ্যে, ধনুতে শরযোজনা করিলেন,
তদ্দৃষ্টে মায়া-নারী রূপা—প্রকৃতি
অন্তর্দ্ধান হইলেন]

পরাশর। সাবধান ধনুর্দ্ধর! মিথুনোদ্যত—নর-নারীকে বধ ক'রবেন না, বধ ক'রবেন না—

[শান্তনুর করচ্যুত তীর আসিয়া, পরাশরের দক্ষিণ পদ বিদ্ধ করিল,
পরাশর আর্ত্তনাদ করিয়া পতিত হইলেন, এবং শান্তনু
সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন]

শান্তনু। কে তুমি? পরিচয় দাও। এমন সান্ধ্যসমাগমে, পবিত্র তপোবন সান্নিধ্যে, এ কুৎসিৎ—কার্য্যে উদ্যত হ'য়েছিলে কেন?

পরাশর। মহারাজ—

শান্তনু। আমি "মহারাজ" কিসে বুঝছ'?

পরাশর। রাজা-ব্যতীত, প্রজা শাসনের-স্পর্দ্ধা আর কা'র?

শান্তনু। নীতি রাখ', প্রশ্নের উত্তর দাও। দেখছি তুমি ব্রাহ্মণ, এই কি তোমার ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম ?

পরাশর। পবিত্র আশ্রম সান্নিধ্যে, নিরীহ আশ্রম মৃগকে, শিকারের—ছলে হত্যা-করা টাই বুঝি, রাজ ধর্ম্ম বা ক্ষত্রিয় নীতি ?

শান্তনু। মৃগয়ায় মৃগ শিকার, রাজা তথা—ক্ষত্রিয়ের অবশ্য—পালনীয় ধর্ম্ম।

পরাশর। আমার নবাগত যৌবন, তার অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্মে, আমি প্রবৃত্ত হয়েছিলেম, তুমি বাধা দিয়ে, আমার সে ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটালে কেন ?

শান্তনু। আমারও যৌবন নবাগত,কৈ, ওরূপ প্রবৃত্তি তো, আমার—হয় না !

পরাশর। প্রথম কৌমারের মুখে, পিতৃ বিয়োগে, ভ্রাতৃগণ সহ গৃহদ্বন্দ্বে মত্ত ছিলে—মহারাজ, তারপর রাজকার্য্যের শুষ্ক নীরস-বোঝা—বহন ক'রে, এতাবৎ কাল চ'লে আস্‌ছ, তাই প্রস্ফুটোন্মুখ-প্রবৃত্তির—মুখে, চিন্তারূপ বিশাল-প্রস্তর খণ্ড পতিত হওয়ায়, সেটা বিকশিত—হ'তে পারছে না।

শান্তনু। উপদেশ শোন্‌বার সময় আমার নাই। মৃগয়ায় এসে, নিস্ফলে-প্রত্যাবর্ত্তন করা, ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে। অরুণোদয় হ'তে এ যাবৎ শীকার আমার ভাগ্যে জুটে নাই, যেমন ক'রে হোক, রজনীর গাঢ়—অন্ধকার ভেদ ক'রেও, শীকার-আমায় সংগ্রহ ক'রতেই হবে। বলো, মিথুন-ভঙ্গে যে নারী পলায়ন ক'র্‌লো, সে কে ?

পরাশর। সেও আমার মত' সদ্য যৌবন-ভারাবনতা কামিনী।

শান্তনু। তোমার পত্নী ?

পরাশর। আমি অদ্যাবধি অকৃতদার।

[কপিঞ্জলের প্রবেশ]

শান্তনু। বয়স্য! দুই উদ্দেশ্য ল'য়ে রাজপুরী হ'তে যাত্রা ক'রেছিলেম, তার এক উদ্দেশ্য, আমার বিনা চেষ্টায়, নিজের অজ্ঞাতে সিদ্ধ হ'য়েছে দেখো!

কপিঞ্জল। কি মহারাজ?

শান্তনু। সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে, অহোরাত্র প্রজাবর্গ, সকরুণ ভাবে যে বিষয়ের প্রতীকারের জন্য, আমার নিকট মর্ম্মব্যথা জানাতো, সেই ব্যভিচারের 'স্রোত হ'তে' জনমানবহীন দুর্গম-অরণ্যও পরিত্যক্ত নয়।

কপিঞ্জল। তাহ'লে,আপনার শরাঘাতে ব্রহ্মপদ হ'তে যে শোনিত—ধারা, মা বসুমতীকে সিক্ত ক'রছে, সেটা মায়েরই-কলঙ্ক মুছাতে, চন্দ্রবংশ নাম, মায়ের ভাগ্যপট হ'তে মুছে দিতে নয়? (পরাশরের প্রতি) দেখছি তুমি আমারই সবর্ণ। কেন বাপু! এমন সায়ংসন্ধ্যা, গায়ত্রী আরাধনা কালে, মদনের-পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে উদ্যত হ'য়েছিলে?

পরাশর। ছিলে—বদ্ধ-প্রাসাদের মধ্যে, উত্তপ্ত বায়ুর আবেষ্টনে, স্বার্থ সংঘর্ষের প্রবল-তুফানের আবর্ত্তনে, তাই প্রকৃতির কমনীয়তা উপলব্ধি ক'রতে পার' নি, আমার মত', চির-স্বাধীনা উদার-প্রকৃতির কোলে বিচরণ ক'রলে—বুঝতে পারতে, এমন চৈত্র-সন্ধ্যায় কুসুম-সুবাসিত মলয় মারুত, ওই যৌবন-লাবণ্যপূর্ণ দেহের উপর ঢেউ খেলিয়ে প্রবাহিত হ'লে, বিম্বফল লাঞ্ছিত-ওষ্ঠাধরে চুম্বনের-স্পৃহা জাগে কি না, শরীর রোমাঞ্চিত হয় কি না, প্রকৃতির নগ্ন-সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য মন মাতাল হয় কি না?

শান্তনু। দেখছি, তোমার চলচ্ছক্তি অন্তর্হিত, আমার সখার স্কন্ধে ভর দিয়ে গমনে প্রস্তুত আছ? অরণ্যের বহির্ভাগে রথ—বরাবর তোমায় রাজধানীতে উপস্থিত করবে।

পরাশর। এত' বড় একটা ঘটনার এইখানে যবনিকা ফেলে ?

কপিলঞ্জল। আহা—ঘটনাটা এমন আর কি হ'য়েছে ? কারও গৃহ দাহও করা হয়নি, আর নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি-সজ্জিত অন্নপূর্ণ থালীতে, পাংশু প্রদানও করা হয়নি। হাতের বাণ, যতক্ষণ হাতে থাকে, ততক্ষণ নিজের, ছুটলেই পরের, সুতরাং সে যে, পরিচিত কিংবা আপনার আত্মীয় স্বজন অথবা তাগ্ করা পদার্থকে আঘাত কর্‌বে, এতো স্বতঃসিদ্ধ, একদম পর ভুণ্ডুলেকে তাগ্ ক'র্‌লে, তিনশ বাহান্ন হাত দূরের ঘুমন্ত গণ্ডগোলের বুকে চুমুক খাবেই। বিশেষ আবার রাজার বা রাজকর্ম্মচারীদের হাতের তাগ্,পশু পাখী মারতে, মানুষকেই— মেরে বসে, ঘটনা আর এমন কি হয়েছে ?

পরাশর। বল' কি রাজসখা ? সামান্য একটা ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে বধ ক'র্‌তে উদ্যত হওয়ার-সূত্রে, অতবড় ঘটনাপূর্ণ রামায়ণ রচিত হ'ল, আর একটা মিথুনোদ্যত-নরনারীর, রতিরঙ্গভঙ্গের-যবনিকা, একটু ব্রহ্মরক্ত পাতেই পর্য্যবসিত হবে ?

শান্তনু। কখনই নয়, ব্যভিচারের স্রোত রোধ ক'র্‌তে, প্রয়োজন— হ'লে ব্রহ্মরক্তে মেদিনী-প্লাবিত ক'র্‌তেও দ্বিধা বোধ ক'র্‌বো না।

পরাশর। আমি তপোবনবাসী, আশৈশব তপস্বী, আবাল্য সিংহ— ব্যাঘ্রাদি পশু সকল, হিংসা ভুলে, আমার খেলার সাথী, পরশুরামের ভাঙা-সৃষ্টিখানার পুনর্গঠনে, যোগবলে নবযৌবন লাভ ক'রেছি, প্রতিহিংসা বা অভিশাপে আমি অভ্যস্ত নই, ব্যভিচারের স্রোত রোধ করাই যদি রাজ-জীবনের পরম ব্রত হয়, চলুন, আমি আপনাকে সেই পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

শান্তনু। সংসার অনভিজ্ঞ তপোবনের-গণ্ডীর মধ্যে, গঠন-নীতি আবদ্ধ—ছিল ব'লেই, পরশুরাম সাহস ক'রেছিল,—একুশ বার ধরণীকে

নিঃক্ষত্রিয়—ক'র্‌তে। সে যুগ—সে ধারা—সে দিন আর নাই, এখন এই স্বর্ণ—যুগ দ্বাপরে, সংসারী-রাজাকে, সেই গঠন শক্তি গ্রহণ ক'র্‌তে হবে—ঋষিরূপে বা জনকের মত' লাঙ্গল ধ'রে নয়—তরবারীর সাহায্যে। বশিষ্ঠ বাল্মীকি যা ক'র্‌তে পারেন নি, শ্রীরামচন্দ্রও যা সাধন ক'র্‌তে—গিয়ে, আদর্শ নাগরিক শম্বুক-শূদ্রকে হত্যা ক'রে ফেলেছিলেন, সেই মহান্ কর্ম্ম, আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা কুরু, সাধনের জন্য তার অঙ্কুর বপন ক'রে গেছেন—জঙ্গলাকীর্ণ কুরুক্ষেত্রে, উর্ব্বরা শক্তি এনে অগণিত কোটী নাগরিকের জীবনী শক্তির সহায়ে। কিন্তু রক্তপাতে তুমি—তো শক্তিহারা, কেমন ক'রে আমার পথ প্রদর্শক হবে ?

পরাশর। ক্ষত্রিয়ের মঙ্গলার্থে যারা উপর্য্যুপরি উপবাস, কঠোর সাধনা আদিতে, সমস্ত দেহের শোণিত শুষ্ক ক'রে ফেলে, সামান্য রক্তপাতে তাদের কতটুকু শক্তি নষ্ট হবে—মহারাজ! চলুন, আমি ব্যভিচারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সাবধান, ব্যভিচার রোধ ক'র্‌তে, যেন নিজে—ব্যভিচারী হ'য়ে প'ড়বেন না।

শান্তনু। রমণী কে ?

পরাশর। প্রকৃতি।

শান্তনু। বুঝলুম না।

পরাশর। বুঝবেন না, একজন ব্যতীত, অপর—কেউ বুঝবে না।

শান্তনু। কে ?

পরাশর। যে—পৃথিবীর জনন-বীজগুলোকে, তিন—সাত বার নষ্ট ক'রেছে।

শান্তনু। কে পরশুরাম ?

পরাশর। যথার্থ অনুমান মহারাজ।

(নেপথ্যে নৃত্যের মধুর ধ্বনি উঠিল)

শান্তনু। ও কি। সাহস এই বিজন-অরণ্যে, সুমধুর ধ্বনি কোথা হ'তে উঠলো?

পরাশর। তিন সাত বার পরশুরামের তাণ্ডব—লীলায় মেদিনী আজ কি-অবস্থায় বুঝুন মহারাজ!

(মূক নৃত্যে, মায়া নারীরূপা প্রকৃতি রাণীর আবির্ভাব, ক্রমশঃ শান্তনুর, বাহ্যজ্ঞান রহিত ভাবে মায়ানারীর পশ্চাৎ অনুসরণ)

কপিঞ্জল। সখা! এ আঁধার রাত, বন বাদাড়ে ভূত পেত্নীর উপদ্রব, কায নাই, রথে ফিরে চলুন।

(মায়ানারী রূপা প্রকৃতির অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু। তোমার ভয় হয় যেতে পার'। (পরাশরের প্রতি) চল' ব্রাহ্মণ।

[প্রকৃতির উদ্দেশে পরাশর সহ শান্তনুর প্রস্থান।

কপিঞ্জল। রাম—রাম—রাম! সাম্‌নের শ্যাওড়া গাছটায় কিসের ছায়া যেন না?—রাম রাম রাম! সখা—ও—সখা! ও বাবা, এই ভরা যৌবনে শেষটা আবার পেঁচোয় পাবে না কি?

[গঙ্গা রক্ষকের প্রবেশ]

গঙ্গারক্ষক। তুঁমি কেঁ হেঁ?

কপিঞ্জল। ঐ, সখা—সখা—ও সখা—আ, ব্রহ্মরক্তপাত, শেষ ব্রহ্মহত্যা?

গঙ্গারক্ষক। কঁথার উঁত্তর দাঁও, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলে কেন?

কপিঞ্জল। আজ্ঞে ভূত বাবা! ষাঁড় হ'লেও তো, আপনার উদর—রূপ বৃহৎ-গহ্বরের খানিকটা-অংশ পূরণ ক'র্‌তে পারতুম। 'একে

মানব, তায় বামুন, হাড় ক-খানা সার, বিদ্যার ভারে, রস অবধি—শুকিয়ে, শুক্‌নো-হাড় কখানা, কোন'রকমে খিলেনের উপর দাঁড়িয়ে।

গঙ্গারক্ষক। মাঁয়ের বিশ্রামের ব্যাঁঘাত কঁরছিলে কেঁন ?

কপিঞ্জল। মা ? তোমার মা ?

গঙ্গারক্ষক। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মাঁ, আমার-ই মা।

কপিঞ্জল। ও বাবা,—তিনি জীবিত ? ও বাবা ! তাহ'লে, যদিও তোমার হাত থেকে বাঁচবার উপায় ছিল' কিন্তু তাঁর—ক্ষুধার মুখ থেকে—

গঙ্গারক্ষক। তিঁনি পঁতিত পাবনী।

কপিঞ্জল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার মত দুর্ভাগা পতিত না এসে, কি—আর 'ক্ষীর সর ননী খেগো' নধর গঠন রাজপুত্তুররা আসবেন—তাঁর মত রাক্ষসীর-উদর রূপ বৃহৎ-গহ্বরের অংশ-বিশেষে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে ?

গঙ্গারক্ষক। আঁমি কেঁ জাঁনিস ?

কপিঞ্জল। ও বাবা ! কে রে ? ভূতের উপরেও-ভয়ঙ্কর—কিছু আছে না কি ?

গঙ্গারক্ষক। কিঁ ?

কপিঞ্জল। না বাবা, এমন কিছু নয় ! কিন্তু ভাবছি, এত প'ড়ে শুনে, বেদান্তের শেষ অন্তে-প্রাণান্ত হ'য়ে, যখন দেবতা-ফেরতা ভগবানকেই—পুণ্যির, গণ্ডীর মধ্যে দূর ক'রে দিয়েছি—তখন ভূতকে বিশ্বাস—

গঙ্গারক্ষক। কিঁ ? দেঁবতা, ভঁগবান, ভুঁতে—বিশ্বাস নাই !

কপিঞ্জল। প্রথম দুটোতে নেই, কিন্তু শেষেরটায় "তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈলের" ভিট্‌কিলমিতো চ'লতেই পারে না—যখন জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ "নেতির" ইতি করতে সম্মুখে !

গঙ্গারক্ষক। চোঁপ্‌রাও—বঁকাশ্‌ নিঁ বেঁশী বঁলছি।

কপিঞ্জল। আহা ! কষ্ট হ'চ্ছে বড্ড না ? তবু সূক্ষ্ম শরীর ধ'রে—

আসেন নি। কিন্তু ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এ পাঁচটার কোনও চিহ্ন আপনার কায়া—ছায়া—বাক্যে তো দেখছি না—মহাশয়! তাহ'লে কোন্ জাতীয় ভূত?

গঙ্গারক্ষক। আমি গঙ্গারক্ষক সীতারাম।

কপিঞ্জল। রামচন্দ্র! তবে আর তোমায়—আমার এত ভয় কিসের? দেখছো, পায়ের নখ থেকে, মাথার চুল পর্য্যন্ত একদম তারুণ্যে-ভরা, মেরুদণ্ড আকাশ পিদ্দীমের ডাণ্ডা-গোছ খাড়া, তোমাতে আমাতে ব্যবধান যে, এখনও অন্ততঃ দশ বার' গণ্ডা বছর বাপু!

গঙ্গারক্ষক। এখনও পরিহাস?

কপিঞ্জল। আহা, তোমার সঙ্গে যে বয়সে, যে অবস্থায় মানুষে প্রেম ক'রতে আসে, আর যাই হোক্, সেটা যে আর—বাসরঘরে বস্‌বার অবস্থা বা বয়স নয়, এটা তো ঠিক্।

গঙ্গারক্ষক। তবে রেঁ বিটলে—

কপিঞ্জল। কেন বাপু, কোন্ মড়ার খাটের ছেঁড়া ন্যাকড়া চুরি—ক'রে, তোমার প্রাপ্য-ধনে বঞ্চিত ক'রেছি যে, বিট্‌লে হ'লুম।

গঙ্গারক্ষক। তোমায় বন্দী করলুম—

কপিঞ্জল। আর এখন যাই কর' না কেন, ভয় করি না। বামুনের ছেলে, দেবতাকেই যখন কাঁচা থেকেই সুপক্ক কাঁটালী কলা প্রদর্শন করাই, তখন পৃথিবীর লোককে কি ভয় করি? ভয় করি বরং পৃথিবীর বাহিরের 'অপ', আর ভিতরের 'উপ' রূপ উপসর্গগুলোকে। এখন চল'। কোথায় যেতে হবে?

গঙ্গারক্ষক। জলে।

কপিঞ্জল। তোমার হাতে প'ড়ে আর ড্যাঙা কোন্ খানটায় বাবা, এ তো হাবুডুবু খাচ্ছিই।

গঙ্গারক্ষক। পরিচয় দাও, তুমি কে ?

কপিঞ্জল। শান্তনু রাজার সহচর।

গঙ্গারক্ষক। (নেপথ্যাভিমুখে) মা! তোমার অনুমানই ঠিক। (কপিঞ্জলের প্রতি) তোমায় পিছমোড়া ক'রে, গাছের শুঁড়িতে বেঁধে—রাখতে—মায়ের আদেশ।

কপিঞ্জল। তোমার মা তাহ'লে দেখছি—

গঙ্গারক্ষক। চুপ্, চ'লে আয়।

[কপিঞ্জলকে 'পিছমোড়া' করিয়া বাঁধিয়া

[গঙ্গারক্ষকের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

[গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য গীত সহ তরঙ্গবালাগণের আবির্ভাব]

তরঙ্গবালাগণ— **গীত।**

কি রূপ ফুটেছে টুক্‌টুকে সই
ফুট্, ফুটে রাতে।
উড়িয়ে আঁচল মলয় মাতল
প্রলয় নাচেতে॥
কি ঢেউ খেলেছে এলো চুলে,
যেন বাদল-বাউল অমা'র কোলে,
চমক ত্বরিত বইছে তড়িৎ,
অন্ধকারের সাথে।
নবীন রাগের মৌণ প্রাণে,
নাগর আসার গৌণ বাণে,
বিদ্ধ হিয়ায় নিশীথ পোহায়
কে তারে চায় প্রাতে॥

গঙ্গা। সত্যই কি রূপ সুষমার রাশি,
উছলিত কাণায় কাণায় ?
বসুগণ কাঁদে দিবানিশি,
করে জ্বালাতন, কতদিনে,
নর সমাগম, কবে হবে,
মুক্ত তারা আপব-বশিষ্ঠ শাপে !
অষ্টমীর খণ্ড চন্দ্র, কৌমুদী ছড়ায়ে দেছে
কমনীয় তনু পরে মোর।
বসন্ত সহায়, মৃদু মৃদু
মলয় মারুতে, পরিমল
করিয়া বহন ! কোথায় মন্মথ ?
কোথা তব জীব জগতের
দৃষ্টিহারা—জ্ঞানহারা প্রলয় নর্ত্তন ?

[দূরে শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। একি ! পূর্ণিমার শশী হেরি
কমনীয়া-কামিনী আকারে—
রমণীয়া-ধরার উপর ?
এতরূপ, সৌন্দর্য্য-লাবণ্য,
পার্থিব জগতে কভু কি সম্ভব ?
কোথা গেল' পথ প্রদর্শক—
কোথায় ব্রাহ্মণ ? এই যদি
হয় ব্যভিচার, এ যে —
জন্ম জন্ম আকাঙ্ক্ষার।

তরঙ্গবালাগণ— গীত।

কে এল' কি ভাবে এল' সই।
কথা কই কই তবু কয়না কেন চক্ষু দুটী ওই॥
নাচ্‌তে এল' রঙের খেলায়,
জ্যোছনা-মাখা এই আঙিনায়,
মজিয়ে কাহায় পথ ভুলে হায় সব হারাণো ওই॥
আঁধার রাতে তিমির বরণ,
চাঁদের বাতি নিববে যখন,
সেই আঁধারে মন চকোরে কোথায় ফেলে দিই
এই নীরালায় জানলা খুলে,
সুরের পরশ ছুঁইয়ে নিলে,
কথার মালায় গাঁথ্‌তে তোমায় বুঝি নাগর ওই॥

(তরঙ্গবালাগণের অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু। একি! কোথা গেল',
ললিত-লালিম নর্ত্তকীর দল?
এই ছিল সঙ্গীত মুখরা,
নৃত্যল চটুলী, কুহকিনী সমা,
চক্ষের নিমেষে—কোথায়—
কোথায় মিশাল সবে?
কোথা আমি? মরতে কি—
ত্রিদিবের ভাব-তটিনীর তীরে,
না পারি বুঝিতে!
কে—কে—কে তুমি ললনা?
অষ্টমীর খণ্ড-চন্দ্র-জোছনা আলোকে,
পুলকে সৈকত তীরে,

বায়ুভরে রমণীর গোপন-সৌন্দর্য্য
গোপনে' বিজনে একা ক'রিছ বিকাশ—
নিজ রূপে নিজে-মুগ্ধ হেতু ?

গঙ্গা। প্রেম কাঙালিনী।
যৌবন ভারাবসন্না-নিঃসঙ্গ জীবনে
প'ড়ে থাকি সৈকত পুলিনে।

শান্তনু। কেন, কিবা মন দুখে ?

গঙ্গা। সহকার বিনা ব্রততীর—
অপর আশ্রয় কোথা ?

শান্তনু। আমি কি অযোগ্য—
দেবি! তোমার প্রেমের ?

গঙ্গা। তুমি শ্রেষ্ঠ-বিচারক তার।

শান্তনু। সৃষ্টির নীরব রাজ্যে,
জীব জগতের অন্তরালে,
বনানীর নিবিড়-আঁধার কোলে,
কোন্ খেদে কার তরে বিষাদিনী—
একাকিনী যাপিছ জীবন ?

গঙ্গা। ভারত বন্দিতা আমি,
কারে করি ভাগ্য সমর্পণ,
এই চিন্তায় ব্যথিত-মথিত চিতে—

শান্তনু। আমিও ভারত বন্দিত দেবি!
ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন,
শূন্য প'ড়ে ভারত-ঈশ্বরী—
তোমার আশায়। এস,

কাছে এস ! পরিপূর্ণ-
অমৃত লহরে দূরে
বহে যাবে মন্দাকিনী—
ধরা দিয়ে সুধার আস্বাদ ?

গঙ্গা । কিন্তু অজানা রমণী,
পরিণাম নাহি ভাবি,
করেছি ভীষণ পণ ।

শান্তনু । তব পণ পূরণের-হবে না সহায়,
হেন জীব কে আছে জগতে ?

গঙ্গা । বল পণ-পূর্ণ—
ব্রত রক্ষা করিবে আমার ?

শান্তনু । হস্তিনার রাজ-বাক্য কত মূল্যবান,
বুঝিবে তখন-দেবি ! বসিবে যখন
ভারতের রত্নময়-ভাগ্য-সিংহাসনে ।

গঙ্গা । ব'সেছিনু,—ব'সেছিনু একদিন—

শান্তনু । ব'সেছিলে—ব'সেছিলে ?
তবে তুমি অন্যের-গ্রহীতা ?
নহ তুমি ত্রিদিবের ?
তুমিও-কি মাটীর ধরার ?
এত শীঘ্র উপরের অষ্টমীর—
খণ্ড চন্দ্রে লুকাইয়ে মেঘের-অঞ্চলে,
চঞ্চলে ! আঁধার ধরার বুকে
কেন কর' চপলার-খেলা ?
ব'সেছিলে অন্যের অঙ্কেতে—

গঙ্গা। ব'সেছিনু। এমনি নিশীথে,
সে এক আধভোলা অতীত-স্মৃতিতে,
ব'সেছিনু কাম-আশে দক্ষিণ জানুতে,
যোগাসীন-প্রতীপ রাজার—

শান্তনু। কার?—কার—প্রতীপ রাজার?
জগতে আছে কি দ্বিতীয়-প্রতীপ?
দ্বিতীয় শান্তনু, দ্বিতীয় হস্তিনা?
যদি নাহি থাকে—নহ তুমি
পরশের; আর যদি থাকে,
তবু তুমি কীট-দষ্ট মল্লিকা কুসুম।

গঙ্গা। দক্ষিণ জানুতে ব'সেছিনু তাই—
হস্তিনা-ঈশ্বর যোগাসীন
প্রতীপ রাজন, প্রত্যাখ্যান—
করিয়া আমারে, কহেছিল—
নৃপতি শপথে, পুত্র সনে
তার ঘটাবে মিলন।

শান্তনু। আমি—আমি সেই—প্রতীপ নন্দন।
কালবশে পিতা মোর কালের কবলে।
পিতৃসত্য—পিতৃ বাক্য,
পালন, রক্ষণ হেতু,
বুঝে দেখ' কি অচিন্ত্য-ভাবেতে
ঘটাল' বিধাতা, তোমার আমার—
এই মধুর মিলন।

গঙ্গা। কিন্তু আছে এক দৃঢ় পণ—

শান্তনু। শুনিয়াছি, আছে মনে—
কহেছ যা-ক্ষণ পূর্ব্বে দেবি!
ব'লেছি তো, তব পণ-পূরণের হেতু,
ঐহিক সমস্ত সুখে—হ'লে প্রয়োজন—
প্রাণ-বিসর্জ্জনে হব না কাতর।

গঙ্গা। অঙ্গ স্পর্শে? করহ শপথ!

শান্তনু। অঙ্গ স্পর্শে! এমন সৌভাগ্য—
সত্যই-কি সম্মুখে আমার?
ব্রীড়া-নম্রা লতা লজ্জাবতী
শুনিয়াছি নর-কর-স্পর্শে
হয় সঙ্কুচিতা গুণ্ঠনে-আবৃতা!

(উভয়ের কিয়ৎকাল প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টির আদান-প্রদান এবং শান্তনুর বাহু, নিজের অজ্ঞাতসারে, গঙ্গার বাহুকে ধরিবে, শান্তনু বিস্মিত, ভীত, ও স্তম্ভিত ভাবে স্বল্পক্ষণ থাকিয়া)

একি শক্তি? সৌদামিনী—
কেন' ছোটে-শিরায় শিরায়—
অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু ও শোণিতে?
প্রাণ বিচঞ্চল, মান রাখা দায়,
ধৈর্য্য-বাঁধ বুঝি ভেঙে যায়।
একি উন্মাদনা মনে-প্রাণে,
বিবেকে, জ্ঞানেতে? বল' দেবি!
শীঘ্র-বল' মনোবাঞ্ছা তব,
বিনিময়ে সমর্পিত হ'লো জেন' শান্তনু জীবন।

[দূরে পরাশরের প্রবেশ এবং বৃক্ষ অন্তরালে, আপনাকে গোপন রাখিয়া, শান্তনু-গঙ্গার মিলন দর্শনে স্তম্ভিত হওন, পরে উৎকণ্ঠিত ভাবে, উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ উদ্দেশ্যে কর্ণ পার্শ্ব ভাবে স্থাপন]

গঙ্গা। আমি যার হব অর্দ্ধাঙ্গিনী,
প্রণয়িনী-ধর্ম্মের সঙ্গিনী,
এ জীবনে মোর ইচ্ছা, কার্য্য,
গতিবিধি কিংবা স্বাধীনতা ব্রতে,
হস্তক্ষেপ, বাধা দান কিংবা
প্রশ্ন, কভু না করিবে।
যদি করো সেই দণ্ডে—
সব ভুলি, ত্যজিয়া তোমায়,
অজানিত দেশের বাসিনী,
চ'লে যাবে অজানার আঁধার অঙ্কেতে।

শান্তনু। তাই হবে-দেবি! তাই হবে।
তোমার কার্য্যেতে হস্তক্ষেপ,

[পরাশরের প্রস্থান।

বাধা দান দূর কথা, কভু,
'কেন' প্রশ্ন কিংবা কৌতূহল-চরিতার্থে,
জিজ্ঞাসা না করিব নিশ্চয়।
যদি করি, সেই দণ্ডে-ত্যজিও আমায়।

গঙ্গা। এ শপথে সাক্ষ্য কে রহিল?

শান্তনু। সাক্ষ্য তুমি, সাক্ষ্য আমি,
আর সাক্ষী-ওই অনন্ত আকাশ।

[পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। আর সাক্ষ্য এই আহত ব্রাহ্মণ।
শান্তনু। হেন মধুময় কালে দিলে বাধাদান,
জীবন সঙ্কট তব,
অবিলম্বে কর' স্থান ত্যাগ।
পরাশর। বুঝেছ' এখন নিজ অবস্থায় রাজা ?
কি মধুময় কালে, বাণ-বিদ্ধে
আহত ক'রেছ মোরে ?
শান্তনু। কি উদ্দেশ্যে এখন এখানে ?
পরাশর। রাজা-যদি পারে দণ্ড দিতে—
প্রজা-ব্যভিচারে, প্রজা কি পারে না—
ব্যভিচারী-রাজারে শাসিতে ?
গঙ্গা। কি কদর্য্য নীরস ব্রাহ্মণ !
মধু-যামিনীর শিরে—একি ধূমকেতু ?
শান্তনু। যাও, দূর-হও—বর্ব্বর ব্রাহ্মণ !
পরাশর। কি ? ব্রাহ্মণ—বর্ব্বর ?
বর্ণে-হীন ক্ষত্রিয় নন্দন ! করো দূর—
চির পূজ্য ব্রাহ্মণে স্পর্দ্ধায় ?
ব্রাহ্মণের অপমানে, ভেবেছ' কি—
সুশৃঙ্খলে-পালিবে সাম্রাজ্য ?
এই আজি হ'তে—দিনু অভিশাপ—

শান্তিপূর্ণ হৃদি তব,
আজি হ'তে নিত্য হবে—অশান্তি-আগার,
আর তোমার বিপুল বংশ,
পরিণামে, ব্যভিচারে—
ব্যভিচারে—হইবে বিস্তার।

শান্তনু। বীর, পৌরুষত্ব-বলে গর্ব্বী,
কেবা কবে ডরে—প্রিয়তমে!
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, প্রেত, দ্বিজ অভিশাপে?
চল' যাই, দুই প্রাণ এক-হয়ে'—
শান্তি সুখে হস্তিনার পথে।

[বাহুর আবেষ্টনে গঙ্গাকে ধরিয়া—
ধীরে ধীরে শান্তনুর প্রস্থান।

পরাশর। এত দর্প ক্ষত্রিয়ের পুনঃ?
শান্তনুর এত অহঙ্কার?
অনুনয়, বিনয়, মার্জ্জনা,
কিছু নাহি জানে—এই ভারত নৃপতি?
অথবা, অথবা হবে'বা জ্ঞাত,
'অতি তুচ্ছ' জ্ঞানে মোরে—
নাহি দিল পরিচয় তার।
উত্তম! যাব' হস্তিনায়,
কর্ম্মক্ষেত্রে ঋজু-পন্থা করি বিসর্জ্জন,
কুটিলতা ধরি হব' অগ্রসর,
দেখি শান্তনুর অতি-দর্প
কতদিন রহে উচ্চ-শিরে?

[বেগে গমনোদ্যত সহসা কপিঞ্জলের প্রবেশ
ও বাধা দান]

কপিঞ্জল। আরে—বাপ রে! ঠাকুর, তা কখন' থাক্‌তে পারে? যখন তোমাকে স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ থেকে টেনে নামিয়েছে, তখন যে রাজা, অন্ততঃ—"কুম্ভীপাকে" ঘুরপাক খাবেই, এটা তো ঠিক।

পরাশর। তুমিও না—তুমিও না ব্রাহ্মণ?

কপিঞ্জল। আজ্ঞে—জানতেম তো—তাই। কিন্তু এখন, মহাশয় যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহলে আমি বেটা চণ্ডাল।

পরাশর। সৃষ্টির-সহায়কল্পে, আমি প্রকৃতি-সমাগমে ছিলেম—এমন সময়ে—এমন সময়ে—

কপিঞ্জল। রোস'—রোস'—রোস'। সৃষ্টির সহায় হবার—সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা, তস্য পুত্র বেয়াল্লিশ কর্ম্মা, তস্য পুত্র নিষ্কর্ম্মা—পুত্র—পৌত্রাদিসহ-বর্ত্তমান থাকতে, তুমি কে—রামদাস বাবা? ভর সন্ধ্যেয়—সৃষ্টির সহায়তা ক'রছিলে?

পরাশর। তুমিও নিশ্চয় তাহ'লে অকৃতদার?

কপিঞ্জল। ওতে আর 'কিন্তু'—আছে? 'এক ছুটেই'—এই, হস্তিনার রাজপুরী থেকে টেনে এনেছে—এই বন-বাদাড়ে, 'দোছোট' থাকলে তো 'ধাঁ কিটি কিটি তাক্' লেগে যেত'।

পরাশর। বাতুলের-প্রলাপ শোনবার সময়—আমার নাই।

কপিঞ্জল। আপনার অমন মহামূল্য-সময় কি, আর কিছুতে নষ্ট ক'রবার—

পরাশর। কি!

কপিঞ্জল। আহা! রাগ কেন ঠাকুর! বনবাসী যখন, আকৃতির

মার প্যাঁচ থাক্‌লেও, প্রবৃত্তিটা-তো, চার-পেয়ের মতন হবেই, সাঙ্খ্য-মিথুনেই তো, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে।

পরাশর। জান' আমি কে ?

কপিঞ্জল। আহা! তা জানলে কি আর—এত রসিকতা ক'রতুম ?

পরাশর। আমি বশিষ্ঠ পুত্র-শক্তি্র ঔরসজাত—পরাশর।

কপিঞ্জল। বলি, ঔরস-টা কোন্ অবস্থার ? যখন পিতৃশাপে গুহক চণ্ডাল হ'য়েছিলেন ? যাক্, তুমিও জান'—আমি কে ?

পরাশর। একটা দ্বিজ, ক্ষত্রিয়ের পদলেহী—চাটুকার—বয়স্য।

কপিঞ্জল। শুধু ঐ টুকু পরিচয় থাকলে, ব্রাহ্মণ সমীপে, এত' গর্ব্বভরে আস্ফালন-ক'রতেম্ না। আমি শঙ্খ ও লিখিতার জ্যেষ্ঠ-তাত পুত্র।

পরাশর। যাও—যাও, এখন আমার প্রতিহিংসা ব্রত সাধনার্থ যাত্রা-পথে বাধা দিও না।

কপিঞ্জল। নিশ্চয়ই—বাধা দেব', শুধু দেব' কেন, দিতে বাধ্য। কলি আগমনের এখনও—কল্পনাতীত কাল বিলম্ব, তখন পরাশরী—স্মৃতিতে সমাজ-ধর্ম্ম চ'লবে, কিন্তু এখন—এই দ্বাপরের নব যৌবনকালে, শঙ্খ ও লিখিতার জ্ঞাতি ভ্রাতা হ'য়ে, সে ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেব' না।

পরাশর। তাই যদি, তবে ব্যভিচারী-রাজাকে প্রশ্রয় দিলে কেন ?

কপিঞ্জল। অবিবাহিত যুবক, ভাবোন্মাদিনী-যুবতীকে, যদি আত্ম—সমর্পণই করে, তার সঙ্গে তোমার ওই ছাগ-যৌন-বিধি কি—তুলনীয় ?

পরাশর। তাহ'লে ব্রাহ্মণ! আমার শক্তির একটা অংশ দেখে তুমি যখন এতটা বিপর্য্যস্ত, তখন আর একটা অংশ না—দেখিয়ে, চ'লে যাওয়াটা, তোমাকে-উপলক্ষ্য ক'রে তোমার সমাজের বিস্তৃত—অধিকারে একটা ব্যভিচারের-আতঙ্ক উৎপাদন করা মাত্র। যদি

আমার তপোবল থাকে, তাহ'লে এই মুহূর্ত্ত হ'তে তোমার গতি রুদ্ধ হবে। এইখানে, ঠিক এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে—আবাহন কর'—মরণকে, যেন যত-শীঘ্র সম্ভব উপস্থিত হ'য়ে, তিনি তোমায় নিষ্কৃতি প্রদান করেন।

[পরাশরের প্রস্থান।

কপিঞ্জল। তাই তো, ও বাবা এ কি! যাব' কি—তুলবো কি—আমি যেন পাত'রের তৈরী! নড়ন চড়ন রহিত! যা কায ক'র্‌ছে—চোখ দুটো আর শ্রীমুখপঙ্কজ খানি, হাত, পা, দেহ, সব কোথায় গেল'? আছে ব'লে তো—বোধ হ'চ্ছে না। তাইতো বাম্‌না ক'র্‌লে কি! সখা—সখা—ও সখা! আর সখা, আমি বামুন তাই পাত'র, সখাকে বোধহয় এতক্ষণ দারুব্রহ্মে পরিণত ক'রেছে। ওগো—কে কোথায় আছ গো—এই ব্রাহ্মণকে, এই বিপদ থেকে রক্ষা কর গো—এ সময়ে কারুর দেখা নেই, কিন্তু এই তেপান্তর জায়গাতেই পাড়ো' দেখি—লুকিয়ে দুটো ফল, অমনি চারদিক থেকে পঁচিশ বেটা, অমনি 'কে রে কে রে' ক'রে লাঠি হাতে ছুটে আস্‌বে। তাই তো, করি কি? এখনি যে তেষ্টায় কণ্ঠা শুকুতে লাগলো! পেছনে গঙ্গা—আরে নড়বার যো নেই, তা জল খাব কি? তাই তো, রক্ষাকালী "পূজার মানত পাঁঠা—গোছ" অবস্থা ক'রে বাম্‌না পালালো গা!

[প্রকৃতির প্রবেশ]

প্রকৃতি। এই রজনীর শান্তিপূর্ণ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কে অমন বিকট চীৎকার ক'র্‌ছে?

কপিঞ্জল। ও বাবা! চাঁদের আলোয় কিসের ছায়া প'ড়লো না? অপদেবতা নাকি? আর ভয় ক'রেই বা কি ক'র্‌বো?—

পালাতে যখন পারবো না—তখন ভয় ক'রেই বা—কি হবে? সাগরে হাবুডুবু খেয়ে, শিশিরে মাথা বাঁচিয়ে লাভ?

প্রকৃতি। একি, স্থির অটলভাবে—কে ওখানে দাঁড়িয়ে না? ছায়া, না মানব?

কপিঞ্জল। এখন "এ্যাঁও নই ওঁ-ও নই" মাঝামাঝি, কে তুমি?

প্রকৃতি। তুমি কে?

কপিঞ্জল। বৈলিঙ্গ হয়ে গেছি ঠাকরুণ, কি পরিচয় দেব'?

প্রকৃতি। এখানে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে কেন?

কপিঞ্জল। পক্ষাঘাত হ'লে কি রকম হয় তাই দেখছি?

প্রকৃতি। তুমি কি বাতুল?

কপিঞ্জল। বাতুল? বাতুল কি?—মানসিক বিকার তো? শুনছো—গলার নীচে কণ্ঠা থেকে পাতর—

প্রকৃতি। পাতর?

কপিঞ্জল। একেবারে গন্ধমাদনের-চেয়েও শক্ত। কোন' রকমে সুন্দরি—আর তাই বা কেমন ক'রে হয়? এত বড় বোঝা কোলে—তোলা মানুষের সাধ্য নয়,—কোনও রকমে সুন্দরি! লোকজন জড়' ক'রে—ঠেলাঠেলি ক'রে, একটা নৌকা ডেকে, আমায় বোঝাই করাতে পার?

প্রকৃতি। কোথায় যাবে?

কপিঞ্জল। তবু একটা হাটবাজার-গোছ জায়গায় থাকলে লাভ। জানি না—তুমি কে, তবে তুমি যদি আমার কপালে খানিকটা সিঁদুর মাখিয়ে, পাশে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজাতে পার,' তাহলে অনেক পয়সা রোজগার ক'রতে পারবে।

প্রকৃতি। একটু দূরেইও দাশরাজার খেয়া পারের নৌকা, ঘাটে আছে, ডেকে দেব'?

কপিঞ্জল। 'খেয়া পার'?

প্রকৃতি। খেয়া পার? পারে যাবার সম্বল আছে?

কপিঞ্জল। সম্বলের মধ্যে আমি, কিন্তু একটা কথা—আগে ঠিক ক'রে এস', আমার পারে যাবার ভাড়াটা—মানুষের হিসেবে? না—মালের হিসেবে দিতে হবে।

প্রকৃতি। দেখছি তুমি সত্যই উন্মাদ। এস' আমার সঙ্গে।

কপিঞ্জল। কোথায়?

প্রকৃতি। তোমার গন্তব্য স্থান দেখিয়ে দেব'।

কপিঞ্জল। আরে—যেতেই যদি পারবো, তাহ'লে তোমার সঙ্গে রসিকতা ক'রবো কেন?

প্রকৃতি। কেন, আমার হাত ধ'রে এস। ধর' ধর' হাত ধর', কিন্তু-ক'রছ, কেন—?

কপিঞ্জল। কিন্তু তো আর—কিছুতে নয়। অবিশ্যি হয় বটে, "হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যং উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে"—না? তা সে "কিন্তু" আমাতে তো নেই—কেন না—ধৈর্য্যের সবটাই পাতর তার আর 'চ্যুতি' হবে কি?

প্রকৃতি। পাগল। ধর'—হাত ধর'—!

কপিঞ্জল। কি আপদ, কিছুই উঠছে না যে। তুমি হেঁইও মেরি' ক'রে ধ'রে টান', বুঝতে পারবে।

প্রকৃতি। কি পাগল, এস— (কপিঞ্জলের হস্ত ধারণ)

কপিঞ্জল। এ্যা! বাহবা—বাহবা—বাহবা, বাহবারে তুমি বাহবা! কি ব'লবো বুঝতে পারছি না যে বাহবা! আশ্চর্য্য—বিস্ময়—আশীর্ব্বাদ—কৃতজ্ঞতা—স্তম্ভন—ভয়—সব এক সঙ্গে 'তালগোল' পাকিয়ে কেবলই বাহবা—বাহবা—

প্রকৃতি। উন্মাদনা ত্যাগ ক'রে আমার অনুসরণ কর'।

কপিঞ্জল। দাঁড়াও বাহবা, তোমায় আগে একটু ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করি—

প্রকৃতি। কেন—আমায় অনর্থক প্রণাম ক'রবে কেন?

কপিঞ্জল। অনর্থক? তুমি পূবের-সূর্য্যকে পশ্চিমে ওঠাতে পার'—বাহবা, তোমাকে অনর্থক? যদিও বামুন—তা হোক্—চুলোয় যাক্—

প্রকৃতি। ঘটনাটা কি বল' দেখি?

কপিঞ্জল। শোন' বাহবা, এক বাম্‌না, আমায় অভিশাপ দিয়ে গেল'—'এইখানে ঠিক এই এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাক্"—বস্—যা কথা সেই কায, তবু আমার সখা বাণ মেরে, খানিকটা রক্তপাত ক'রে, তার দেহের শক্তির অনেকটা হাল্কা ক'রে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতি। তোমার সখা? বাণ মেরে? ব্রাহ্মণকে—

কপিঞ্জল। হাঁ বাহবা।

প্রকৃতি। ব্রাহ্মণের অপরাধ জান'?

কপিঞ্জল। সে আর—তুমি স্ত্রীলোক—বাহবা, তোমার সাম্‌নে বল্‌বার নয় বাহবা।

প্রকৃতি। এতক্ষণে সব বুঝেছি। ব্রহ্মরক্ত-পাতক বীর রাজা—শান্তনু, তুমি তার সহচর—আমারই-প্রেমিকের কোপে অভিশপ্ত হ'য়েছিলে?

কপিঞ্জল। তাহ'লে, সন্ধ্যেবেলার সেই উড়োন তুবড়ীটি আপনিই বাহবা? আপনারা স্ত্রী পুরুষে কি গন্ধর্ব্ব? না তালবেতাল সিদ্ধ?

প্রকৃতি। আমরা কে জান'? এই ধর'—ব্রাহ্মণের অভিশাপে তুমি কি হ'য়েছিলে?

কপিঞ্জল। নড়ন চড়ন রহিত।

প্রকৃতি। এক কথায় শুদ্ধ ক'রে বল'। বাগ্দেবীর শ্রী-মন্দিরে—না—ব্রাহ্মণ জাতির জন্ম? কি হ'য়েছিলে?

কপিঞ্জল। তা বাহবা—এক রকম জড়।

প্রকৃতি। তাই বল', ছিলে পুরুষ, হ'য়েছিলে জড়, চ'ললে কিরূপে?

কপিঞ্জল। তুমি চালালে।

প্রকৃতি। কি রূপে?

কপিঞ্জল। মন্তরে, কি গায়ের জোরে—বাহবা!

প্রকৃতি। শুদ্ধ ক'রে স্থির চিত্তে বল'।

কপিঞ্জল। মন্ত্রেতে কিংবা শক্তিতে—বাহবা।

প্রকৃতি। তাহ'লে, আমি প্রকৃতি-শক্তিতে, জড়-পুরুষকে সচল ক'রেছি—কেমন? বিস্মিত হ'য়ো না, যতক্ষণ শক্তি প্রবলা, ততক্ষণ কি কেউ পরমুখাপেক্ষী হয়?—তবে মন্ত্র কথা আনছো কেন?

কপিঞ্জল। তাহ'লে তো—আমার সখা, জড়-ব্রাহ্মণ রূপী পুরুষকে, প্রকৃতিরূপিনী-শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মহা অপরাধী.বাহবা!

প্রকৃতি। পুরুষ জড়, প্রকৃতি—শক্তি।

কপিঞ্জল। এ তো সাংখ্য।

প্রকৃতি। হাঁ। সংখ্যা গণনা ক'রতে ক'রতে অভীষ্ট স্থানের উদ্দেশে এখনকার মত' সারা জীবন ধ'রে অগ্রসর হও, পথিমধ্যে বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ, নব নব জ্ঞান, বিজ্ঞান আলোকে—পথের অন্ধকার দূর—ক'রে, তোমার মহাযাত্রা-পথের সহায়ক হবে।

[প্রকৃতির প্রস্থান।

কপিঞ্জল। পিসীমা মন্দ উপদেশ দিয়ে গেলেন না—রূপকথা শুনিয়ে। কে তোমার ওই নিয়ে মাথা ঘামায় বাবা। খাও, দাও,

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন কর'—নিদ্রা যাও—বাস্, মাথা ঘামিয়ে উপসর্গ বাড়িয়ে লাভ কি বাবা? কিন্তু, ঐ যে "কিন্তু", মস্ত "কিন্তু"—"বাহবা, চারপেয়ে ছাগ-পাঁটা দাদা ভায়েরাও—তো তাই ক'র্ছে, একটু তফাৎ—না রাখলে তো' মানুষ ব'লে কেউ মানবে না বাহবা!

[গীত কণ্ঠে অগ্রদূতের প্রবেশ]

অগ্রদূত— **গীত**

মানবে না কেউ মানবে না।
প্রকৃতিটা থাকলে পশুর
আকৃতিতে টের পাবে না॥
জাগিয়ে তোল' বুদ্ধি বিবেক
মাথায় খেলায় দেশের আবেগ
দশের তরে বিলিয়ে দে প্রাণ
মানুষ ব'লে হওনা জানা॥
কোথা হ'তে এসেছিলে
যাবে কোথা মৃত্যু হ'লে
কি কারণে হেথায় এলে
এই তো নরের সার ভাবনা॥

[প্রস্থান।

কপিঞ্জল। ঠিক, মাথা ঘামানই মনুষ্যত্ব, বিবেক জাগানই মানবত্ব, জ্ঞানের অনুশীলনই—পশু হ'তে মানব-পার্থক্যতা—বাহবা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনাতীর।

[মধু ও বিধুর নাচিতে গাহিতে প্রবেশ]

গীত।

বিধু। মরদানি তোর বোঝা গেছে জেলে।
তোর জালের কাঁঠি ছোঁয়না মাটী
খালি ওঠে ঠেলে ॥

মধু। তুই বড় বাস্ত বাগীশ,
(আবার) আন্‌মনাও থাকিস্,
কেউটে ধরা প'রে শিশিস্,
আগে ধ'রতে শেখ, হেলে ॥

বিধু। কাত্‌লা হাবা, মিরগেল ঘাগী,
গোলা-বেলে, রুই দাগী,
খ্যাপ্‌লাতে মোর পাগ্‌লা হ'য়ে
পড়ে পায়ের তলে ॥

মধু। আঁচল ছেঁকায় চিংড়ি চ্যাঙ,
ধরবি লো জোর কুণো ব্যাঙ,
বোয়াল খাইয়ে খাল হবি প্রাণ
(ছুঁড়ি তুই) মজবি শেষকালে ॥

মধু। এখন রাজাকে গিয়ে কইবি কি ?

বিধু। তাই তো, আজ হ'লেক-কি গো ! মাছরা সব গেলেক কুথা গো ?

মধু। আর কুথা যাবেক ? উপ্‌রে বসন্তির হাওয়া, জলের হাল্‌কা ঢেউএ, পল্‌কা প্রাণের নাচনে অস্থির হ'য়ে, নিজের নিজের পিতৃ-কুলকে পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার ক'রবার ব্যবস্থায় গেছেক্।

বিধু। আর একবার না হয় জলে উলি-আয়-না কেনেক্।

মধু। তুই মাগী অপয়া, তুই উল্‌লে কিছুতেই হবেক না।

[কপিঞ্জলের প্রবেশ]

কপিঞ্জল। এইটেই ভুল বুঝেছ বাবা—বাহবা! জড় পুরুষ আমিও—বাহবা! ঐ রকম ভুল এত'কাল বাহবা, বুঝে আস্‌ছিলেম, কিন্তু এখন জেনেছি, পুরুষ গুলোই—বাহবা, অপয়া, বংশবৃদ্ধির একটা নিষ্কর্ম্মা ও বাহবা, একরকম পরমুখাপেক্ষী—

বিধু। দাদাঠাকুর পেননাম।

কপিঞ্জল। না না না, আর নয় বাহবা, পেন্নাম বরং শক্তিময়ী-প্রকৃতি, তোমাকেই একটা ঠুক্‌ছি বাহবা!

মধু। শুনেছি, আপনা-গোর বাক্যি, কখনো সিদ্ধি হয় না, দাদাঠাকুর! একটু আশীর্ব্বাদ অবজ্ঞা কর', তাহ'লে আপনা-গোর নদীকে—নদী উজোড় হ'য়ে, মাছ যে ভাগ্যে যুটবেন, এ অবিশ্বাস—আমাতে পরিপূর্ণ-আছেন ঠাউর মুশাই।

বিধু। দোহাই দাদাঠাকুর, রইক্ষা কর', না পেলেক্, রাজা গর্দ্দান লিবেক্।

কপিঞ্জল। তোদের রাজা কে?

মধু। একি অবজ্ঞ্য অনাশ্চর্য্য হচ্ছো ঠাউর-মুশাই? আম-গোর রাজা আপনা-গোর চিনা লয়? রাজা, বাপ্-রে বাপ্! সাগরের ঘাট থেকে, দুই-পাহাড়ের ডগ লাগাছ, তাঁর অকীর্ত্তিতে জলজ, স্থলজ, বৃক্ষজ—আরে মাগী! বল্ না—

বিধু। আপনা-গোর—হাওয়াজ, রোদ্দুরজ—এজ্ঞে, যা কিছু আছেন, সব থর হরি কাপতিছেন—

বিধু। বাবা গো! রাজ্য লয়তো—যেন ঝমের স্তাঙাৎ।

কপিঞ্জল। আরে—কে তোদের রাজা?

মধু। আরে ঠাউর! কুথাগারে মুনিষ্যি তুমি-আপনি—বটেক্? দাশ রাজের লাম, অবগুণ্ঠন কর' নি?

কপিঞ্জল। দাশরাজ? সমগ্র নদী তীর, নদী বক্ষ যার প্রতাপে নিরাপদ নয়, দস্যুতায়—যে, চন্দ্রবংশীয়-শাসকদেরও—তুচ্ছ জ্ঞান করে, সেই দাশ রাজের অধিকারে আমি এসে প'ড়েছি?

মধু। লাও—আশীর্ব্বাদ ঠোক'। আজ বিভীষণ কেরাণ্ড, হামরাই—লোকজন ছুটুতিছে, যেন—একখানা গাঁ,—হাঁ হাঁ ক'রে, ক্ষিদেয় হাম্—লাচ্ছে।

কপিঞ্জল। তাহ'লে রাজ রাড়ী ভোজ বল'—বাহবা! কিসের ভোজটা বাহবা?

মধু। আরে—কুথা গোর মুনিষ্যি তুমি—আপনি-বটেক্ হে! এত' বড় কেরাণ্ডোর, কিছুই অনবগত হও লাই?

বিধু। আমা-গোর রাজার, ছাওয়াল-পুত কিছুই ছিল' না গো—, একটি "পুতি" পাইচে।

কপিঞ্জল। "পুতি" কি—বাহবা-শক্তি? ও, কন্যা। তাই বল্, রাজার কন্যা হাওয়ার দরুণ, প্রীতি-ভোজ বাহবা?

মধু। আরে—ঠাউর-মুশাই! আপনা-গোর কন্যা লয়।

কপিঞ্জল। তবে কি পোষ্য বাহবা?

মধু। হ্যাঁ, তা এক রকম অপুষ্যি বটেক। উপরিচর রাজা আছেন—ঐ যে ঠাউর! যিনি আকাশ-অবিস্থায়, পাখীর মত' উড়ে বেড়ান—তাঁর ঔরসে, তপ্সি-মাছির প্যাটে—জন্মাল এক বেটা, আব এক বিটি।

বিধু। তপ্‌সে মাছ,—যে—সে নয় দাদাঠাকুর! শুনেছি নাকি অদ্রিকা পরী, তোমা-গোর শাপে, তপসে-মাছ হ'য়ে, যমুনায় নাকানি—চোপানি খাচ্ছিল—

কপিঞ্জল। যাক্ বাহবা, সে মেছো-ছেলে-মেয়েটা কোথায়?

মধু। উপরিচর রাজা চালাক নোক, ছেলেটাকে নিজে—পির্‌তি—পালন ক'রতিছে, আর মেয়েটারে গছাইয়ে—দেছেক্ আমা-গোর দাশ রাজাকে। দাও, এখন উপকথা, অশ্রাব্য ক'রলে তো? একবার আশীর্ব্বাদটা ঠোক'।

কপিঞ্জল। বাহবা রে বেটা, পাশে অমন কামদুঘা-প্রকৃতি থাক্‌তে, জড়ের কাছে কামনা কিরে বেটা? তোর ওই মাগীকে ধর্।

মধু। আজ্ঞে শাস্তর—যদি তাই বলেন্, তাহ'লে মাগীকেই না—হয়, মন্ ভোর ঝাড়ফুঁক দাও।

বিধু। না—না মিনসেকে দাও। সকাল থেকে জলে উলে, কাদা ঘেটে, আমার শরীলটে, ভাতুরে-লাউয়ের মত' হ'য়ে উঠেছে, আর জলে উলে, কাদা-ঘাটবুনি।

কপিঞ্জল। অয়ি—শক্তিময়ী প্রকৃতি-বাহবা! তোমার অসাধ্য—সাধ্য দর্শন যে, জীবনের ব্রত বাহবা। জলে নাম', মৎস্যকুল—নির্ম্মূল ক'রে, আমার হৃদয়ে জাগিয়ে তোল' জাগিয়ে তোল' বাহবা—বিনিদ্রিত প্রকৃতি-প্রীতিটাকে।

বিধু। ওরে—মিন্‌সে! পিরীত-করবেক ব'ল্‌ছে।

মধু। আরে যাও—যাও, ঠাউর—তুমি যাও! তোমায় পিরীত শেখাতে হবেক্ না, আমাগোর পিরীতে-বলে কাক-চিল অবধি চালে ব'স্‌তে পারে না—আর উনি আমার, পিরীতের চষিপোকা এলেন—পিরীত শেখাতে!

কপিঞ্জল। আরে—বাহবা—মুর্খ! মাগীকে জালে জড়িয়ে, জাল ফ্যাল্! তবু হাঁ—ক'রে দাঁড়িয়ে—নিরক্ষর মুর্খ—বাহবা! এই এমনি ক'রে বাঁধ্—

মধু। আরে—ঠাউর! ফস্ ক'রে ইশ্চিরী-নোকের অনঙ্গ-অস্পর্শ—ক'র্লে যে?

বিধু। মিন্সের দুষ্টু-মৎলব জেলে! বাঁধ, রাজার কাছে হাজির কর্।

মধু। ঠিক ব'লেছিস্　　　　(বন্ধনের উপক্রম)

কপিঞ্জল। আরে—আরে নিরক্ষর মুর্খ-বাহবা—

[প্রকৃতির প্রবেশ]

প্রকৃতি। কি ব্রাহ্মণ? প্রকৃতি-শক্তির পরিচয় গ্রহণে, একি—দুর্দ্দৈব?

কপিঞ্জল। তুমি—বাহবা-ঠাক্রুণ! আচ্ছা—ফ্যাসাতে জড়াতে পার' তো?

প্রকৃতি। বিনা ক্লেশে, কে—কবে শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে?

কপিঞ্জল। আরে—বাহবা! না হয় গুরু মহাশয়ের বেত্ গাছটাই, ফিরে-ফির্তি চলুক্, এ যে একেবারে—যমের ভায়রা-ভাই-রাজার কাছে বাহবা।

প্রকৃতি। যাও না,—ক্ষতি কি? বিপদের পরিণাম মহাসুখ, তা-কি জান' না?

কপিঞ্জল। বটে—বাহবা? তাহ'লে তো শুধু—আমার নও, তুমি আমার চোদ্দ-পুরুষের পিসীমা-বাহবা। ম'রেছি-না ম'র্তে-আছি—চ—বাহবা বেটা-বেটি! কোথায় নিয়ে যাবি! চ'।

মধু। আর লয় ঠাউর, আমা-গোর দেবী—অনাগত হ'য়েছেন যখন—

কপিঞ্জল। দেবী? তোদের দেবী? মাকাল ঠাকুর-বাহবা, তাঁর পত্নী?

মধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, উনিই পত্নী—আবার উনিই—জননী।

কপিঞ্জল। রাম! রাম! রাম—বাহবা! ও কথা বলিস্ নি—বাহবা।

প্রকৃতি। যাও—এই পথে চ'লে যাও, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

কপিঞ্জল। আচ্ছা—বাহবা, দেখাই যাক্—বাহবা, কিন্তু বাহবা! ফস্ ক'রে, শক্তির-পায়ে মাথা নোয়াচ্ছিনি—বাহবা।

[প্রস্থান।

প্রকৃতি। কি অজ্ঞান-অন্ধকারে জগৎ পূর্ণ! ঈশ্বর-সত্তা, শ্বরানুভূতি কিছুতে নেই, কোথা ও নেই! এই পাশবিক লীলাক্ষেত্রই—যদি তোমার সৃষ্টি হয়, তাহলে ধ্বংস কর'—ধ্বংস কর'—সৃষ্টিকর্ত্তা! তোমার পবিত্র করকমলোদ্ভূত এই—পঙ্কিল সৃষ্টিটা।

মধু। মা, পায়ের ধূলা দাও। মাছ যে পাচ্ছি না মা! একদিন তোমা-গোর কথায়, তোমার পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে ফেলেছিলুম জাল, উঠেছিল ইয়া—তপ্‌সে, প্যাটটা যেন ভুস্-কুমড়ো, কাট্‌তে গিয়ে, প্যাট থেকে বেরুলো—এক খোকা—খুকী।

[পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। সেই খোকা, খুকী—হ'তেই—পরিণামে ভারতবর্ষে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির বিস্তারে, পরিপূর্ণ-মানবত্ব—মর্ত্তে জাগ্রত—দেবতার প্রাণ-স্পন্দনকে মূর্ত্ত ক'র্‌বে। অন্বেষণ কর'—অন্বেষণ কর' শাপভ্রষ্ট—যক্ষ-দম্পতি! চারিটী শিশু, কোন নিভৃত, অজ্ঞাত, মহা—তমোময় প্রদেশে, দৈত্য পদ-দলিত হ'য়ে, সলিল সমাধিস্থ, অন্বেষণ ক'রে আবিষ্কার কর'—আবিষ্কার কর'।

বিধু। সে খোকা চারজন যে, এই যমুনাতেই—আছেক্, তার ঠিক-কি বটেক্ ?

পরাশর। স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়েছি, তাই তোমাদের আদেশ ক'র্‌ছি এই যমুনা-বক্ষেই অন্বেষণ ক'র্‌তে। রাম রাজত্ব—রঘুর বিশাল-বংশ—লোপ হ'তে, ত্রেতার অবসন্ন চতুর্থ পাদ হ'তে অন্বেষণ করি-নি, এমন স্থান নাই। সাগরের অতল গর্ভ, তন্ন—তন্ন ক'রে অন্বেষণ ক'রেছি, শুক্তি-ভেঙে, তার মধ্যস্থল অন্বেষণ ক'রেছি, নাগ সরোবরের—প্রতি বিষধরের ফণা তুলে দেখেছি, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ম্মনাশা প্রভৃতিতে অদম্য শক্তি প্রয়োগ ক'রে দেখেছি, পাই নি—পাই নি। সীমাহীন দিগন্ত প্রসারিত, নীলাম্বর-চুম্বিত—মহাসমুদ্র, ঠিক তেমনি ভাবে, যথাযোগ্য স্থানে আছে, কেবল তার রাজা নাই। কোথায়—কোন রহস্যের-অন্তরালে, অনন্ত—রত্নাধীপ-জলাধীপের সহিত, দৈত্য পদদলিত হ'য়ে চতুর্ব্বেদ—নিমজ্জিত ; আবিষ্কার ক'রে, মানব রাজত্বে, মানবত্বের—পরিপূর্ণতার সহায়ক হও—সহায়ক হও।

[প্রকৃতির হাত ধরিয়া পরাশরের প্রস্থান

গীত

মধু। তবে চল্ চলে, চল্ চলে, চল্ চলে।
ঐ ট্যাকের ব্যাঁকে, জলের ফাঁকে,
দেখি এবার কি মেলে॥

বিধু। মায়ের নামে অগাধ জলে,
সদ্য তাজা মানুষ মেলে,
ঘুরিয়ে ফেলে কথার ছলে,
দেখনা জেলে, কি মেলে॥

মধু। কে ক'রেছে একচেটে
বিদ্যে জ্ঞানে দেখবো ঘেঁটে
ছিলুম যগী-যোগী শুনলি মাগী,
অভিশাপে আজ জেলে ॥

বিধু। জাতের ঘোঁটে উঠবি ঠেলে,
মানিস্ নি আর বামুন বলে,
এবার মৎস্যজীবী ক্ষেত্রী হবি,
নামের শেষে "বর্ম্মা" তুলে ॥

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দাশরাজের বহির্ব্বাটী।

[নৃত্য গীত সহ জেলেনীগণ]

জেলেনীগণ। **গীত**

কেমন খুকী দেখলি নেকি
বিনা ক্লেশে মেলে।
ছেলে হ'তেও মেয়ের আদর,
এমন মেয়ে পেলে ॥
মেয়ের মাজা সরু, ছিপ্ছিপে গড়ন,
আছে বুকের লো চড়ন
আবার নয়নাতে আয়না বোঝায়,
মনের কথা খোলে ॥

জোড়া ভুরু ছুঁয়েছে লো কাণ
কাঁদলে পরেও (উঁ উঁ উঁ হ্যা হ্যা হ্যা)
ওঠে মিঠে তান,
দোষের মধ্যে আঁষ্টে গন্ধে
যোজন মাতিয়ে তোলে ॥

[একদিক দিয়া জেলেনীগণের প্রস্থান।

[অপর দিক দিয়া দাশরাজ ও শান্তনুর প্রবেশ]

দাশরাজ। তুই কেন বলছিস্—রাজা! ওমন সুন্দরী, তুই যে—হামার—রাজ্যির-মধ্যে দিয়ে, অবাধে—লিয়ে চলিয়ে যাবি, আর হামি—শালা, দাঁড়িয়ে দেখবেক, হেমন কাপুরুষ—হামায় পাস্ নি।

শান্তনু। পুনঃ করি অনুরোধ,
শুন বাণী, হয়ে রাজা,
প্রজা-ধর্ম্মনীতির রক্ষক,
দুর্নীতি পোষণে—লোভ—
ত্যজ পরস্ত্রী উপর,
মোর-নারী, ফিরে দেহ মোরে।

দাশরাজ। ওঃ, নারী ফিরিয়ে দিবেক্? পর স্ত্রী? তোর কি—সাতপুরুষের মাগ আছেক্ নাকি? তুহিও-তো রাহাজানি—ক'রিয়ে লিয়ে চলে'ছিস্।

শান্তনু। আরে—অসভ্য বর্ব্বর!
নাহি মান' অনুরোধ?
তবে এই বার—নহে তোষামোদ—
আবেদন আর, দৃঢ়তর—

রাজার আদেশ,
রাজ নারী ফিরে দেহ ত্বরা।

দাশরাজ। তুই রাজা আছিস্, আর হামি কি, লাঙ্‌লা-চাষা আছি বটেক—যে, তুহার হুম্‌কীতে কায ক'র্‌বেক?

শান্তনু। দিবে কি, না—দিবে নারী?

দাশরাজ। না—না—না, ওমন সুন্দরীকে, পরাণ—থাকতে ছাড়্‌বে্‌ক না।

শান্তনু। জান' না কি পর নারী
মাতৃসমা-পূজনীয়া সদা?

দাশরাজ। তুহি যখন উহাকে পের্‌থম ধরিস্, উহার আগে, তুহার কাছেও তো, পর লারী ছিল' বটেক্, তবে তুহি কেম্‌নে মজা উড়ানে চলিয়েছিস্?

শান্তনু। এ বর্ব্বরে কেমনে চেতনা দাঁনি!
শুন' শেষ অনুরোধ,
রাজ নারী আন' ত্বরা হেথা।
পর-দ্রব্যে করিও না লোভ,
রাজা হ'য়ে দস্যু ও তস্কর সম
কেন হেন আচরণ তব?

দাশরাজ। ক্যা? হামি চোর ডাকাত আছি বটেক্? লারী ছিলেক্ হামারা সীমানায়, তু ফুস্‌লে লিয়ে চলিয়েছিস্, চোর, ডাকাত, কোন আছে বটেক্?

শান্তনু। রমণীরে কর' উপস্থিত—
সম্মুখে দোঁহার,
শুধাও তাহায়—কারে চাহে,

কারে আগে প্রাণ,
মন, ক'রেছে অর্পণ।

দাশরাজ। হারে—সুন্দর মুখ-কা জীত্ সব ঠাঁই। তুহার ওহি টক্‌টকে রঙ, ফট্ ফটে ঢঙ, ঝকঝকে হাল্, চল চলে মু, ভাসা ভুরু, খাসা চোখ, লবীন যোয়ান, আর হামি বেটা বণ্ডাগোণ্ডা গোছ, ভূষাকা মফিক্ রঙ্, আব্‌কাটার মত ঢঙ, ডাঁসা মুখ—পাকা যোয়ান, সে যুবাজানী কি আর তুহাকে ছেড়িয়ে হামায় পরাণ ঈশ্বর করবেক ?

শান্তনু। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে,
কি সাহসে ক'রেছ গ্রহণ ?

দাশরাজ। লারী আর ধনরত্ন, উ তো লুঠ-তরাজের জিনিস।

শান্তনু। নাহি তব নরকের ভয় ?

দাশরাজ। আরে—পর লারী লিয়ে যদি পাপ হয়, তো হুই—মাকাল গাছতলায়, চারটে পাঁঠা, মাকাল ঠাকুরের নামে দিয়ে দিবেক্। দেবতা, বামুন তো ঘুষ্‌খোর। তুহার চেয়ে ধনরত্নে হামি কমতি যাইনারে—শুরুদ্ধ রাজা! কম যাই না।

শান্তনু। অনর্থক বাড়ায়োনা বাদ,
মোর নারী, ফিরে দেহ মোরে।

দাশরাজ। তুইও বেশী গোল করিয়ে, আজ হামার বাড়ীর মেইয়া—পাওয়ার-খোসের ভোজটা নষ্ট করিস্ নি। হামার সীমানার সুন্দুরী, হামার কাছে ছেড়ে—যা যা—অন্য লারী দেখিয়ে লিগে যা।

শান্তনু। এই শেষ প্রশ্ন করি রে—বর্ব্বর!
দিবে কি, না-দিবে নারী মোরে ?

দাশরাজ। না—না—না, দিবেক্ না।

শান্তনু । যদি থাকে জীবনের ডর,
আরে রে—বর্ব্বর ধীবরের রাজা !
আন ত্বরা রমণীরে হেথা ।
নহে যাব' হস্তিনায়,
সমগ্র সাম্রাজ্যে ভারে
অবিলম্বে পুনঃ ফিরি হেথা,
সমূলে ধীবর-কুল করিয়া নির্ম্মূল,
রাজ্যসহ তোরে রে—বর্ব্বর !
দিব ফেলে যমুনার আঁধার কোলেতে ।

দাশরাজ । হাঁ, এত্ত—বড়—জুয়ান-মরদ তু আছিস্ বটেক্ ? তবে তুহাকেও-তো ছাড়বেক্ না । তুহারে বাঘের মত' পিঁজরায় পুরে, তুহার সামনেই, সুন্দুরীকে লিয়ে, মজা উড়াবেক । এই এমনি করিয়া বাঁধিয়ে—

(বন্ধনে অগ্রসর)

শান্তনু । (বাধা দিয়া) সাবধান রে বর্ব্বর !
ভেবেছ' কি চন্দ্রবংশোদ্ভূত—
ক্ষত্রিয় রাজন, হীন বীর্য্য এত'
অবাধে বাঁধিবে তারে—
যতক্ষণ দেহে র'বে প্রাণ ?
পর-নারী করিয়া হরণ,
সবংশে মজেছে দশানন,
তোর দশা করিয়া তেমন,
উদ্ধারিব নারী মোর ।
আরে রে—বর্ব্বর ! বল,

লুকায়ে রাখিলি কোথায়—
রাজ বনিতায় ? নহে অবিলম্বে
ছিন্ন শির, চুম্বিবে ধরণী।

দাশরাজ। হাঁ আ, এত্তা বড়া গোস্তাকী তোহার বটেক্ ? এই কে আছিস্ রে ? হামার হেতিয়ার। জুয়ান লোক সব কাঁড়, বাশ লিয়ে, ছুটিয়ে আয়।

শান্তনু। কত বল ধর' রে ধীবর ?
জান'না কি ভুবনবিখ্যাত।
শান্তনু বীরত্বে নিবৃত্ত—
দুর্ব্বৃত্ত যত— গন্ধর্ব্বের
অত্যাচার সোণার ভারতে !

[জেলেগণের প্রবেশ]

জেলেগণ। কি হইয়েছে রে রাজা ?কি হইয়েছে ?

দাশরাজ। আরে—দুষমন শুরুদ্ধ-রাজা এসিয়েছে, ব'লে জেলের—বংশ রাজ্যি রাখ্বেক না '

জেলেগণ। হাঁ—আ—!

দাশরাজ। হাঁ—আ—আ। দেখিয়ে দেনা অসভাদের পালোয়ানী। বাঁধ্।

জেলেগণ। এই আয়।

শান্তনু। সাবধান ! কেন অনর্থক—
জনে জনে হারাবে পরাণ।
এখনও কহি, শুন—সতর্কের বাণী,

দিয়ে নারী, হস্তিনার সনে
সোহার্দ্দ্য কর’ রে স্থাপন।

দাশরাজ। আরে রেখে দে তুহার রিদ্‌-দোস্তা। বাঁধ না রে—

জেলেগণ। আয় না রে—

শান্তনু। সাবধান! আত্মরক্ষা কর’ প্রাণপণে
যদি নাহি চাহ—মরিতে অকালে।

(যুদ্ধ)

জেলেগণ। বাপ রে! বাপ্‌ রি জুয়ান! পালা—পালা

(পলায়ন)

শান্তনু। এখনও দন্তে তৃণ ধরি’
ফিরাইয়া দেহ মোর নারী।

দাশরাজ। আরে না, ভেড়ীর দল পালালেক্‌ বলিয়ে কি, হামি পরাণ থাকৃতে পালাবে—তুহার ডরে ভেবিয়েছিস্‌?

(যুদ্ধ)

[বেগে পরাশরের প্রবেশ ও উভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ নিবৃত্ত করণ]

পরাশর। দাশরাজ!—এ কি? অসংখ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, আজ তোমার গৃহে অভ্যাগত, তারা এখনও অভুক্ত, আর তুমি, এখানে অসি যুদ্ধে উন্মত্ত!

দাশরাজ। আরে—ঠাউর মশাই! এ বড় ঝাঁঝালো রাজা আছে। ব’লে, জেলিয়া বংশ, বাঁথারি-ক’র্‌বেক।

পরাশর। ইনি কে তা’ জান?—
কুরুবংশ-ধুরন্ধর।

দাশরাজ। আর—হামি কি, জেলিয়া বংশের কঞ্চি-আছে ঠাকুর ?

পরাশর। প্রবল প্রতাপশালী—হস্তিনা ঈশ্বর মহারাজ শান্তনুর—সহিত, কি—সাহসে সমরে প্রবৃত্ত হ'য়েছ ?

দাশরাজ। আরে ঠাউর, হামিও রাজা, হামার দাপ্‌টমে হামারও রাজ্যি কাঁপে।

পরাশর। এ বিবাদ কিসের ?

দাশরাজ। হামার সীমানার—সুন্দুরী-মেইয়েমানুষটিকে লুঠিয়ে লিয়ে পালাতে চায়।

পরাশর। কে বা—সে রমণী রাজা ?—
ও বুঝিয়াছি, গঙ্গাতীরে
ব্যভিচারে যারে ক'রেছ গ্রহণ।

শান্তনু। সাবধান ধীবরের পুরোহিত !
আভিজাত্য গর্ব্বে-গর্ব্বী
উচ্চবংশ ক্ষত্র-কুলোদ্ভবে,
প্রশ্নে কিবা অধিকার তব ?

পরাশর। বর্ণাশ্রমি ! কিবা প্রয়োজন
হেথা আর তব—নীচ-ধীবরের গৃহে ?
চ'লে যায় গন্তব্যের পথে।

শান্তনু। এনে দাও পতিত ব্রাহ্মণ !
অবিলম্বে রমণীরে মোর।
জানিয়াছ' ভাল মতে
অভিশাপে শান্তনু না ডরে।
কহ তব যজমানে ত্বরা করি'
মোর নারী আনিতে হেথায়।

পরাশর। যদি নাহি আনে ? ধর—
নাহি প্রত্যর্পণ ক'রে শ্রেষ্ঠধন
রাজ উপভোগ্য যাহা ?

শান্তনু। তার পরিণাম, আসন্ন মুহূর্ত্তে—
বাধা দানে—না হেরিলে দ্বিজ !

পরাশর। এ ভারত, বহু আশা রাখে —
জীবনে তোমার, তাই আসি—
দ্রুতগতি, নিবারিনু দ্বৈরথ-সমর,
জীবন রক্ষার হেতু হে রাজন্ !

শান্তনু। সমরের পরিণাম-পরিচয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে সমাধান-প্রায় যবে,
হেনকালে রোধি মোরে,
কেন তব সন্দেহ বাড়ালে ?

পরাশর। একা তুমি, সংখ্যাতীত বলবান
ধীবর-বীরের পাশে, কতক্ষণ
মান, প্রাণ, রাখিতে অটল ?

শান্তনু। সতী—আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদেহে মোর,
সতী বল, পশ্চাতে, সম্মুখে,
আশে, পাশে র'ক্ষে মোরে
অবিরত অরাতি আয়ুধে,
একা আমি, অসংখ্য—হেথায়।

পরাশর। সতী আশীর্ব্বাদ—নহে নিজের কৃতিত্ব ?
বাখানি—বাখানি সাহসে তব ?

শান্তনু। আরে—ভারতের প্রজা !

ভারত সম্রাট সনে,
পরিহাসে, আসে-না সঙ্কোচ ?

পরাশর। তপোবন সম্রাট—তপস্বী,
চাহে অবিলম্বে—নত শির
সংসারীর-সম্রাটের হেথা,
এই ধূলি ধূসরিত পদে।

শান্তনু। এত দূর স্পর্দ্ধা তব ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ?
কিন্তু জেনে রেখ'—রাজার নির্ম্মল দণ্ডে,
নাহি জাতিভেদ, বর্ণের—দোহাই,
ব্রহ্মরক্তে ধরণী প্লাবিতে, হব' না কাতর।

দাশরাজ। হুকুম দাও—ঠাউর ! হুকুম দাও, তুহার অপমান, তুহি হামার হুরীত, হামার সামনে, তুহার অপমান ? হুকুম দে, মণ্ডুটা নখে ক'রে ছিঁড়িয়ে নিয়ে—তুহার গোঁড়-নীচে রাখি।

পরাশর হবে—পরে। আজিকার এ দিনে—তো নয়।
আমি প্রতিদ্বন্দ্বী তার—
যেই জন নিঃক্ষত্রিয়া করেছে ধরণী
একবিংশ বার। অতএব বুঝে দেখ'
পরোক্ষে-প্রতিপাল্য ক্ষত্রিয় আমার।
কোথা নারী দাশরাজ ?

দাশরাজ। সে—হামি এমন জায়গায় রাখিয়েছি ঠাউর মুশাই ! আপনি তো মুনিষ্যির দেবতা আছিস্, তুহার পাথরের দেওতা—শিবঠাউরের—চোদ্দপুরুষের ও নাগালে মিলবেক্ না।

পরাশর ধর উপদেশ, রাজভোগ্য—
রাজত্বের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য মত।

দাশরাজ। হাঁঃ হাঁঃ, তবে শেরষ্ঠ দেরবটা, আটকে, ঠিক কাম করি নি ঠাউর?

পরাশর তুমি রাজা—সলিলের,
মৃত্তিকার—অধিপতি শান্তনু-নৃপতি।

দাশরাজ। আরে বামুন ঠাউর! ঐ যে অমন দুষমন রাজা উপরিচর, ইন্দির যার কাছে হেরিয়ে, একঠো অকাশে-উড়া রথ, ভেট দিয়ে সন্ধি পাতায়, সেই রাজা উপরিচর, একটা ছোট্ট-মেইয়া ভেট দিয়ে, হামার সাথে সন্ধি পেতিয়েছে অনবধান ক'রেছিস তো?

পরাশর ধর অনুরোধ—ধীবর ধীমান!
রমণীরে কর' উপস্থিত
মিটাব মিমাংসা করি?
অহেতুকী—বাধায়োনা বাদ—
আজিকার এ মহান-উৎসবে তব।

দাশরাজ। আরে কে—আছিস্ হোথা বটেক রে? সুন্দুরীকে লিয়ে আয়। আনবেক বটে—ঠাউর! কিন্তু হামি ছোড়বেক না। সেই তুহি যেই—"পরকীয়া প্রেম" বুঝালি, অমনি গদার বাপকে সাবাড় ক'রে গদার—মাকে লিয়েছি, তা এখন সে, ঝুনা হইয়ে গেছে। থাকবেক্, তাড়াবেক—না, "ঢেঁশকেলের রাণী"—হইয়ে থাক্‌বেক, কিন্তুক্ মাছের-পাটার উপর বসাবেক—এই লারীরে।

[জনৈক জেলিয়ার সহ ধীরে ধীরে গঙ্গার প্রবেশ]

দেখছ' ঠাউর! রূপের জৈলুস? চেয়ে দেখ', কেমন? মুণ্ডু ঘুরপাক খাতিছেন কি না?

পরাশর। দাশ রাজ—দাশরাজ,
ক'রেছ কি? এ যে মা!

দাশরাজ। আরে চালাকী রেখে দে ঠাউর, বলে এখনে বিয়েই হয়নি—মা, মা হ'ল কেমন ক'রে?

পরাশর।
মরি মরি ফুল্লকমলিনী,
বর্ব্বর কঠোর করে কত
কষ্ট পেয়েছ জননী;
কেমনে তা স'হেছ অক্লেশে?
ছার নরে, গতি তব—
কোন্ বলে করিল নিরোধ?
যে গতির—রোধ হেতু,
ভেসে গেল' ঐরাবত,
খ'সে গেল' ব্রহ্মা কমণ্ডলু,
কঠোর গিরির পরে—
ভোলার অটল-শির—
ট'লে গেল' গোমুখীর—বন্ধুর—
উপলখণ্ডে; সেই গতি—
বদ্ধ হল' ধীবরের গৃহে!
অথবা—অথবা—
তুমি তো' পার—না,
পতিত পাবনী তুমি—দুর্জ্জন তারিণী,
তুমি তো পার' না—
পতিত দুর্জ্জন 'পরে—নিতে প্রতিশোধ?

দাশরাজ। কি ঠাউর! এঃ! একেবারে মাকাল-পূজা সে, বহুত ভক্তি উৎলিয়ে ফেলেছে, হ্যাঃ হ্যাঃ, তবে—তবে, এই দেরব্য-টা ছেড়িয়ে দিতে ব'লছিলি যে?

পরাশর। শুন—দাশরাজ! রাজা সাধিয়াছে—
মহান্ অনিষ্ট মোর!
সৃষ্টি-মুহূর্ত্তে দিয়ে বাধা দান,
ক'রিয়াছে ব্রহ্মরক্ত পাত,
আনিয়াছে-ব্যভিচার সুরধুনী তীরে—
সত্য—সত্য—সব সত্য ধ্রুব;
আরও সত্য, ততোধিক ভালবাসি—
তোমারে ধীবর, যেইদিন
পিতৃ মুখে—শুনিয়াছি পূর্ব্ব-জন্ম তব।
নহ তুমি সামান্য ধীবর,
ছিলে যক্ষরাজ,
মেনকার-শাপে, মর্ত্তেতে মানব।
সরলার্থ—জেলে ধীবরের,
প্রকৃত তাৎপর্য্য জেন'—
"ধীমতাং বর"—এই 'ধী',
গায়ত্রীর 'ধী', 'ধীমতাং' জ্ঞানিনাং 'ধী',
আত্মা-অনুভব রূপ জ্ঞান মতিমান!
সেই হেতু জন্ম তব ধীবরের কুলে।

দাশরাজ। আরে—ঠাউর! ও—"ফিড়িং ফাড়াং" মাকাল পূজো ক'রবার কালে আউড়ো—শুন্‌বেক, এখন আকালের-কালে ও সব করিয়ে— নাকাল হ'বে কেন, সরিয়ে পড়'—সরিয়ে পড়'।

পরাশর। চেয়ে গ্যাখ, মায়া মুগ্ধ জীব!
কেবা তোর সম্মুখে বরাঙ্গী,
ওরে—পূর্ব্ব-জন্ম সুকৃতির ফলে—

আজ জাহ্নবী দুয়ারে-তোর,
নহে কী—এমন পুণ্য ধীবরের—
মাতৃ দরশন পায়—বিনা-আয়াসেতে ?

দাশরাজ। না—না—না, হামি শুনবেক্ না', লারী-কে কিছুতেই ছাড়বেক্ না।

পরাশর। ছিল মহাভীষ, অভিশাপে—
শিব অংশে জন্মিল রাজন্।
জরা শান্তি হয় রে—পরশে,
তাই নাম—শান্তনু হেথায়।
বাধা দানে, কেন' সাধ ক'রে
সর্ব্বনাশ করিবে সাধন ?

দাশরাজ। আরে—ঠাউর! মা—যদি, তাহ'লে চা'র হাত কৈ ? হাঙর কৈ ? পূজো দিলে তুফান থামে—এ—তুফান থামাতে পারে ?

পরাশর। কর্ম্মফল ততদূর কোথায় রে—তোর,
নেহারিবি চর্ম্মচক্ষে দেবীরূপা—
জাহ্নবীরে হেথা ? কর্ম্ম কর্—
পাবি দরশন, অবিরাম—
গঙ্গা নাম কর্ উচ্চারণ
অন্তে পাবি শান্তির-শয়ন।

শান্তনু। অনর্থক কালক্ষেপ চেতন-সলিলা!
এস' পশ্চাতে আমার,
বীরদর্পে, বাহুবলে—ল'য়ে যাব' তোমা,
দেখি মেদিনীর কোন্-শক্তি—
রোধে—মোর গন্তব্যের পথ ?

(গঙ্গা সহ অগ্রসর, দাশ রাজার সম্মুখ বাধা দান)।

দাশরাজ। সাবধান—কাটিয়ে ফেল্‌বেক্—

পরাশর। ছেড়ে দাও—মুক্ত কর' পথ,
কহি সত্য, সুফল লভিবে,
ছেড়ে দাও—দেবী জাহ্নবীরে।

দাশরাজ। না—না—ছাড়্‌বেক্ না। গঙ্গাই যদি, তো রাজা—লিয়ে কি—ক'রবেক্? হস্তিনার মরুভুঁয়ে গঙ্গা গেলে, শুকিয়ে যাবেক্, হামার, হামেসা—জলে থাক্‌তে হয়, গঙ্গায় হামারই দরকার—ঠাউর!

গঙ্গা। শুন দ্বিজ! অবধান কর নরপতি!
দাশরাজ বিনা-যুদ্ধে যদি ত্যজে মোরে,
আমি তো—যাব' না কভু, পতি সনে মোর।
সত্য স্বয়ম্বরা, স্বামী সাথে চলিয়াছি আমি,
কিন্তু—নিভৃতে—নির্জ্জনে,
দেশে, দশে, সন্দেহ বাড়াতে,
কেন' যাব' হস্তিনার পথে?
পড়'নি কি পুরাণে—পণ্ডিত!
প্রজা মনস্তুষ্টি তরে,
রাজা রাম, নিষ্কলঙ্কা—লক্ষ্মী-অংশা—
জানকীরে—বার-বার ক'রেছেন ত্যাগ?
ক্ষত্রিয় নৃপতি পতি,
শৌর্য্য-বরণ—বিবাহের রীতি,
প্রচলিত ক্ষত্রিয় সমাজে,
বাহুবলে, ধীবর কবল হ'তে,

উদ্ধারিয়ে মোরে, শূরত্বেতে—
লব্ধা-নারী, ল'য়ে যান—রাজা হস্তিনায়।

শান্তনু। শূরত্বের—পরিচয়—
হ'য়ে গেছে ক্ষণ পূর্ব্বে দেবি!
বহু বীর এক সাথে ক'রেছিল আক্রমণ,
বাহুবলে, তিলার্দ্ধ—না-তিষ্ঠিল সম্মুখে.
প্রাণ ভয়ে পলাইল—আসন্ন বিপদে—
ফেলি দাশরাজে। অবসন্ন রাজা,
হেন কালে এই দ্বিজ আসি, থামাল' সমর।

দাশরাজ। না—না—যাই বোল্, হামি ছাড়্বে না, পরাণ দেবে, বুকের রক্তে পা ধুইয়ে দিবেক্—তবু সুন্দুরীকে ছাড়বেক্ না। দেবতা, ভূত, পেরেত, মানি না, মানি ঠাউর! কেবল তুহার মাকাল ঠাউরকে। এস সুন্দুরি!—হামার কলিজার মধ্যি, বুকের উপর ব'স্বে এস—

পরাশর ও শান্তনু } সাবধান!—

গঙ্গা। সাবধান! যারে—প্রতিনিধি ক'রে,
চৈত্রবাত্যবিক্ষোভিত—প্রবাহিনী-তীরে
পূজা দিস্ আমার উদ্দেশে,
সেই দ্বিজ মা—ব'লে ডেকেছে,
করযোড়ে-কাঁদিয়াছে পায়,
তুই ভক্ত—শিষ্য—যজমান,
পুত্র-তুল্য তার,
অতএব আমারও—দয়া, ক্ষমা,
করুণা, স্নেহের পাত্র,

নহে—প্রতিশোধে অভিশাপ—কর্ত্তব্য আমার ;
নদী রূপে যবে যাই—
প্রাণপতি-সাগরের সঙ্গম সঙ্কল্পে,
কার-সাধ্য রোধে মোর-গতি সেই কালে ?
জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা, মোক্ষ-মুক্তি—দাতা,
ত্রাণ-কর্ত্তা সতীর যে— চিরদিন পতি,
সেই—পতি—সাথে চলিয়াছে সতি,
সম্মুখেতে দ্বিজের আশীষ-প্রীতি—
চাহ তবু—রোধিবারে গতি ?

দাশরাজ। হাঁ—হাঁ, ও সব ফক্কি কথার ভুল্‌বেক্ না, ধব্‌বেক্, দেখি নারী তুহার কত শক্তি !

গঙ্গা। কী—শক্তি দেখিবি ?
কী—শক্তি দেখাব' ?
স্বল্প আয়ু দুর্ব্বল মানব তোরে ?
শক্তি দেখে বিষ্ণু বিমোহন,
ব্রহ্মা হ'ল, বিমূঢ় স্তম্ভিত,
ভোলাও—ভুলিল' তার আবেগ কম্পন,
ঐরাবত হারাল' চেতন,
জহ্নু-মুনি "মা—মা" ব'লে করিল রোদন,
ভগীরথ, শঙ্খনাদে—হ'ল বিস্মরণ ;
সে-শক্তি—দেখার-শক্তি—
কোথা তোর—ধীবরের রাজা ?
শক্তি ত্থাথ্—শক্তি ত্থাথ তবে—মূঢ় !
জ্ঞান রবে—বিস্ময় আসিবে—

তুচ্ছ ক্ষুদ্র শক্তিতে আমার !
কোথা—কোথা—সাগরের সহচরগণ ?
এস' ছুটে এস'—শিরে ধরি—
শক্তি মোর—ছুটে এস'
ধীবর রাজ্যেতে।

পরাশর। একি! একি! সহসা—কি হেতু শুনি—
আর্ত্তনাদ, মুমূর্ষু'র—বুক ভাঙা স্বর!

নেপথ্যে। বাণ—বাণ—পালাও—পালাও, ঘর, বাড়ী, গরু, বাছুর, ছেলে-পুলে সব গেল'—সব গেল' ও মা গঙ্গা! কি ক'রলে—কি ক'রলে মা!

[ত্রস্ত ভাবে মধুর প্রবেশ]

মধু। রাজা! রাজা!! পালাও—পালাও।

দাশরাজ। কি? কি—হইয়েছে রে?

মধু। হুই—গাছের মগ্‌ডালে অবগুণ্ঠন—কর', এসেছেন্, আকাশ—ছোঁয়া তুলোর বস্তা মাথায় ক'রে এসেছেন্—

দাশরাজ। কে এসেছে? কাঁপতিছিস্ কেন রে?

মধু। আর কে? চোৎ-মাসে—যিনি ঘোলাটে হ'য়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে, জেলে ডিঙ্গীকে তলিয়ে—ছাড়ান দেন।

দাশরাজ। আরে মর্ বেটা, কে?

মধু। বাণ—মুশাই। গঙ্গা—ফুলে, যেন তুলোর-পাহাড় হ'য়েছেন, চারদিক জলে ভাস্‌তিছেন। হুই—হেথাকেও ছুটে আসিতিছে, হুই—গাছের মগডালে চইড়ে, পরাণটা বাঁচাও—

শান্তনু। সত্যই তো, প্রবল বাণ—সম্মুখে, গঙ্গা! গঙ্গা! ছুটে—এস'—পশ্চাতের কোনও-উচ্চস্থান আশ্রয় করি।

নেপথ্যে। ও—মা গঙ্গা! ক'রলে কি? হায়—হায়—হায়?

মধু। মা গঙ্গা! তোমায়—অমাবস্থিতে, জোড়া-মোষ দোব' মা, থাম'—থাম'।

পরাশর। দাশরাজ! তুমি, আমি, রাজা, তোমার ঘর-বাড়ী সব—সব যাবার মুখে, মাকে ডাক', চরণতলে মার্জ্জনা-ভিক্ষা কর'—পূজা মানত কর'।

দাশরাজ। মা—মা! সত্যিই—যদি তুই গঙ্গা-মা, তাহ'লে হাতের ছোঁড়া-বাণকে ডেকেনে, ফিরিয়ে দে।

গঙ্গা। যাও—বাণ সকল! স্বস্থানে
চলিয়া যাও। যাও—যাও—
আমার আদেশ। ব'লো—ব'লো
সাগর রাজারে—গঙ্গা দেছে
শতকোটী' নমস্কার—উদ্দেশ্যে তাঁহার।

পরাশর। এ্যা—একি! কি আশ্চর্য্য! কোথা জল?

মধু। এ্যাঁ! হ'লো কি? যে ফুটি-ফাঁক্ মাটী, সেই ফুটি-ফাঁক্. চা'রধারে—ভুঁই তো—বেন্ধ ড্যাঙা, খাঁ—খাঁ ক'রতিছেন।

পরাশর। ভাল' ক'রে—ভাল' ক'রে ছ্যাখো দেখি—দাশরাজ! এইরূপ—এইরূপই—দেখ্‌তে পাও কি না—মকর সংক্রান্তি দিনে, বৈসাখের জহ্নু-সপ্তমী, জ্যৈষ্ঠের দশহরায়, আর সগর্ভ ভাব-গুর্ব্বিণী—ভাদ্রের—ভরা-গাঙের একটানা তুফান-সিংহাসনে?

দাশরাজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এই রকমই তো—দেখি বটেক্—ডিঙেয় ব'সে তুফান ঠেলে যাবায় সময়, গঙ্গা মাই কে, মনে মনে ডাক দিয়ে।

মা! মা! মা! মাফ্ কর্, মা—মাফ্ কর্। মাফ্ কর্—রাজা! তুহার দেবী, তুই—লিয়ে যা, হামি বেটা দানা-দত্যি, দেবী লিয়ে—কি ক'রবেক? আজ থেকে—তুহি হামার স্থাঙাৎ।

শান্তনু। তোমার মঙ্গল হোক্—দাশরাজ!

দাশরাজ। আজকে—যাওয়া হবেক না, কেমন খুকী পেয়েছি—দেখ্‌বি। আষ্টে গন্‌ধো ব'লে, লাম দিয়েছি—মৎস্যগন্ধা, মুরুখ্ মানুষ, তুই পণ্ডিত রাজা আছিস্, ভালা নাম রোখিয়ে যাবি,—খাবি দাবি, সেই কাল—সকালে, দল বল লিয়ে, নাগরা-কাড়া বাজিয়ে, মায়ের সাথে, তুহারে হস্তিনা সে দিয়ে আস্‌বেক্। ওরে—কে কোথায়—মাগী, ছুঁড়ী, লোক আছিস্ রে, বরণ করিয়ে—গঙ্গা-মাইকে ঘরকে লিয়ে চলেক।

[বরণের উপকরণাদি সহ জেলেনীগণের প্রবেশ]

জেলেনীগণ— গীত।

মা—মা—মা—মা।
এই যে মোদের জলের দেবী,
অনুপমা—মা॥
চোত তুফানে হয়ে কাবু,
ডিঙে যখন হাবু ডুবু,
দোহাই দিলে রেহাই মিলে,
ওগো গঙ্গা—মা॥
ভরা ভাদর বাদল দিনে,
ষাঁড়া-ষাঁড়ির বেজায় বাণে,
যে আনে রে পারের পানে,
সেই বটে এ—মা।
রাঙা জবা দেব' পায়ে,
চরণ তুলে ভবের না-এ,
পরেশ পর্‌শে তরবো হরষে চরম কালে মা

[জেলেনীগণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনার রাজসভা।

শূন্য সিংহাসনের উপর ছত্র ধরিয়া ছত্রধর, চামর ব্যজনে রত চামর-ব্যজক দ্বয়, সম্মুখে এক পার্শ্বে সিংহাসন আরোহণের মঞ্চ-সোপান—স্তম্ভে হেলান দিয়া বিষণ্ণ কপিঞ্জল, অপর পার্শ্বে দুঃখ, শোক—ভারাবনম্র প্রজা প্রতিনিধিগণ ও বিপরীত দিকে বিষণ্ণচেতা বন্দি ও বন্দিনিগণ।

গীত।

বন্দিগণ। শশীকুল শোভন— ভারত আসন,
শূন্য আজি গো—নেতা বিহনে।

বন্দিনীগণ। প্রজাকুল জীবন, প্রতীপ নন্দন,
শান্তনু মগন—প্রেম-স্বপনে॥

বন্দিগণ। ব'সেছিল যেথা— হায় রে একদা—
ভরত, কুরু আদি চন্দ্রমা শোভা,—

বন্দিনীগণ। সতী রাণী কত, পদ কোকনদ
সোপানে লালিম রঞ্জিত আভা;—

বন্দিগণ। পরাণ বিহীনা রমণী অজানা,
সে পদ লভিয়া দেহ রূপ দানে।

বন্দিনীগণ। নিজ সুতে জলে ফ্যালে অবহেলে,
পর সুতে তার দয়া হয় কি জীবনে॥

১ম প্র-প্রতি। পাত্র, মিত্র, অমাত্যাদি বান্ধবের সনে,
প্রজাবৃন্দ-প্রতিনিধিগণ, আর কতকাল

বন্দি ও বন্দিনী কণ্ঠে শোক গীতি শুনি,
শূন্য সিংহাসন তলে অশ্রুর প্রবাহ ত্যজি,
হতাশ্বাসে ফিরিবে আলয়ে ?

২য় প্র-প্রতি। কাল ব্যজে কিবা কায আর ?
প্রকাশ্য-বিদ্রোহ করিয়া ঘোষণা,
এস' মোরা এক সাথে করি প্রতীকার !

৩য় প্র-প্রতি। ইহা বিনা—অন্য কি উপায় ?

কপিঞ্জল। রাজা—রাণী, দেব-দেবী প্রজা চক্ষে সদা !
তাঁদের বিরুদ্ধে—

১ম প্র-প্রতি। পুত্রঘাতী হয়, দেবতা কি—
সহে তাহা—নারী রূপ মোহে ?
একে একে সাত পুত্র জন্ম মাত্রে,
যে জননী—ফেলে দেয় জলে,
যেই পিতা—সহে অবহেলে,
নহে দেবতা, মানব—তারা,
সুনিশ্চয়—রাক্ষস, রাক্ষসী।

২য় প্র-প্রতি। এই শুভ লগ্ন হ'তে
বাজাও—বিদ্রোহ-ভেরী।
পুত্রঘাতী পিতা ও মাতায়,
বন্দী করি, যথোচিত শাস্তি দানে—
এস' লই প্রতিশোধ—
সাত পুত্র নিরদয়ে—হত্যার কারণ।

১ম প্র-প্রতি। তার চেয়ে—স্বল্পদিন
সহ্যই বিধেয়। শুনিয়াছি—

পূর্ণ গর্ভা সাম্রাজ্ঞী আবার।
অষ্টম এবার—ভূমিষ্ঠ মাত্রে,
জোর ক'রে পুত্রে লব' কেড়ে।

কপিঞ্জল। যুক্তিযুক্ত মানি এ বিধান।

১ম প্র-প্রতি। কি আশ্চর্য্য! আদর্শ-মানব
মহামতি শান্তনু নৃপতি,
দীর্ঘ আট বর্ষ—প'ড়ে
এক রমণীর ঘৃণিত-কুহকে?
সিংহাসন শূন্য—সেই হ'তে—
যেই দিন গঙ্গা—এল' প্রথম হেথায়!
ব্যভিচার বিধান শাসনে,
রাজকার্য্য স্তূপীকৃত ক্রমে,
ভ্রমেও নৃপতি কভু আসেনা কো হায়!

কপিঞ্জল। শুনিয়াছি—রাণী নাকি জাহ্নবী-জননী?

২য় প্র-প্রতি। অসম্ভব; অগণিত সন্তান জননী,
পাপী—তাপী মুক্তি বিধায়িনী,
পতিত পাবনী গঙ্গা—কভু
হ'ন তনয় ঘাতিনী? সুনিশ্চয়
নীচ কুলোদ্ভবা, আভিজাত্য
রক্ষা হেতু, উপকথা সম—রাজা—
ক'রেছে প্রচার—গঙ্গার মানবী লীলা।

১ম প্র-প্রতি। তাই হবে। নহে কি—কারণ
উদার হৃদয় শান্তনু রাজন্,
করুণার-প্রস্রবণ হৃদয়ে যাহার,

কি কারণ নীরবে সহেন এই—
অশ্রুত পূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা—পুত্র বিসর্জ্জন।

[শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। কহ দেখি মান্যবর—
প্রজাবৃন্দ—প্রতিনিধিগণ!
কি কারণ—শান্তনু নীরবে—
সহিছে—এই পুত্র বিসর্জ্জন?

কপিঞ্জল। একি মহারাজ!
সত্য কিংবা স্বপ্নই হবে বা?

শান্তনু। দীর্ঘ আট বর্ষ পরে—দেখা পরস্পর,
স্বপ্ন হ'তে আশ্চর্য্য নিশ্চয়।

১ম প্র-প্রতি। সত্য যদি এসে থাক—সব হারা রাজা!
আট বর্ষ পূর্ব্বকার হারাণো-হৃদয় ল'য়ে
বসো সিংহাসনে—পূজা ল'য়ে—
ভুলে, পূজা দিয়ে ভুলি এস'
রাজা সনে—প্রজার পার্থক্য।

কপিঞ্জল। একি—মূর্ত্তি তোমার রাজন্?
কোথা গেল' যৌবনের সে—শ্রী সম্পদ?
কোথা সে লাবণ্য তব
ঢল ঢল লালিম-তনুতে?
শারদীয়-পূর্ণশশী সম মুখচন্দ্র—
রাহুগ্রস্থ হেরি—অশ্রুভার রোধিতে না পারি,

শান্তনু। কাদ'—কাদ' বন্ধু! কাঁদ'
পাত্র-মিত্র অমাত্যের সনে,
প্রজাবৃন্দ প্রতিনিধিগণ!
অশ্রুর-প্লাবনে—মেদিনী ভাসাও,
তবু জেনে যাই—
শান্তনুর দুঃখে, শোকে—সান্ত্বনা দানিতে,
আছে বহু পরম আত্মীয়?

২য় প্র-প্রতি। জেনে পুনঃ ফিরে যেতে চাও—
সেই—কুহকিনী গঙ্গার অঞ্চলে

শান্তনু। ভুল—ভুল, দেখ' নাই বহুদিন—
জাহ্নবী দেবীরে, সেই হেতু,
বিপরীত ধারণা সবার।
দেখিলে বুঝিবে—কি সুন্দর
মূর্ত্তিমতী সরলতা শান্তনু প্রাসাদে।

১ম প্র-প্রতি। দীর্ঘ আট বর্ষ, অপহৃত তব—
বিলাস মোহেতে রাজা!
এই দীর্ঘকালে—ভেবে দেখ'
কতদিকে, কত শত ক্ষতিগ্রস্থ তুমি।

শান্তনু। কিছু মাত্র নয়, কিছু মাত্র ব্যতিক্রম
হয়নি জগতে কিংবা তোমাতে আমাতে।
আলোক, শব্দ, নন্দিত রসময়ী—
সুখদা পৃথিবী চলিয়াছে—
চলা-পথে তার, চলিত যেমন আগে।
স্বতঃসিদ্ধ পৃথিবী রহিবে—অনাদি অনন্তকাল

ক্রমোন্নতি পথে সদা হবে অগ্রসর,
আমরা মানব—আগুয়ান নাহি হব, কভু—
একদিন বিচ্ছিন্ন হইয়ে,
অন্তহীন অন্ধকার গর্ভে, হব' লীন।

১ম প্র-প্রতি। কোন্ অপরাধে, সদ্য-জাত
সপ্ত-শিশু একে, একে,
গঙ্গা জলে হ'ল' বিসর্জ্জিত ?

শান্তনু। আঃ! তবুও রোদন ?
অন্তঃপুরে—শয়নে, বিরামে,
অশনে, ব্যসনে কিংবা বিলাস রমণে
অবিরাম অশ্রুর প্রাবল্য।
শান্তি তরে—
উপস্থিত রাজসভা মাঝে,
হেথায়ও—অশ্রুর বন্যা ?

২য় প্র-প্রতি। শিশুর কি অপরাধ ?

শান্তনু। নাহি প্রশ্ন, নাহি তর্ক,
নাহি জানি রহস্য কারণ;
প্রসূতির অভিলাষ—
জন্ম-মাত্রে পুত্র বিসর্জ্জন।

১ম প্র-প্রতি। ভেবে দেখ' মহারাজ,
কুরুকুল কি—দশায় আজি!

শান্তনু। সেই চিন্তা প্রবল যখন,
রুদ্ধ-শ্বাসে এসেছি তখন—
বিধানার্থে হেথায় সুধীর!

কিন্তু অশ্রুবাণে ভাসাইলে—
ক্ষণতরে ধরা মাত্র—দুর্ব্বল হৃদয়।

১ম প্র-প্রতি। না—মহারাজ! কাঁদাবো না—
কাঁদিয়া—তোমায় আর!

শান্তনু। কি উদ্দেশে সমাগত—
হেথা সবে আজি!

২য় প্র-প্রতি। হস্তিনা আসনে যদি ভাগ্যক্রমে
দেখা পাই, আটবর্ষ—
পূর্ব্বকার সেই—শান্তনুর।

শান্তনু। নিশ্চিন্তে ফিরহ সবে,
নিজ নিজ আবাসে এখন,
অতি-শীঘ্র পাবে দেখা, সেই-শান্তনুর।

সকলে। জয়—কুরুকুলপতি হস্তিনা ঈশ্বর—
মহামতি শান্তনুর জয়।

[শান্তনু ও কপিঞ্জল ব্যতীত, সকলের প্রস্থান।

শান্তনু! তুমি?

কপিঞ্জল। হ্যাঁ-বাহবা, আমি। আমি একটা "কিন্তু" গোছ, অর্থাৎ দাড়ীর নীচে শুন্থি (!) হ'য়ে—রাজার সাম্‌নে।

শান্তনু। কি চাও? বল'। গঙ্গা প্রাপ্তি; গঙ্গার সহিত প্রাণ-বিনিময়, প্রেম-সোহাগে গঙ্গাকে বন্ধন, গঙ্গা আনয়ন—কিছুই তো তোমার—অজ্ঞাতে হয় নাই।

কপিঞ্জল। তাইতে—বাহবা, 'কিন্তু', নইলে ফস্‌ ক'রে মনের কথা বলে ফেলতুম্‌- বাহবা।

শান্তনু। বল’, ব লম্ব করবার সময় নাই, বুঝি আজ শান্তনু-জীবনে, মহা-দুর্য্যোগের দিন।

কপিঞ্জল। কিন্তু, একটা অনুরোধ বাহবা—

শান্তনু। বল’, কিন্তু ক’রছ কেন? বুঝে বল’, জান’ গঙ্গা কে?

কপিঞ্জল। জানি—শক্তি বাহবা! রূপ, গুণ, মন, সৌন্দর্য্য—সবই—বাহবা—বাহবা, তবে প্রাণটা ডাইনীরও—ওপর বাহবা।

শান্তনু। পরিহাসের জীবন, শান্তনুর অনেক দিন অবসান—হ’য়েছে। যে দিন গঙ্গার সহিত, প্রথম রাজপুরীতে পদার্পণ করি, তখন থেকে—রমণী-গঙ্গা, সন্তান-জননী হবার—পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, মৃত্যুকে অলস-কৌতুকে কল্পনায় আন্‌তে গিয়ে, মনে হ’ত’—কত দূর—কত দূরান্তরে—ওই দিক্-চক্রবালের ছায়ান্তরালে, সম্ভাবনা ভাবে যেন সে র’য়েছে—মৃত্যুতে ও আমাতে এই বিশাল-ব্যবধানের—মধ্যে, তখন কি থাক্‌তো জান’—?

কপিঞ্জল। তা জানি—বাহবা, পুষ্পিত-তট সুহসিত, ধ্বংস-হীন—অতি নিশ্চয়-জীবনের, পীযূষধারা—বাহবা।

শান্তনু। তারপর, প্রথম সন্তানকে, যে দিন গঙ্গা, সলিল—সমাধিস্থ করে, তখন থেকে—ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর-প্রবাহে চ’লেছে, যেন মনে—হ’চ্ছে, একটা শেষ আছে।

কপিঞ্জল। তারপর—বাহবা?

শান্তনু। তারপর? তারপর ক্রমে রূপান্তর, স্নায়ু থরথর, সাথীবা পরিত্যক্ত—

কপিঞ্জল। তবে বাহবা! বিলাস সাগরে অবস্থান ক’রেও শান্তনুর দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়—বাহবা।

শান্তনু। তুমি বিবাহিত?

কপিঞ্জল। না—বাহবা। তবে এইবার ক'র্‌বো।

শান্তনু। কবে—কবে?

কপিঞ্জল। সেটা শান্তনুর পরিণাম দেখে, তবে।

শান্তনু। কর' না—কর' না।

কপিঞ্জল। কেন বাহবা?

শান্তনু। নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই।

কপিঞ্জল। জড় ভাবে মরণেও—যে উদ্ধার নাই বাহবা।

শান্তনু। ওহো! কথায়, কথায়, সময় বিগত।

(নেপথ্যে তিনবার শঙ্খনাদ)

ও কি! ও কি! শঙ্খনাদ হ'ল না?

কপিঞ্জল। কিসের?

শান্তনু। অষ্টম গর্ভজ পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠের।

কপিঞ্জল। কৈ? না—বাহবা।

শান্তনু। না—কি, নিশ্চয়—বেজেছে।

কপিঞ্জল। কন্যা সন্তানও—তো, এবার হ'তে পারে—বাহবা।

শান্তনু। হবে না—হবে না, হ'তে পারে না। শান্তনুর ভাগ্যাকাশে স্তূপীকৃত, ঘন-কৃষ্ণমেঘের অভ্রখনি-সম স্তরনিচয়, সুখ সূর্য্যকে উঠ্‌তে দেবেনা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি ব'লছিলে—বল'।

কপিঞ্জল। এবার—বাহবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ বাহবা—

শান্তনু। ওকি, নীরব হ'লে কেন? কাঁদছ? ছি! কেঁদ' না, কেঁদে, আমার নীরব-রোদনে প্লাবন এনো না। বল'—বল'—কি ব'লছিলে—বল'।

কপিঞ্জল। কি ব'লবো—বাহবা, গঙ্গা কি অত্যজ্যা?

শান্তনু। গঙ্গাকে প্রশ্ন ক'রবো, কেন এমন ক'রছে?

কপিঞ্জল। হ্যাঁ—বাহবা, হ্যাঁ—বাহবা, ও পুরুষ যদিও জড়—তা—হোক, জড়-ভরতের ভারতেই—আমার আকাঙ্ক্ষা, রক্তবীজনাশিনী একটা কিংবা অসংখ্য-শক্তিতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। রক্ত-বীজ দলও তো মায়ের সন্তান, বাহবা?

শান্তনু। এতে শান্তনুর পরিণাম বুঝছ?

কপিঞ্জল। বুঝেছি—বাহবা, হয় মৃত্যু, নয় উন্মাদনা, কিংবা বৈরাগ্য—বাহবা।

শান্তনু। উহাই কি বন্ধুর বাঞ্ছনীয়?

কপিঞ্জল। আমি বড় বিপদে, বহুতর্কজালে-বিজড়িত—উদ্ভ্রান্ত—বাহবা, দেখিয়ে দাও—বাহবা, জড়-ব্যতীত শক্তিও—অচল। শুধু এই—টুকু বাহবা, এইটুকু—বাহবা।

[গীত কণ্ঠে অগ্রদূতের প্রবেশ]

অগ্রদূত—

গীত

বাহবা—বাহবা—বাহবা কি বাহবা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে অপরূপ লীলা কিবা॥
সপ্ত সিন্ধু উর্ম্মি ভেদী
বাসব কুলিশ নাদী,
সগুণ প্রকৃতি যদি নিগু'ণ ব্রহ্ম প্রভা॥
বস্তু প্রাণ সত্ত্বা গণি
ভেদাভেদ অনুমানি,
হৃদিবত্তা রক্ষাকর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব কারিণী কেবা?

[অগ্রদূত ও কপিঞ্জলের প্রস্থান।

শান্তনু। ঠিক, নিষ্পেষিত প্রাণপুষ্প—
করি নিষ্কাষিত, বিকারের
আশু প্রয়োজনে, কেমনে,
কি ভাবে—সম্ভোগ-ক'রেছি—
আমি, ধরণীর—
সামগ্রী সম্ভার—সুরা-সুধা—
কামিনী কাঞ্চন? বিস্মিত—
হতাশ নেত্রে, ওই—ওই—
সারাটী জগৎ—না—না—
নহে শুধু এ জগৎ, স্বর্গ,
মর্ত্ত, রসাতল—চেয়ে আছে—
মুখ পানে মোর। পেয়েছি,
পেয়েছি, পেয়েছি—সন্ধান—
কোথা কাম-নিক্রমণ-সূক্ষ্মছিদ্র পথ।
হাহাকার ক'রো না—ধরণী আর,
কেঁদ'না পাতাল বাসী,
তপ্তশ্বাস ফেলনা, দেবতা।
শুধু স্মৃতির মন্দির মাঝে—
পুষ্পাঞ্জলী নিতে—রহিবে জাহ্নবী,
আমি কিন্তু রহিব না—
জাহ্নবীর স্মৃতির-দুয়ারে আর।

[উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মায়া-কানন

[নৃত্য গীতরতা মায়ানারীগণ]

মাযানারীগণ— **গীত।**

আমরা ফুলের কুঁড়ি ফুট্‌বো না কো আর।
সন্ধ্যা তারার কাঁপা আলোয়, খুল্‌বো না বাহার॥
যদি ধর' ফুটে উঠি,
অমনি সব আস্‌বে ছুটি,
পল্‌কা প্রাণে চাপিয়ে দেবে—গর্ভবীজের ভার॥
এম্‌নি ভাবে প'ড়বো ঝ'রে
চাই নাক' যৌবন তোরে,
হাল্‌কা বায়ুর হিল্লোলে প্রাণ—
কাঁপাবো না আর।
স্বার্থ যদি সবার আগে,
আমরা কেন ছাড়বো ভাগে
চিন্তাহারা কিশোর বুকে ওলো আবেগ প্রেরণার॥

[একদিক দিয়া মায়ানারীগণের প্রস্থান। অপরদিক দিয়া চিন্তামগ্ন পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। তপোবলে যৌবন ফিরানু—
সত্যই কি, প্রকৃতির খেয়ালে চলিতে?
যম—যদি রহিল জীবিত,
ব্যর্থ তবে উদ্যম আমার।

নহে বন্ধু, মহা শত্রু মৃত্যু—মানবের।
মরণে—যেমনে-হোক, করিব বিজয়।
নাহি চাহি সাহায্য কাহারও।
মানবী-জাহ্নবী সনে—শান্তনু নৃপতি,
থাক্ বিপক্ষে আমার—
বরাবর সন্তানে যমেরে দিয়ে,
আঁধার গিরির শিরে।
জড় প্রাণে ধ্বংস প্রচারিতে,
নিষ্কর্ম্মা ভাবেতে রহ তুমি—যুগ, যুগ,
রেণুকার আনন্দ-তুলাল!
পৃথিবীরে ভীষণ-ঘাতক ষষ্ঠ অবতার!
নাহি চাহি সাহায্য কাহারও,
একা আমি—একা আমি সাধিব—
অসাধ্য যাহা—সৃষ্টির-সূচনা হ'তে
কোন্ অস্ত্রে করি আমি প্রধান আয়ুধ?
পড়িয়াছে মনে—হইয়াছে আবিষ্কার—
"না না ভাবে না না রূপে দিয়ে জন্মদান।"

[প্রকৃতির প্রবেশ]

প্রকৃতি। কথাটা—এই মায়া-কাননের গণ্ডীর বাহিরে গেলে, আর যে—তোমার মনে থাকে না, ঐটেই তো—মহা ভুল।

পরাশর। এ্যাঁ! পীনোন্নত পয়োধরা—হরিণনয়না বিম্বফলাধরোষ্ঠি!—আবার সম্মুখে? এ বাদ সাধ্ছ' কেন? জীবনে—যা কিছু করণীয় আছে, তা' সাধন করা—দূর কথা, মনের মধ্যে কল্পনার উদয়—

মাত্রে, আমার ভাবের-পারের দেবী—চক্ষের সম্মুখে আবির্ভাব হ'য়ে সব চূরমার ক'র্‌ছ কেন ? চক্ষুই কি—আমার শত্রু ?

প্রকৃতি। অন্ধ হ'য়েই বা, নিস্তার কোথায় ? বাতাস আন্‌বে—পুষ্পরাজির মৃদু সৌরভ, ঘ্রাণ শক্তি রোধ ক'র্‌বে—মলয়-মারুত স্নিগ্ধতার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আয়ুধে, তোমার অনন্ত-কোটী লোমকূপের মধ্যে—প্রবেশ ক'রে, উতল হ'য়ে মাতল ক'র্‌বে—যৌবন-প্রাণের সেই অংশটাকে'—যেটা জাগ্‌লে, জ্ঞানের উপর, বিবেকের সমাধি-প্রাপ্তি ঘটে।

পরাশর। ঠিক্। মায়া-কানন ত্যাগ ক'র্‌লে সব ভুলে যাই। ভুলে যাই ক্ষত্র-করে ব্রহ্মরক্তপাতে—বর্ণাশ্রম কতটা কলঙ্কিত ; ভুলে যাই—দাশরাজ গৃহে, বর্ণাশ্রমীর উপর পতিতের—ব্যভিচার, আর ভুলে যাই—সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, প্রকৃতি-পুরুষের মহামিলন-মুহূর্ত্তের সেই আকস্মিক ব্যর্থতা।

প্রকৃতি। শুধু ভুল্‌তে পার' না—মায়া-মুগ্ধ ষড়রিপু অত্যাচারে—প্রপীড়িত-মানব—শান্তনুর, প্রতিহিংসা গ্রহণ করাটা, কেমন?

পরাশর। তাও ভুলে যাই, নতুবা শান্তনুর রাজত্ব এতদিন থাকে ?

প্রকৃতি। মিথ্যা কথা। সৃষ্টির সাম্য-বিধায়ক ! তা' যদি ভুল্‌তে—তাহ'লে কি, মৃত্যু তোমার-উপর জয় লাভ করে ?

পরাশর। কবে ? কোথায়—কিরূপে ?

প্রকৃতি। গঙ্গার—সদ্যোজাত শিশু-গুলোকে, নিজের-আয়ত্বে নিয়ে। কই—রাখ্‌তে তো—পারলে না, সাত-সাতটা না হোক্—একটারও অকাল-মৃত্যু রোধ-ক'র্‌তে পার্‌তে—তাহ'লে বুঝ্‌তেম—মৃত্যুর উপর তুমি জয়—লাভ ক'রেছ।

পরাশর। ঐটেই—সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।

প্রকৃতি। কি ?

পরাশর। জনম ও মরণের তুলাদণ্ডের সাম্যতা।

প্রকৃতি। তুলা দণ্ডে, জন্মের দিকই ভারী হবে।

পরাশর। অনুমান মাত্র। প্রমাণ সাপেক্ষ।

প্রকৃতি। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক, সর্প-দষ্ট চিতাশয্যাশায়িত—মৃত—রোহিতাশ্বের—নব জীবন দান।

পরাশর। দু'একটা মাত্র দৃষ্টান্ত, গণনীয় বা উপমেয় নয়। রাজা রাম, অকাল মৃত্যুর কারণই—নির্দ্ধারণ ক'র্‌তে পেরেছিলেন, রোধ-ক'রতে পারেন নি—পারেন নি।

প্রকৃতি। তবেই—বুঝে দেখ', রাম রাজত্বে অকাল মৃত্যুই—ছিল না। তখন শুধু—শ্রীরামচন্দ্র কেন, প্রত্যেক সংসারী-শক্তির নিকট যমশক্তি পরাজিত ছিল। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে যম জয়ী হবার চেষ্টা কর'।

পরাশর। পারি, তুমি—প্রকৃতি, যদি আমার সহায় হও।

প্রকৃতি। এই কি সিদ্ধান্ত ?

পরাশর। জান' না কি ? শক্তি বিহনে পুরুষ জড়।

প্রকৃতি। তবে এস', আগে গঙ্গার অষ্টম-গর্ভজাত শিশুকে, সর্ব্বাগ্রে রক্ষা ক'র্‌বে এস'।

পরাশর। ঠিক, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, গঙ্গার অষ্টম-গর্ভজাত শিশুকে—সর্ব্বাগ্রে রক্ষা ক'র্‌তেই হবে। মানব নয়, দানব নয়, যক্ষ নয়, রক্ষ নয়, দেবতা নয়, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—যম; যে, মায়ের বুক থেকে ছেলেকে, পত্নীর পাশ হ'তে পতিকে, প্রকৃতি! তোমার কোল থেকে সৌন্দর্য্যকে—কেড়ে লয়। সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনি! একুশবার -পরশুরাম—তোমাকে সর্ব্বস্ব-হারা ক'রেছে, তার প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রবার এই পরিপূর্ণ—অবসর। উপরে—সপ্তবসু ও আপব-বশিষ্ঠ

একদিকে, অপর দিকে—গঙ্গা, মধ্যে—আমি প্রকৃতি-সহায়ে যমজয়ী। ওরে! কে আছিস্—ধ্বংসের সাধক? যদি ক্ষমতা থাকে, গতি রোধ কর, নতুবা প্রকৃতি-সহায়ে যমজয়ী-পরাশরের সাহায্যে সঞ্জীবনী—শক্তি নিয়ে, পথের বাধা দূর ক'রে, আব্রহ্ম—তৃণটিকে পর্য্যন্ত, যমজয়ী ক'রতে সচেষ্ট হ।

[প্রকৃতির হাত ধরিয়া সবেগে গমনোদ্যত, গীত কণ্ঠে অগ্রদূতের আসিয়া বাধা দান]

(গানের প্রথম পংক্তি হইতে, প্রকৃতি দুই করে আশ্বাস দানিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া, কালীর ন্যায় দণ্ডায়মানা হইয়া ঈষৎ অঙ্গ দুলাইবেন)

অগ্রদূত— **গীত**

যমজযী মা আমার শ্যামা নামে পরিচিতা।
কালী তারা ধূমাবতী কভু ওগো ছিন্নমস্তা॥

(গানের অর্থ বুঝিয়া পরাশর মূক ভাব প্রদর্শনে দূরে দাঁড়াইবেন)

মাতঙ্গী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী বগলা,
রূপসী ষোড়শী কভু অতুলা কমলা

[সানন্দে পরাশর, প্রকৃতির হস্ত—অগ্রদূতের হস্তে স্থাপন করিয়া, উর্দ্ধবাহুতে আশীষ প্রদানে প্রস্থান।

দেশে দশে দশদিকে দশভূজা মাতা॥
শ্রীপদ পঙ্কজ স্পর্শে অশিব বিনাশে,
পুরুষ শিব মঙ্গল চেতনিত হর্ষে,
ধরা শীর্ষে সুখ বর্ষে আশীষ সমন্বিতা।

জীবন মরণ রণে বিজয়ে বাসনা
মা—মা ব'লে শুদ্ধ কর' জড়িত রসনা
ইচ্ছা মৃত্যু, ভৃত্য মৃত্যু, হ'বে মৃত্যু পরিত্রাতা॥

[প্রকৃতি সহ প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাত্র মহানিশা—ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ইত্যাদি)

[ধীরে, ধীরে অথচ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। অস্তমিত চন্দ্র তনু,
কম্পিত তমসা অণু,
স্তব্ধ ঘোরা দ্বিপ্রহরা নিশি।
ঘন-কৃষ্ণ মেঘে ঢাকা,
দামিনী-দমকে ডাকা—
অভ্র-স্তর সম রাখা—কৃষ্ণ মেঘ রাশি।
পদতলে শিহরিতা,
নীরব তামসাবৃতা—
ঘন ঘন কাঁপে পৃথ্বী—ওঠে অট্ট হাসি।
জন হীন সৈকত পুলিন মাঝে,
একা আমি প্রেত সাজে,
জীবন স্পন্দন তরে করি হাহাকার।
কৈ গঙ্গা—কোথা গঙ্গা—
চেতন-সলিলা কোথা—

ওই তো—প্রশস্ত-প্রশান্ত-বক্ষ দিতেছে উত্তর—
বিদ্যুৎ আলোক মাখি—
পুত্র কারও নাহি দেখি,
আসে নাই মুর্ত্তিমতী-গঙ্গা তো—হেথায় !
কোথা পুত্র—কই পুত্র—
অষ্টম গর্ভজ সুতে
কোথা গঙ্গে ! বুকে ক'রে একা চলিয়াছ্ ?
উতল-বাদল ঝরে,
উদভ্রান্ত ক'রেছে মোরে—
দেখা দে রে—কুরুকুল উজ্জ্বল-প্রদীপ।

[গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ]

বসুন্ধরা—　　　　**গীত।**

আঁধার ভরা বাদল রাতে কুলিশ চমক হানে।
মৃত্যু ডাকে দাঁড়িয়ে তামস গৃহ বাতায়নে॥
কড় কড়াকড় মেঘের ডাকে,
　　　　ঝিঁঝিঁর ঝিমিট থামে,
বিপুল নীরবতার কোলে,
　　　　ডেকে তাহার নামে।
জগত ভরা ঘুমের কোলে থেক' জাগরণে,
তোমার কণ্ঠ-সুরের ধ্বনি রাখবে চেতনে॥

শান্তনু। কে গায় ?—আমার মনের-ভাষা ব্যক্ত ক'রে কে তুমি—দুর্ভাগ্যের সহচর ? প্রেত, দেব, কি মানব—ভয়ঙ্কর অন্ধকারের সমষ্টি—কে তুমি—ধরা দাও।—

(ধরিতে অগ্রসর বসুন্ধরার অন্তর্দ্ধান)।

কৈ? কিছু নয়! তবে কি অশরীরি কেহ—কুরুবংশহিতৈষী? অথবা—অথবা—মানসিক বিকারগ্রস্থ আমি—কল্পনার রাজ্যে দাঁড়িয়ে, অলীক স্বপ্নে বিভোর? আগন্তুক! তোমার সঙ্গীতের ভাষাতেই—এই বিপুল-নীরবতার কোলে, তার নাম ধ'রে ডেকে-জগত ভরা ঘুমের কোলে, একামাত্র আমি জাগরণে আছি; কোথার আমার নয়নানন্দ বংশরে দুলাল? কোথায় চেতন-সলিলা গঙ্গা? ভারত-সম্রাজ্ঞী ভারত-রাজধানী-হস্তিনার রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ ক'রে, পুত্র বক্ষে—কোন—পথে—প্রয়াণের-পথে—চ'লেছে—ব'লে দাও, পথ দেখাও—আলো দেখাও।

[একদিক দিয়া শান্তনুর প্রস্থান, অপরদিক দিয়া পুত্র-বক্ষে গঙ্গার প্রবেশ]

গঙ্গা। কে—কে? না—না—কার কণ্ঠস্বর? এ যে ঠিক তাঁর মত'ন। পাগলা হাওয়া, পাগল-রাজার আর্ত্তনাদ এতদূরেও—বহে আনছে? না—না—ফিরবো না—ফিরতে পারবো না, সব হারানোর—পথে এসে, আবার অতীত-স্মৃতিটাকে—আঁকড়ে ধ'রতে চাই কেন?

[গীতকণ্ঠে অগ্রদূতের প্রবেশ শিশুপুত্রকে বক্ষের মধ্যে সংগোপনের চেষ্টা করিয়া, গঙ্গার সঙ্কুচিতভাবে একান্তে আত্ম-গোপনের মুহু র্মুহু উদ্যম]

অগ্রদূত— **গীত।**

সব হারানোর পথে কেন পুনঃ পাগলিনী।
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মকানন শোকাতুরা বাণী।

জগত কাঁদা ডাকে ডাকে পুত্রবতী যত
নীরব ভাষায় অশ্রুধারায় বইয়ে অবিরত,
ফিরিয়ে চল' ফিরিয়ে দিতে কুরুকুলের মণি ॥
থাকক প'ড়ে ধবার বুকে বসু-অভিশপ্ত,
সাত-সাতটা ভাসিয়ে দেছ' ওগো একটা মাত্র,
বাঁচিয়ে রাখ' ইচ্ছা মরণ "মায়ের" আশীষ দানী ॥

[প্রস্থান।

[গানের শেষ অন্তরার মধ্যে দূরে, পরাশরের প্রবেশ—ও সঙ্গীত কর্ত্তার অবস্থান নির্দ্দেশের জন্য, চতুর্দ্দিক আগ্রহ সহকারে নিরীক্ষণ]

গঙ্গা। কে—কে—কে তুমি? বল' অন্ধকারে তোমার মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি না—বল' তুমি কে?

পরাশর। তুমি কে—তুমি কে? এই দুর্য্যোগময়ী গভীর-নিশীথে, মরণ-পথের পথিক, তুমি কে?

গঙ্গা। এ—তো ভিন্ন স্বর। বুক ভাঙ্গা, প্রাণ কাঁপা সুরে, যে করুণ-তান তুলে, আমায় নিষেধ ক'রছিল—তুমি কি—সেই?

পরাশর। না—না। তার গানে সহানুভূতি—বিলাতে, আমাকেও এখানে টেনে এনেছে।

গঙ্গা। সে কে—সে কে?

পরাশর। অগ্রদূত। তোমার বক্ষে ওটা কি?

গঙ্গা। সদ্যজাত—শিশু।

পরাশর। তবে তুমিই গঙ্গা?

গঙ্গা। এ্যা! বল' বল' তুমি তো—ছদ্মবেশী রাজা শান্তনু অথবা—অথবা রাজার প্রেরিত দূত নও?

পরাশর। যদি হই—?

গঙ্গা। তাহ'লে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

পরাশর। কেন?

গঙ্গা। তাহলে অন্তস্তলটী ছিঁড়ে, জলে ভাসিয়ে, শূন্য-হৃদয়ে রাজ-পুরীতে ফিরতে হয় না।

পরাশর। এখনই বা ফিরবে কেন? সন্তান-জননি! সন্তান বক্ষে, জলে ঝাঁপ দাও না কেন।

গঙ্গা। আমি যে—রাজার কাছে অঙ্গীকারে আবদ্ধা, রাজা তো এখনও—প্রশ্ন করেন নি।

পরাশর। তাইতো ব'লছি—পুত্রবক্ষে জলে ঝাঁপ দিয়ে—যমের শক্তি-বৃদ্ধির সহায়তা কর', যেমন বরাবর ক'রে আসছ'। আমিও—দেখবো। যম-শক্তি, মানব-শক্তির নিকট পরাজিত হয় কি না।

[প্রকৃতির প্রবেশ]

প্রকৃতি। আহা—অভাগি! ছেলে ফেলে, আর একা ঘরে ফির'না। কিসের অঙ্গীকার? পুত্র, মায়ের কাছে, অঙ্গীকার আবার কি।

গঙ্গা। কিন্তু ধর্ম্মমতে—আমি তাঁর সহধর্ম্মিনী, স্বামীর বিনানুমতিতে, স্ত্রীর—স্বেচ্ছাচার যে, ব্যভিচার স্বরূপ।

পরাশর। সত্য; কিন্তু ভুলে যাচ্ছ' কেন—গঙ্গা, তুমি সাধারণ—মানবী নও।

গঙ্গা। মানবীর—মত' সংসার পেতে, মানবীর-মত' সুখ, দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে, এখন ভুললে চ'লবে কেন?

পরাশর। শান্তনু প্রতিরোধ ক'রলে না।

গঙ্গা। প্রতি—রোধ? ঠাকুর! সন্তান হারালে—কি হয়, তা প্রথম-বারে অনুভব করিনি, দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে-আসা থেকে, মনে মনে সদা-সর্ব্বদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম— "হে ঠাকুর! সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে, রাজার মুখ দিয়ে প্রশ্ন করিও।"

প্রকৃতি। কি প্রশ্ন?

গঙ্গা। কেবল 'কারণ' জিজ্ঞাসা। কেবল ব'লবেন—"পুত্রঘাতিনি! পুত্র-বক্ষে চ'লেছ কোথায়?"

প্রকৃতি। এইমাত্র? এত' স্বতঃসিদ্ধ। এ কথাটা রাজা এতাবৎ জিজ্ঞাসা করেন নি?

গঙ্গা। তাই যদি ক'রবেন, তাহলে সাত-সাতটাকে জলে ভাসিয়ে, এই অষ্টমটিকেও—বুকে ক'রে রাজরাণী একাকিনী, এই মহাদুর্য্যোগে, মরণ-পথে চ'লবে কেন?

পরাশর। ওঃ—হোঃ! তাহলে বুঝি আপব-বশিষ্ঠের অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদ, আর দেবীরূপা গঙ্গার আশ্বাস বাণী, সফল হয় না? বসুগণও উদ্ধার হয় না।

গঙ্গা। আপন বাঁচিয়ে তবে পরকে দেখা'—এই না সংসার—নীতি ঠাকুর? নিজের অস্তিত্বই যদি না রইল, তাহ'লে নির্ভরশীল—পরের অস্তিত্ব—কি সম্ভব?

প্রকৃতি। গঙ্গা—গঙ্গা! অমন ক'রে শোক চেপে, বুক ফাটিও না। 'ওই দেখ', মেঘবিনির্মুক্ত শশধর, তাঁর বংশধর রক্ষার্থে, দুর্য্যোগ কাটিয়ে, সুধা বিতরণ ক'রছেন। চন্দ্রালোকে চারিদিক সমুদ্ভাসিত, যাও—জ্যোৎস্নালোকে, হস্তিনায় ফিরে যাও।

গঙ্গা। স্বাধ্বী-স্ত্রীলোকের বাক্যের অন্যথা ক'রে।

পরাশর। তবে আমার সম্মুখে, পুত্রকে জলে বিসর্জ্জন দাও।

গঙ্গা। তাহ'লে ?

পরাশর। আমি বাঁচাবো।

গঙ্গা। লালন পালন ক'রবে কে ?

পরাশর। আমি। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতও ক'রে তুলবো।

গঙ্গা। ভুলে যাচ্ছ ব্রাহ্মণ?—এ যে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, শাস্ত্র জ্ঞান অপেক্ষা, শস্ত্র জ্ঞান যে, অধিক প্রয়োজনীয়—সর্ব্বাগ্রে শিক্ষণীয়। শস্ত্র চালনা শস্ত্রজ্ঞানহীন-ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয় বালককে, কি—শিক্ষা দিবে ?

প্রকৃতি। তবে মা! পুত্র আমার সম্মুখে জলে ফেল'। আমি ঝাঁপ দিয়ে, বুকে করে তুলে এনে—মানুষ ক'রবো।

গঙ্গা। কিসের আশায়—সংসারত্যাগিণী? এরপর বড় হ'লে তোমার বার্দ্ধক্যে, ভিক্ষা ক'রে এনে খাওয়াবে—ব'লে ?

প্রকৃতি। তুমি যে—বংশের আজ মহামহিয়সী-রাণী, সেই—ভারতবংশ যাঁর নামে পরিচিত, সেই দুষ্মন্ত-পুত্র রাজা ভরতের-মা—শকুন্তলাও—যে, এই সংসার-ত্যাগিনীর দ্বারাই—প্রতিপালিতা।

গঙ্গা। কে তুমি—শুভানুধ্যায়িনী ?

প্রকৃতি। প্রকৃতি।

গঙ্গা। জারজ নয়, দরিদ্র—বা হীনবংশে উৎপন্ন নয়, কিসের—দুঃখে রাজরাজ্যেশ্বরের পুত্রকে, প্রকৃতির-বুকে পালিত হ'তে দেব' ?

পরাশর। আমরা, যম—অর্থাৎ ধ্বংসের বিরুদ্ধে সমর-রূপ মহাব্রত, ধারণ ক'রেছি, আমাদের সম্মুখে—জীব ধ্বংস ক'রতে দেব' না।

গঙ্গা। বেশ, তাহ'লে যমের-তাণ্ডবলীলা, অগনিত রূপে না না ভাবে না না দিকে চ'লেছে—আমার পথ-বাধা দুর ক'রে অন্যত্র চ'লে যান।

পরাশর। আঃ! বার বার প্রতিবাদ? চন্দ্রবংশ রক্ষা ক'রতে হবে। পুত্র চাই—ই।

গঙ্গা। আমাকেও—"বসুগণকে যে আশ্বাস বাক্য দিয়েছি" তা রক্ষা ক'রতেই হবে—পুত্রবিসর্জ্জন দিতেই হবে। পথ-বাধা দূর ক'রে যাও—যাও।

পরাশর। কি? জান' আমি কে? আমার প্রতাপ জান'? হারানো যৌবনকে নিজের-কৃতিত্বে ফিরিয়ে এনেছি।

গঙ্গা। এমন যে—তুমি, সেই তোমারও—শাসিকা ভারত সম্রাজ্ঞী—আমি—তা জান'?

পরাশর। উত্তম। তবে দেখি, কোন্ পথে—সুরধুনির কোন্—অংশে—যমের কোন্—দুয়ারে, তুমি—পুত্র-বিসর্জ্জন দিয়ে—নিস্তার পাও।

[দম্ভ ভরে প্রস্থান।

প্রকৃতি। পতিব্রতা! যদি বিসর্জ্জন-ভিন্ন আর—অন্য উপায় না থাকে, তাহ'লে কারও—সম্মুখে বিসর্জ্জন দিও না, আমার উদ্দেশে সোনার চাঁপা জলে ভাসিও, বাঁকের চড়ার-ধারে ভাঙা-ঘাটে ব'সে থাকবো, ভাসা-ফুল বুকে ধ'রে নেবার জন্য।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। উপায় নাই—উপায় নাই। সাত-সাতটি তো—এমনি ক'রেই জলে দিয়ে গেছি—চোখের জল চোখে চেপে, কিন্তু এবার দু চোখে অবিরল ধারা কেন? জলের ধারে এসে, পা উঠ্‌ছে না, বুক কাঁপছে—কেন? ওমা! ছেলে কাঁদেনা কেন? মৃত্যুর কথা বাক্‌জ্ঞান—হীন শিশু কি—বুঝতে পেরেছে, তাই কি বাক্‌জ্ঞানহীন-শিশু, জননীকে

পুত্রঘাতিনী হ'তে দেবে না—ব'লে, আগেই মরণকে বরণ-ক'রেছে? না—না—না, এই যে লাল টুকটুকে মুখে—চাঁদের আলোয়—কি সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছে। আহা বাপ্‌রে! (চুম্বন) কি মধুর—কি মনোরম, ছেলের মুখ-চুম্বনে এত সুখ? আহা! আগে যদি জানতুম, তাহ'লে কি সেই সাত জনকে বিনা-চুম্বনে বিসর্জ্জণ দিতুম? না—না—না, পারবো না—পারবো না—এর যে সব সুন্দর! কি ভাসা—ভাসা টানা চোখ, কি সুন্দর—জোড়া-ভুরু, কি গোলাপী গণ্ডস্থল—আর সকলের চেয়ে—সুন্দর মনোরম গঠন!—একে আমি প্রাণ—থাকতে ফেলতে পারবো না, কিসের বাক্য? কিসের আশ্বাস? কে বসু? কে দেবী গঙ্গা? আমি শান্তনু-গৃহিনী, রাজরাণী ভারতেশ্বরী—হস্তিনার ভাগ্য লক্ষী, আট পুত্রের জননী, ফিরি—চ শিশু! অনন্ত পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে, ফির—চ শিশু—তোকে বুকে ক'রে হস্তিনার পথে—

[গমনোদ্যতা, শান্তনুর স্বর শুনিয়া, আতঙ্কে পশ্চাৎ পদ হইয়া আত্মগোপনের চেষ্টা শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। গঙ্গা!—গঙ্গা!—রাজরাণি!
কোথায়—কোথায় ভাসালে—
কুরুকুল আশার রতনে?
না—না ঐ যে—বিরাজে বক্ষে;
যদি থাকে জীবিত এখনও
যদি কণ্ঠ চাপি—তনয়ে না—
বধে থাক' হইয়া নাগিনী,
মোর রত্ন, অবিলম্বে দেহ মোর বুকে।

গঙ্গা। এই লও—তব বক্ষ শোভা—

বক্ষে তুলে লও (পুত্র প্রদান)
আঃ! এতক্ষণে সব চিন্তা,
সব জ্বালা— ঘুচিল আমার।
আমিও এতক্ষণ—এই কামনায়
বিলম্বিত-পদে ধীরে, ধীরে,
মৃত্যু পথে আগুসারি,
ভাবিতেছিলাম রাজা!
মাতা যদি হয় পুত্রঘাতী—
পিতাও কি—হইবে তাহাই!

শান্তনু। সর্ব্বগুণ সম্পন্না কামিনী,
মীন-মাতা সম—একি আচরণ?
নিজ পুত্র কি কারণে
নিজ হস্তে করিছ বিনাশ?
প্রাণ কি কাঁদেনা—
মন কি ভাঙেনা—
কর কি কাঁপেনা—
অগাধ সলিলে ভাসাইতে
নিজ-গর্ভ-জাত তনয়ে নিষ্ঠুরা?

গঙ্গা। নিষ্ঠুর! তোমারও—মন তো চাহেনি—
শুধাইতে বারেকের তরে,
"কোথা ফেলে এলে তনয়ে আমার?"
প্রাণ তো—বলেনি কভু
"মোর ধন, মোরে এনে দাও।"
আজিকে যেমন—রুদ্ধশ্বাসে

রাজপুরী ত্যজি' পদব্রজে
একাকী আসিলে ছুটে—
মরণের মুখ হ'তে—
ফিরাইতে বংশের দুলালে,
এমন কভু তো—আগে
আস' নাই বাঁচাতে—তনয়ে।
'কোথা যাও—গিয়াছিলে কোথা ?
'কোথা ফেলে এলে পুত্রধনে'' ?
এ কথাও—একদিনও
করনি তো—জিজ্ঞাসা আমায় ?

শান্তনু। বিশ্বাসে, তার সনে ভালবাসা দেবী!
অগাধ—বিশ্বাস ছিল—তোমাতে আমার,
তাই প্রশ্ন উঠে নাই—মম মনে কভু—
'কোথা যায়, কোথা বিসর্জ্জন দিয়ে—পুত্রে
"গঙ্গা পুনঃ ফিরে হস্তিনায়।"
অকৃত্রিম, অনুপম ভালবাসা মম,
তাই—ইচ্ছার বিরুদ্ধে তব
প্রতিবন্ধক হই-নাই কভু।"

গঙ্গা। নহে বিশ্বাস ও ভালবাসা শুধু,
রূপজ, কামজ-মোহে,
দৃষ্টি সনে—জ্ঞান-হারা ছিলে,
তাই, পাছে গঙ্গা চ'লে যায়—
এই ভয়ে, পুত্রহত্যা—সহেছ নীরবে।
আভিজাত্য, পরলোক, বংশরক্ষা হ'তে,

মদনেরে বহিরন্তর্রাজ্য মধ্যে—
দিয়েছিলে পূর্ণ-অধিকার,
তাই—সাত পুত্র কোথা গেল', কেন গেল'
লও নাই—তত্ত্ব কিছু তার।
হারা-ধনে ফিরে পেয়ে,
গঙ্গা-স্মৃতি এইখানে দিয়ে বিসর্জ্জন,
ফিরে যাও—রাজপাটে পুনঃ।

শান্তনু। তবে—করুণার প্রস্রবণ তুমি,
কি—কারণে নিদয়া এমন ?
মনে, জ্ঞানে, কোন্-দোষে
দোষী দাস তোমার সদনে ?
কেন কর' বিমুখ আমায় ?
হ'য়ে দয়ার আধার রূপা—
ভিকারীরে ফিরাইতে সাধ ?
শুন কথা—রাখ' অনুরোধ,
শিরে বাজ হানিও না—দেবি !
পতি—পুত্রবতি ! ফিরে চল'।
পতি পাশে, পুত্র-কোলে—
ভারত-আসনে বসি,' ভারত-ঈশ্বরী !
ভূস্বর্গের পুণ্যোদ্যানে,
ধন্য কর'—সমুদ্র-মেখলা ধরা।

গঙ্গা। মনে আছে, ঠিক এইখানে,
যেই দিন—প্রথম-মিলন ?

শান্তনু। আছে—আছে,

হৃদয়ের পরতে—পরতে, গাঁথা—আছে—
বাণী—মর্ম্মন্তুদ, পুনরুক্তি করি—
সাত পুত্র বিয়োগ যাতনা—
বিদীর্ণ কর' না হৃদি,
অশ্রুনীরে—আনিয়া প্লাবন।
ফিরে এস'—ফিরে চল',
অঙ্গীকার-ভঙ্গ পাপ—আমি—
আমি লব' শির-পাতি দেবি!
ফিরে এস' প্রিয়তমে!

গঙ্গা। ফিরিবার হ'লে—আমার কি—
হয় না কো—সাধ?
মানবী জীবনে, পুত্র কোলে
পতি সুখ লভি', পরম আনন্দে
ভুঞ্জিতে সংসারী জীবন?
কিন্তু তাহা যে—হবার নয়।

শান্তনু। কেন? শান্তনুর কাছে, অসম্ভব—
কি আছে জগতে? হ'লে প্রয়োজন
যমে—রণে করিব আহ্বান।

গঙ্গা। ধেনু চুরি পাপে,
আপব-বশিষ্ঠ শাপে—

শান্তনু। আছে মনে, সব কথা
শুনেছি ও মুখে,—
অঙ্গীকৃতা ছিলে তুমি,—নারীরূপে
নিজ গর্ভে ধরিয়া তাদের

জন্মমাত্রে ভাসাইবে জলে, কিন্তু—
বেদেও—অন্যথা হয়,
পুরাণ স্মৃতিরও – হয় ব্যতিক্রম সতি !
গুরু-কার্য্য হেতু প্রয়োজন বশে।

গঙ্গা। বিভ্রান্ত হ'য়ো না রাজা,
ভুলিও না নীতির—রক্ষক তুমি—
দেশ, দশ, সাম্রাজ্য পালনে।
শাপমুক্ত সপ্তবসু—ভেবে দেখ'
নিজ ধামে পুনঃ—তোমারি কৃপায়।
পুণ্য তব অক্ষয়-অনন্ত।
দেশে, দশে—করিও বিধান,
জন্ম হ'তে যত—আছে শুভ সংস্কার—
সেই কালে, নব গৃহ প্রবেশ সময়ে,
প্রাচীর গাত্রেতে—ঢালে যেন ঘৃত-রেখা
বসুমতী শিরে—বসু-দের আত্মার উদ্দেশ্যে।
শেষ-বসু রহিল তোমার ঠাঁই,
মাতৃহারা ধনে—তিরস্কার করিও না কভু।
লালনে, পালনে,
রাজ-নীতি শিখায়ো শিশুরে,
মম আশীর্ব্বাদে—ইচ্ছা-মৃত্যু—
অটল-প্রতিজ্ঞ হ'য়ে—
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও গরীষ্ঠ—মণীষি বলি'
হইবে বিখ্যাত—পরিণাম ভবিষ্যতে।

শান্তনু। না—না—না, চাহি লতিকায়

কুসুমে কি প্রয়োজন মোর ?
ফিরে এস’—ফিরে এস’—

গঙ্গা। হ’য়ে ক্ষত্রমণি, গুণমণি !
বাক্য-বেদ ভঙ্গ পাপ—তোমারে না সাজে।

শান্তনু। না—না, নাহি চাই—
অনুরোধ, কারণ ও নীতি,
চাহি মাত্র তোমারে লো—দেবি !

গঙ্গা। কার্য্য হেতু মানবী আকারে,
কার্য্য শেষে—দেবী পুনঃ দেবীর-প্রকারে।
দেবী ল’য়ে—মানবের কিবা প্রয়োজন ?

শান্তনু। নহ তুমি দেবী গঙ্গে,
মোর কাছে সতত মানবী,
শ্রেষ্ঠা-নারী—আদর্শ বনিতা,
ফিরে চল’—ফিরে এস’—

গঙ্গা। ওই শোন’—বাতাসেতে ভেসে আসে—
সমবেত করুণ রাগিণী,
কাঁদে—যত পুত্রের জননী,
প্রাণ ফেটে যায়,
বেশীক্ষণ রহিলে হেথায়,
দারুণ মায়ায়, যাওয়া—হবে দায়,
বিদায় মাগিছে গঙ্গা ;
শিশু-বক্ষে গৃহে ফিরে যাও।

শান্তনু। শিশু ?—কার শিশু ?
কোথা ল’য়ে যাব ?

শিশু যে তোমার,
ধর'—ধর'—নিজ শিশু—
নিজে বক্ষে ধরি'—
চ'লে যাও—যথা ইচ্ছা তব।

গঙ্গা। দু'নয়নে দেখ' ধারা বহে অবিরল,
মায়ার-রোদনে, চরণ অচল—
যদি যথার্থই—ভালবাস' মোরে—
মুক্ত কর'—চলে যাই—মায়ার বাহিরে।

শান্তনু তবে—এই পদতলে তব,
ধরিত্রীর বুকে—রহিল বালক,
নিজ পদে—বক্ষ-দলি'
যাও চলি পুত্রের জননী।
(পুত্রকে মৃত্তিকাপরে স্থাপন)

গঙ্গা। জগন্মাতা ধরিত্রী দেখিবে,
প্রকৃতি পালিবে—এই নিরাশ্রয়—
মাতৃহারা অজ্ঞান শিশুরে।
বিদায়—বিদায়—

শান্তনু। গঙ্গা—গঙ্গা—(মূর্চ্ছা)

গঙ্গা। কোথা বসুগণ! দেখাইয়া দাও মোরে—
পৃথিবীর-ওপারের পথ।

[গীতকণ্ঠে সপ্তবসুর প্রবেশ]

সপ্তবসু। **গীত।**

পৃথিবীর পারে আয় সাথে মাগো আয় সাথে।
দাঁড়িয়ে আছি সপ্তবসু ছড়ায়ে দিয়ে কুসুম পথে।

কঠোর ধরার মায়া ফেলে,
জল হ'য়ে যাও মিশে জলে,
ভগীরথও ডাক্‌লে, এবার নেম'না মা স্বর্গ হ'তে ॥
শিবের জটা ছিন্ন শুনি,
নাই দ্বিতীয় জহ্নু মুনি,
বুঝ্‌বে কে তোর মহিমা মা, তুলসী তামা নিয়ে হাতে।
সাগর মিলন আছ' ভুলে,
ম'জনা শান্তনু ছলে,
আঁখি জলে ধুলে পরে, পার্‌বি না আর ছাড়াতে ॥

(গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া সপ্তবসুর অন্তর্দ্ধান)

[অপর দিক দিয়া প্রকৃতির প্রবেশ]

প্রকৃতি। আয়—আয়—সোণার কমল !
কঠোর মৃত্তিকা'পরে, বিদলিত হ'তে—
তোর জন্ম—নয় রে কুমার !

(শিশুকে কোলে গ্রহণ)

[পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। লো প্রকৃতি ! মৃত্যুরে বিজয় করি,
আমি রাখিয়াছি শিশু,
মোর প্রাপ্য—আমিই পালিব।

প্রকৃতি। কঠোর সন্ন্যাসী করে—হইতে পালিত,
এ কুসুম ফুটে নাই—অবনী উপর।

পরাশর। প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটাব,

যদি নাহি দাও—শিশু মোরে।
দাও—দাও—

প্রকৃতি। দেবব্রতে—রাখিনু শিশুরে,
এর পর, জ্ঞান হ'লে—লয়ে যেও—
শিষ্য তরে—নীতি বিশারদ !

পরাশর। দেখ চেয়ে শিশুর আকৃতি।
উন্নত ললাট, ভারত—
ভবিষ্য—ভাগ্য—লীলা ক্ষেত্র সম,
যুগ্ম-ভুরু আকর্ণ বিস্তৃত,
নীলপ্রভ উজ্জ্বল-তারকাময়
পঙ্কজ নয়ন—ঠিক যেন
সন্ন্যাস ও সংসারের অপূর্ব্ব-মিলন।
কোথা যম ?—সাধ্য থাকে—
প্রকৃতির কোল হ'তে লহ—কেড়ে—শিশু।
নতুবা নেমে এসে,
পরাশর পাশে—দাও প্রতিশ্রুতি—
আগু—পাছু ভেদ রাখি,
ভবিষ্যতে, লইবে জীবেরে ;
মায়ে রেখে, পুত্রেরে না—লবে,
না সরা'বে কনিষ্ঠ-সোদরে—
অগ্রজের স্নেহ-ছায়া হ'তে,
সতীর—সীমন্ত-বিন্দু—
মুছাতে—ভয়াল-কাল !
বাড়াবে না—করাল-শ্রীকর তব।

[শিশুবক্ষে প্রকৃতি তাহার হাত ধরিয়া গর্ব্বভরে
পরাশরের প্রবেশ]

শান্তনু। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে)
গঙ্গা—গঙ্গা—কৈ—কৈ—
কোথা গঙ্গা? না—না,
ঐ যে—ঐ যে সম্মুখে,
মৃদু হাসি—বিদ্রূপের রাশি,
ধরি তরঙ্গ-রঙ্গ সুভঙ্গ-চপলা,
বহে যায়—কুলু কুলু নাদে—
নিজভাবে—হইয়া বিভোরা।
কিন্তু—কোথা মোর চেতন-সলিলা?
কোথা বা—সে দেবতার দান—
দেবদত্ত সুকুমার-সদ্যোজাত-শিশু?
এই যে—এই যে—
মাতৃহারা অভাগা বালক,
একাকী ধূলায় প'ড়ে।
আয়—আয়—জীবন-স্পন্দন!
প্রাণের রতন বক্ষ মাঝে—আয়!
একি! শূন্য আচ্ছাদন-বস্ত্র,
পুত্র গেল' কোথা?
ওঃ—হোঃ!
নিজ পুত্রে, অবশেষে কেড়ে নিলে?
সব-হারা দরিদ্রের সর্ব্বশেষ—

অবলম্বনও কি—সহিল না নিরদয়া !
নিঃসঙ্গ একাকী করি, ফেলে গেলে—
মোরে—কঠোর ধরার বুকে ?
গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা !
বারেকের তরে দিয়ে সাড়া,
কহ দেবি ! কৃপা করি,
কোথা—কার কাছে রেখে গেলে—
একমাত্র—তনয়ে আমার ?
গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা— !
ওঃ—হোঃ ! প্রতিধ্বনি—
বুকভাঙ্গা-ধ্বনি তুলি'
ফিরাইয়া দেয়—মোর ভাষা !
আশা-মরীচিকা—
তাও লুপ্ত—হায় ! দুর্ভাগ্যের তরে !
তবে কার—তরে—ফিরি আর ঘরে ?
কার তরে—ঐশ্বর্য্য সম্পদ ?
কার তরে—অস্তিত্ব আমার ?
কুরুকুল হউক নির্ম্মূল,
বৃক্ষতল হোক শয্যাস্থল—
ব্যোম আচ্ছাদন—অনিল ভক্ষণ,
হিংস্র-পশু হোক সঙ্গী মোর ;
গ্রীষ্মের প্রখর-তাপে,
বরিষার প্রবল-ধারায়,
শরতের—মেঘের গর্জ্জনে,

হেমন্তের—শিশির-সিঞ্চনে,
শীতের—জড়ত্ব-সনে,
বসন্তের কুহেলিকা-মাঝে,
নানাবিধ অত্যাচারে,
ধীরে—ধীরে—শরীর পাতনে,
গঙ্গা-স্মৃতি করিব বিলোপ।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মহেন্দ্রপর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ।

[দূরে, ধ্যান-মগ্ন পরশুরাম—গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ]

বসুন্ধরা। **গীত।**

কথা কি কইবে না আর,
শুন্‌বে না ছার ধরার নবম বাণী।
মনে কি প'ড়্‌ছে না ছাই—
ভুলছো যে তাই—গত যুগের কাহিনী॥
সব নিয়েছ সব দিয়েছি—
শক্তি, শোণিত সব ঢেলেছি,
আমার ব'লে কি রেখেছি
বিভব আশয় স্বরগ যোড়া বাহিনী॥
তুমি আত্ম-সুখে ধ্যান মগ্ন,
আমি আশা ও উদ্যম ভগ্ন,
এমনি ক'রে দিবানিশি কাঁদবো—
কি বসি, তুলিয়া করুণ রাগিণী॥

পরশুরাম। (ধ্যান ভঙ্গে ক্রোধান্বিত হইয়া)
কেও? বিদ্রূপ জড়িত করুণ-ক্রন্দনে,
কে ভাঙালি—তপস্যা আমার?
একি! নারি? আরে—নারী!
চিরকুমার, ইন্দ্রিয় শাসক—

পরশুরাম পাশে, কি সাহসে—
তব আগমন ?

বসুন্ধরা। সাবধান—কঠোর-সাধক !
আগে উপযুক্ত মান দানে,
রমণীরে কর' আবাহন,
পরে ক'রো শাসন-নির্দ্দয়।

পরশুরাম। এত স্পর্দ্ধা রমণীর ?
জাননা কি, মাতৃঘাতী-পরশুরাম-
নাহি ডরে—রমণী হত্যায় ?

বসুন্ধরা। তুমিও—জানিও তপোধন,
যে জননী—হাসিতে, হাসিতে,
পারে দিতে—কালের—কবলে
অগণিত সন্তানে তাহার,
সে কি—কভু ডরে—
রেণুকার পুত্র রাম—তপোধনে
করিতে বিনাশ ?

পরশুরাম। ওঃ ! অতীব-প্রগলভা নারী।

বসুন্ধরা। তুমিও—যে অতীব বর্ব্বর-সাধক।

পরশুরাম। তপস্বীর তপ:ভঙ্গে—

বসুন্ধরা। নাহি পাপ ; যে তপস্বী
সত্য ভঙ্গ করি,
আত্ম-তৃপ্তি হেতু,
জগতের কোলাহল হ'তে দূরে—
এই নির্জ্জন অগম্য-গিরিশৃঙ্গে

নিশ্চিন্তে বসিতে পারে—ধ্যান-ধারণায়,
তা'র তপ ভঙ্গ করা—নহে পাপ।
প্রকারেতে মহা পুণ্য—
ধর্ম্মপন্থা মাত্র প্রদর্শন।

পরশুরাম। পরশুরাম, কবে, কোথা,
সত্য-ভঙ্গ ক'রেছে ললনা ?
কে তুমি ?

বসুন্ধরা। এখন তো—পারিবে না চিনিতে আমায় ;
কিন্তু যবে, ক্ষত্রিয়ের অত্যাচারে,
জর্জ্জরিত দেহে, ক্ষত্র করে—
অশেষ দুর্গতি স'হে,
পিতার নিধনে—প্রতিহিংসা হেতু—
কেঁদে—এলে আমার চরণে,
আর আমি—অবস্থা বুঝিয়া তব,
সব সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
একে, একে অগণ্য-সন্তানে—
প্রতিহিংসা-যজ্ঞানলে তব
আহুতি দানিনু—তিন-সাতবার

পরশুরাম। কে—কে—বসুন্ধরা !
সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী সুজলা, সুফলা—শ্যামা !
কে করিল—হেন দশা তোর ?

বসুন্ধরা। কাল, অদৃষ্ট রহস্য ; নিয়তি ;—
অথবা হে তপোধন !
'চিরদিন নাহি যায় সমান কখন'—

এই নীতি। নানা জনে নানা মত,
দিবে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে মোর।
আমি কিন্তু কহিব সতত—
ভৃগুরাম হ'তে, আমার স্বর্ব্বস্ব-হৃত।

পরশুরাম। সত্য—ধরা! প্রকারে আমি-ই—
নিমিত্ত, তব দুর্ভাগ্যের সতি!
বল ত্বরা, আমা হ'তে
কি উপায় হয়?

বসুন্ধরা। তুমি কি তা—জাননা তাপস?
মনে কি পড়ে না—
একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া শেষে,
যবে আশ্বাস—দানিয়া মোরে—
করিলে শপথ—"দ্বাপরের কালে,
যবে চন্দ্রবংশ শাসিবে আমায়,
সে বংশের শ্রেষ্ঠ ও গরীষ্ঠ জনে,
তুমি এসে, শস্ত্র-শিক্ষা দানে,
আমার রক্ষার-শক্তি—রাখিবে অটুট।"

পরশুরাম। যাও—ধরা, যথা কালে,
যোগ্য-জনে দিব শিক্ষাদান।

(সহসা নিম্নপ্রদেশ হইতে একটি বাণ আসিয়া
পরশুরামের পদতল স্পর্শ করিল)

এ কি! কে—হানিল তীক্ষ্ণ শর,
গিরি শৃঙ্গে—শান্ত তপোবনে?
হেন বর্ব্বরতা,—হেন স্পর্দ্ধা—

কার বসুন্ধরা ?　জানে না ?

জানে না সে, ভার্গব-প্রতাপ ?

(পুনরায় আর একটি বাণ আসিয়া, পরশুরামের অপর পদ স্পর্শ করিল)

বসুন্ধরা।　হের, এল'—পুনঃ আর এক বাণ !

কি আশ্চর্য্য তপোধন !

দুই বাণ, দুই পদ—স্পর্শিল তোমার !

অকারণ রোষ তপোধন !

অনুমানি—কোনও অস্ত্র-ব্যবসায়ী—

ভক্ত-শিষ্য তব, বাণ মুখে—

নমস্কার-জানাল' তোমার পা'য়।

পরশুরাম।　অসম্ভব।　ত্রিজগতে কোনও জনে,

পরশুরাম, শস্ত্র শিক্ষা—

দেয় নাই ধরা, এ যাবৎ,

অনুরোধে তব, মাত্র ক'রেছি সঙ্কল্প।

[বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীতভাবে ধীরে, ধীরে, দেবব্রতের প্রবেশ]

দেবব্রত।　প্রণিপাত—দেব—দেবী।

পরশুরাম।　কে তুমি—কিশোর ?

বসুন্ধরা।　অনুমানি—দ্বিতীয়-বাসব বুঝি—

ভ্রম-ক্রমে, ভ্রমে—ধরাতলে।

মরি—মরি ! অঙ্গের লাবণি—

কঠোর গিরির-বক্ষ বিদলিতে বুঝি—
পলে—পলে প'ড়িছে উথলি !
কে তুমি কুমার ? কোন্—
মহা-ধনুর্দ্ধর ঔরসে জনম ?
হেন ভাগ্যবতী নারী, কেবা—
বিচরে, আমার বুকে,
তব-সম দেবতায়, গর্ভে—যে ধরিল ?

দেবব্রত। মাতা, দেবী ! কদাচিৎ দেখি,
খেলিতে, খেলিতে, ক্লান্ত হ'লে,
সুরধুনি তীরে, জল হ'তে উঠি,
আঁচলে মুছায়ে মুখ, সাদরে—চুমিয়া,
পুনঃ হন-অন্তর্হিতা—সলিলের বুকে।
শুনিয়াছি—জন্ম নাকি—কৌরবের কুলে,
পিতা—শান্তনু, আমার শৈশবে—
সেই অজ্ঞান-আঁধার যুগে—
রাজ্য-ত্যজি বনবাসে সাধন-সমরে।
"দেবব্রত" নাম।

বসুন্ধরা। তপোধন ! এই—মোর কামনার ধন,
হের অভাবনীয়-ভাবে হেথা সমাগম।

পরশুরাম। কেন' তুমি মোর পদে, নিক্ষেপিলে বাণ ?

দেবব্রত। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হ'তে,
এই সুলালিম-পদতল হেরি কামিনীর,
মনে হ'ল—পক্ষী কোন' আহার সন্ধানে।
শর-সন্ধান পরীক্ষায়—ত্যজিলাম শর।

পরশুরাম। অব্যর্থ সন্ধান কোথা ?
বাণ আসি—চুম্বিল আমার পদ।
দেবব্রত। ধিক্ মোরে! এতদিন
বৃথা-শ্রম সত্যই আমার।
সামান্য এক নারী-পদ—বিঁধিতে নারিনু,
তুচ্ছ মোর শায়ক-সন্ধান !
পরশুরাম। কোন্ জন শিখায়েছে—এই ব্যর্থ-ধনুর্ব্বেদ
দেবব্রত। বহুজনে সেধেছি বিস্তর,
কেহ না—শিখাতে চায়।
বশিষ্ঠ-মহর্ষি শিখালেন—শাস্ত্র ;
পরাশর পাশে, পড়িয়াছি—
আগম—নিগম—স্মৃতি,
দুর্ভাগ্য অপার, ত্রিভুবনে—
অস্ত্র-গুরু মিলিল' না মোর।
পরশুরাম। ধন্য—তব অধ্যবসায়ে কুমার !
যাও, গুরু অন্বেষণে,
গুরুপাশে শিখি ধনুর্ব্বেদ,
ভবিষ্যতে কর'—বীর! শায়ক-সন্ধান।
দেবব্রত। প্রকারে—প্রকৃতি দেবী,
মিলিয়াছে গুরু মোর,
শিক্ষাকালে ক্রীড়াচ্ছলে—দেব !
পরশুরাম। কোথা ? কোন্ জনে ?
দেবব্রত। নিজ মাতৃনাম স্মরি'
শায়ক-সন্ধানে, পক্ষী ভ্রমে

হস্তচ্যুত বাণ—আসি—
চুম্বিল ও রাতুল চরণ,
বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ তপোধন!
তুমিই এবে করহ' বিচার—
তুমি বিনা, অন্য গুরু কেবা—এ জগতে আর?

পরশুরাম। জ্ঞানহারা নির্ব্বোধ কুমার!
তব সম ছার-অশিক্ষিতে,
পরশুরাম, শিষ্য কভু—করে?

দেবব্রত। অশিক্ষিত, চিরদিন—রহিবে নির্ব্বোধ,
তবু নাহি পাবে শিক্ষা, দীক্ষা—
গরীষ্ঠ-সমীপে? বিচিত্র বিধান!
প্রথম সন্ধানি-বাণ,
তব পদে ক'রেছে প্রণাম—
আমার অজ্ঞাতে—সন্ধানি তোমায়,
আমারও যে—প্রতিজ্ঞা—ভার্গব!
এ জগতে, অন্য-জনে
গুরু ব'লে—মানিব না আর।

পরশুরাম। ধনু যার—পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণ বিনা,
ত্রৈলোক্যের কেহ নাহি—পারে উত্তোলিতে,
বাণ-ত্যাগ-কৌশল যাহার—
রাম-গুরু শিবেরও—অজ্ঞাত,
তার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম—করিবি—
বালক—তুই—হেন স্পর্দ্ধা তোর?

দেবব্রত। মা ব'লেছেন—বশিষ্ঠের পাশে শাস্ত্র,

পরাশর সমীপে আগম,
আর—ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা নিতে—
ভৃগুরাম পাশে।

বসুন্ধরা। মাতৃ আজ্ঞা কর’ না লঙ্ঘন—বৎস!

দেবব্রত। কিছুতেই নয়।
জগতের প্রত্যক্ষ-দেবতা—মাতা,
সেই মায়ের আদেশ—

পরশুরাম। কিন্তু, যদি, মোর—
শায়ক-চালন-কূটনীতি,
মস্তিষ্কে না—প্রবেশে রে—তোর?

দেবব্রত। যতরূপ শিক্ষা দিবে,
যদি তার—পুনরুক্তি করিতে হয়,
করিনু শপথ—দিব প্রাণ—
পরিণামে শায়ক-শয়নে!

পরশুরাম। সন্তুষ্ট—শপথে তব।
ধরা অনুরোধে—ক’রেছি সঙ্কল্প,
ক্ষত্রিয় তনয় বিনা—
নাহি দিব শিক্ষা—অন্য-জনে।
তুই সেই ক্ষত্রিয় নন্দন,
পুণ্যকুল—চন্দ্রবংশোদ্ভব।
ভাল।' শুভ দিন, তিথি, বার ও নক্ষত্রে,
শুভ লগ্নে—

বসুন্ধরা। আজি মহা—শুভ দিবা, নিশি,
লগ্ন, ক্ষণ, নক্ষত্র—তিথি ও—বারে।

পরশুরাম। তবে চল' বৎস ভাগীরথী তীরে।
গঙ্গা-সাক্ষ্যে, গঙ্গা-জলে করি আচমন,
ধনুর্ব্বেদ-মন্ত্র গ্রহণ করিবি—মোর ঠাঁই।

বসুন্ধরা। ধন্য—তুমি উদার সরল।
কে বলে কঠোর—পরশুরাম ?
রক্ষায় কঠোর, পালনে সুশান্ত,
গঠনে—অভ্রান্ত ঋষি !
তব সম কেবা—মোর-হৃদে ?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মায়াকানন।

[নৃত্য গীতরতা মায়া-নারীগণ]
উপস্থিত

মায়া-নারী। গীত।

আর কত কাল যোগী নাগর—
রইবে লো সই—ধ্যানে।
নাগরী-হারা পাগল পারা—
এল' এক—কাপড়ে বনে॥
ডাগর ডোগর চোখ দুখানি,
বুকের পাটা এত'খানি,
নয়কো উজান' জোয়ার-জোয়ান,
বইছে পূরো একটানে॥

বিষয় আশয় পিয়ার ক্ষেদে,
রাতারাতি বিলিয়ে পথে,
মদন-মারা গেরুয়া পরা
গজিয়ে দাড়ী বদনে ॥

(মায়া নারীগণের অন্তর্দ্ধান)

[শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তানুর । অত্যাচার—অত্যাচার !
জনহীন কাননেও, প্রকৃতির—
অত্যাচারে—নাহিক নিস্তার ।
দেবে না—দেবে না বুঝি
সাধনায় মগ্ন হ'তে তা'রা ?
তা'রা কা'রা ? কা'রা গায়—
অবিরত ধ্যানের—প্রারম্ভে ?
অলক্ষ্যে থাকিয়া, গান গেয়ে—
ধ্যান ভাঙে—কোন কুহকিনী গণ ?
তবে কি—গঙ্গার-সঙ্গিনী এরা ?
গঙ্গা—গঙ্গা ! এখনও—
এত' বিরোধিনী তুমি ?
আমি তো—ত্যজিনি,
তুমি মোরে করি' পরিত্যাগ,
চ'লে গেছ' সাগর-সঙ্গমে ।
ভাবো মনে—মানবী কায়ায়,
নিতি নব—প্রণয়-পিরীতি—
মম-সনে ক'রেছিলে দেবি !

[গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ]

বসুন্ধরা। গীত।

কর' মনে কর' মনে,
অতীত-পিরীতি নিতি নব নীতি,
গঙ্গা সনে, গঙ্গা সনে।

(অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু। আছে মনে, আছে মনে,
গাঁথা আছে, আঁকা আছে—
মরমের—পর্‌তে—পর্‌তে,
নিরদয়া! মরণে যে—
সেই স্মৃতি—নহে ভুলিবার।

[বেশ পরিবর্ত্তনে গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার পুনঃ প্রবেশ]

বসুন্ধরা— গীত।

নিরজনে পূত-মনে,
সরল শপথ ক'রেছিলে কত,
নব মিলনে, নব মিলনে॥

(অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু! ক'রেছিনু—ক'রেছিনু প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
আছে মনে, যবে প্রথম তটিনী-তীরে,
প্রণয়িণী জ্ঞানে—তব হাত ধ'রে
প্রাণে-প্রাণ করি' বিনিময়,
ছিল কথা—তোমার কার্য্যেতে,
প্রশ্ন-বাধা কভু না করিব।

কিন্তু নিরদয়া ! একে একে—
সাতপুত্র, ভূমিষ্ঠ হইতে—
ফেলে দিলে—জলে,
কত সব'—কত সয় ?
রাক্ষসী-জননী তুমি,
মীনকুল—নিবাসে বসতি,
কঠোর হৃদয়া—তাই—
মীন-মাতা সম,
পুত্রশোক বাজে না তোমার,
কিন্তু আমি-যে—মানব,
আমি-যে—জনক,
আমি-যে—কাঙাল—
কুরুর বিপুল-কুল রাখিতে-সুভগা !
তাই অষ্টম-গর্ভের পুত্রে,
নিবারিনু মৃত্যু-মুখ 'হতে !

[অন্যরূপ—বেশে, গীতকণ্ঠে, বসুন্ধরার—পুনরাবির্ভাব]

বসুন্ধরা— **গীত।**

দেখ' চেয়ে ওগো দেখ' চেয়ে।
এক এক করি, সাত-সুতে ধরি,
আছি কেমনে, সুখ পুলিনে ॥

(অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু। এই যে—এই যে—
সৈকত পুলিনে, স্বর্ণ সিংহাসনে,

পুত্ররূপী সপ্তবসু-বেষ্টিতা জাহ্নবী,
না—না, নহ ত' জাহ্নবী,
জাহ্নবীর-বেশে, কে তুমি রমণী ?
কেও ? কেও—বসুন্ধরে ?
হোক্, নাহি ক্ষতি,
পুত্রমুখ-চুম্বনের সাধ,
মিটে নাই—মিটে নাই মোর,
সপ্তপুত্র সাথে, এস ধরা ! সম্মুখে আমার,
ফিরে এস'—ফিরে এস'—

[পুনঃ বেশ—পরিবর্ত্তনে, বসুন্ধরার –আবির্ভাব]

বসুন্ধরা। **গীত।**

ফিরে এস' ফিবে এস'।
অষ্টম তনয়, পথে হয় ক্ষয়,
স্নেহ বিনে, স্নেহ বিনে ॥

(অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু। বসুন্ধরে ? কোথায় লুকালে পুনঃ ?
কোথা মোর অষ্টম-তনয়—
অষ্টবসু স্বরগের ?

[পুনরায়—অন্য বেশে গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার—প্রবেশ]

বসুন্ধরা। **গীত।**

এ ভাবে এ ভবে, কিবা হবে ফলোদয়।
উদ্দীপন-হীন প্রাণে, কোথা—কবে জয় ॥

মহাভীষ ছিলে তুমি,
শিব অংশে জনমি,
বসুগণে নিস্তারণে হেথা সমুদয়॥
স্পর্শে ব্যাধি জরা নাই—
শান্তনু নামটি তাই,
প্রজাপতি প্রতিনিধি তুমি যে ধরায়॥

(পুনরায় অন্তর্দ্ধান)

শান্তনু। প্রজাপতি-প্রতিনিধি—আমি এ ধরায়—
সত্য যদি হয়, তবে কেন'—
সাত-পুত্র গঙ্গা জলে
জন্মমাত্রে হ'ল—বিসর্জ্জিত ?
তিন পুত্রে রাখি পিতা,
বার্দ্ধক্যেতে বাণ-প্রস্থে যবে,
জ্যেষ্ঠ কেন'—হ'ল বনবাসী ?
কি কারণে নির্ব্বাসনে—কনিষ্ঠ-বাহ্লীক ?
আমি কেন'—এ যৌবনে—
যোগী সাজে—ধ্বংসের-সাধনে ?
কোথা যাই ? প্রহেলিকা,
ছায়া, ছবি, স্বপন-সমান
কত শত এইরূপ—
বিকাশ, বিলয় হয়, দৃষ্টিপথে মোর,
যতদিন বনবাসী আমি।
কে করিবে ? কে করিবে—
ভবিষ্যের-পন্থা-নিদর্শন ?

একি ! সহসা কি-হেতু শুনি—
সমীরণে, তটিনীর—কল কল ধ্বনি ?
ওকি ! হোথা—দেখিতে—দেখিতে,
খরতর বন্যা-স্রোতে
প্লাবিত কানন—ভেসে যায়—
আশ্রম কুটীর-কুরঙ্গ,
সারঙ্গ-সনে ময়ূর-ময়ূরী !
কি বা করি ? কোথা যাই—
পথ কোথা—কোন পথে যাই ?

[পুনরায় বেশ পরিবর্ত্তনে গীতকণ্ঠে, বসুন্ধরার—আবির্ভাব]

বসুন্ধরা। গীত।

এই পথে সখা—এই পথে।
সরল উদার অনন্ত বিস্তৃত
দেখ' প'ড়ে তব সম্মুখেতে ॥
বেলাবেলি, চলি না—যেতে গোধূলি,
এস' মম সাথে আকুলি ব্যাকুলি,
যূথিকা বাঁধুলি পড়িয়াছে ঢলি
আশাপথ চেয়ে নীরবেতে ॥
এখন' চাঁচর-চিকুর কাজল
হয়নি গো প্রিয়—সোণালী-উজল
মদন-মদিরা-পীযূষ বাহিয়া
আশা পথে তব মনরথে ॥

[বসুন্ধরার প্রস্থান ও শান্তনুর যন্ত্রচালিত—
পুত্তলিকা সম, মুগ্ধভাবে অনুগমন ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনা বক্ষ—অদূরে দ্বৈপায়ন দ্বীপ।

[জলমধ্য হইতে—ঋকবেদের উত্থান]

ঋক্‌বেদ। কতদিনে—নারায়ণ হবে অবতার?
আর কতকাল—"ঋক্" রবে—
মীন-গর্ভে সলিলে সমাধি-লভি

[জলমধ্য হইতে—সামবেদের উত্থান]

সামবেদ। লহরী—লইয়া যায় "সামের" সঙ্গীত;—
হায় হরি! এই হেতু—
সত্যই কি—আমার সৃজন?

[জলমধ্য হইতে—যজুর্ব্বেদের উত্থান]

যজুর্ব্বেদ। মন্ত্র, তন্ত্র, ক্রিয়া যায়—
একে একে—সলিলে মুছিয়া,
যজুর্ব্বেদে—রাখো-দয়াময়।

[জলমধ্য হইতে—অথর্ব্ববেদের উত্থান]

অথর্ব্ববেদ। আয়ু, ধনু, সঞ্জীবনী, মারণ, তাড়ন,
আকর্ষণ, স্তম্ভনাদি বিদ্যা-সমুদয়—
অথর্ব্বের, খর্ব্ব হয় ক্রমে,
এস অবতার!
রাখো—মোরে করিয়া উদ্ধার।

[জলমধ্য হইতে—শাণিত-তরবারী করে
সাগররাজের উত্থান]

সাগররাজ। আরে—দুষ্ট বেদ-চতুষ্টয় !
ছলনায় সিন্ধুগর্ভ-ত্যজি'
যমুনায়—ল'য়েছ আশ্রয় ?
দেখি, কোথা গিয়ে—পাও পরিত্রাণ।
(অসি উত্তোলন)

বেদগণ। অবতার ! অবতার ! !
বেদের-অস্তিত্ব-যায়,
এস-ত্বরা হও-অভ্যুদয়।

সাগররাজ। একি ! বিশুষ্ক-মৎস্যের—
কুৎসিৎ-দুর্গন্ধে, সহসা কি হেতু,
বায়ু হ'ল—কলুষিত হেন ?
ওঃ—হোঃ ! প্রাণ যায়,
ডুব্ দিয়ে—রাখি এবে প্রাণ।
(যমুনা বক্ষে নিমজ্জন)

বেদগণ অতীব—দুর্গন্ধে ব্যাপ্ত চরাচর,
মৎস্য গন্ধে, যোজন বিস্তৃত,
জলে-ডুবে—লভি' পরিত্রাণ।
(সকলের সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জন)

[পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। কাণ্ডারি—কাণ্ডারি—কাণ্ডারি !
ত্বরা-করি তীরে—আন' তরী,
আমি যাত্রী—ও পারের।

ফিরেছে, ফিরেছে—মুখ।

সুন্দর-তরণী, হিল্লোলে নাচিয়া—আসে—

পার-পানে নাচাতে আমায়।

[নৌকা বাহিয়া, মৎস্যগন্ধার রূপ ধরিয়া, গীতকণ্ঠে মায়ানারীর আবির্ভাব]

মায়ানারী—　　　　**গীত**

ভরা যোয়ান-গাঙে আমি সাধের পাটনী।
ঢেউ-ভঙে এই উঠ—পড়ি, নিয়ে ছোট্ট তরণী॥
কড়ি বিনে করি না'ক পার,
চ'ড়বে এস'—সাহস আছে যার,
আড়ির হালে উজান ঠেলে, ভাঙবো জলের ঘুরণী॥
একটু খানি নৌকা দেখে যে,
ভয় পাবে—থাক্ দূরে প'ড়ে সে,
দাঁড় চালানোয় গিন্নীপনা—(আবার) দেখাই হ'য়ে তরুণী॥

(নৌকা সহসা অন্তর্দ্ধান)

[দ্বৈপায়ন-দ্বীপ লক্ষ্যে, পরাশরের তটভূমিতে পুনঃ প্রবেশ।

একি! তরণীতে—তরুণী-কাণ্ডারী?

যাই হোক্, যে রূপেতে—যেই হোক্,

ল'য়ে যাক্ দ্বীপেতে আমায়।

একি! অকস্মাৎ কুৎসিৎ-দুর্গন্ধে—

বায়ু কেন' হ'ল কলুষিত?

তিরস্কারে—প্রাণ ভয়ে "মদন" পালালো,

তাই বুঝি হেন বিপর্য্যয়?

[নৌকার বোটে হাতে করিয়া—মৎস্যগন্ধার প্রবেশ]

মৎস্যগন্ধা। পার হবেক্ কে—বটে গো—?

পরাশর। মরি—মরি! কি—সুন্দর! কুমারী হ'লেও—আগমনোন্মুখ—যৌবনের—আভাষের ছায়ায়, দেহের লাবণ্য উচ্ছলিত! কিন্তু এ অনিন্দ্য-সুন্দর কমনীয়-তনুতে, পদ্মগন্ধের-পরিবর্ত্তে, কদর্য্য ঘৃণার-জনক—মৎস্য গন্ধে—পরিপূর্ণ কেন!

মৎস্যগন্ধা। আমার না' ভেসে যাবেক্, পার'—হবে তো—শীগ্‌গীর—আস্‌বেক্ বটে।

পরাশর। তুমি' পার'—ক'র্‌তে পার্‌বে?

মৎস্যগন্ধা। কড়ি-দিলে কেন—পার্‌বেক্ না—গো।

পরাশর। নৌকা—কা'র?

মৎস্যগন্ধা। আমার—বাবার গো।

পরাশর। তোমার বাবা—কে?

মৎস্যগন্ধা। দাশরাজ—গো।

পরাশর। কণ্ঠে সম্মোহন-তান, যেন শতবীণা, বেণু-রব, এক-সঙ্গে ঝঙ্কার-দিয়ে উঠ্‌ছে।

মৎস্যগন্ধা। এস' দেরী করবেক্-না—বটেক্।

পরাশর। তোমার নাম?

মৎস্যগন্ধা। বাবা—ডাকে—কালী, গন্ধকালী, মা ডাক্ দেয়—"মৎস্যোগন্ধা" ব'লেক্।

পরাশর। হরিণ-চোখের—কাল-তারার—কি! চঞ্চল-কটাক্ষ! আকর্ণ-বিস্তৃত যুগ্মভুরু, এ যে—মদনের-শরাসন।

মৎস্যগন্ধা। আমার—মুখের পানে হাঁ—ক'রে তাকিয়ে ক্যানে—বটেক্?

পরাশর। তুমি—আমায়, পা'র—ক'র্‌তে পা'রবে ? এস' বুকের—কাছে এস'। (ধরিয়া—বক্ষে আকর্ষণ)

মৎস্যগন্ধা। ফস্‌-ক'রে গায়ে-হাত দিলে কেন—বটেক্ ?

পরাশর। আর কারে—ভুলাবে বেদ-প্রসূতি গায়ত্রী।

মৎস্যগন্ধা। এ্যাঁ—এ্যা, এ তুমি কি ব'লছ ? কে তুমি ?

পরাশর। আমি—কে ? নিজের গায়ের—দুর্গন্ধ-দূর হ'ওয়াতে—ও, বুঝতে পা'রছ' না—আমি কে ?

মৎস্যগন্ধা। সত্যি-বটেক্ গো, সে দুরগোন্‌ধো—কুথা গেল' গো, এ-যে, পদ্মফুলের-গন্‌ধো—গো ! দেখ' ! তুমি আমায় এত'-ভালবেসে, যখন গায়ের—দুরগোন্‌ধো-দূর-ক'রলে, আদর ক'রে বুকে—ধ'র্‌লে, তখন আমিও—তোমায় ভালবাস্‌বো ;

পরাশর। গায়ের দুর্গন্ধের—জন্য তোমার মনে, সতত দুঃখ হ'তো, না ?

মৎস্যগন্ধা। হ'তো না ? ঐ আঁষ্টে-গন্‌ধের জন্যে, কোলে—নেওয়া, কাছে-রাখা—দূরের কথা, দূর থেকে সবাই—নাকে কাপড় দিয়ে আমায় 'দূর দূর' ক'রে—তাড়িয়ে দিত'।

পরাশর। বেশ, আমি—তোমায় ভালবাস্‌বো।

মৎস্যগন্ধা। ভালবাস্‌বে ? তবে এস' নৌকায় চল' পা'র করি'।

পরাশর। চল, কিন্তু তরণী চালাতে-পা'রবে না, আপন মনে যথা ইচ্ছা যাবে, না—না, অদূরে ওই দ্বৈপায়ন-দ্বীপে—বেয়ে নি'য়ে চল' যুগ যুগ ধ'রে, অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, সৃষ্টির সহায়িকা ! তোমারি-জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছে। না—না—তরণী বাইতে হবে না, অনন্তের—সন্ধানে, আপন-মনেই যাবে, আর তুমি, আমার কোলে-ব'সে—ভালবাসা নেবে।

মৎস্যগন্ধা। ছি—ছি,! বেটাছেলে তুমি, আমি সেয়না-সম'থো—মেয়ে, কে কোথেকে দেখবেক্, আর ব'লবেক্ কি—গো?

পরাশর—তাইত'—তাইত'! বৈদিক-তপন! এখন' তুমি, আকাশে কিসের-জন্য, কার জন্য—আদিত্য? বেদের ছয়টি-শাখার উপরেও আপন প্রভাব-বিস্তারে সাধ? শেষ ক'রে নাও—শেষ ক'রে নাও—তোমার সন্দেহ তর্ক-পূর্ণ—বৈদিক-যুগের নৈতিক—প্রহেলিকা। হয়—পৃথিবীর অজ্ঞান-আঁধারের ছায়াটা-কে, নিজের বক্ষে টেনে, সেই—অবসরে, পরাশরকে নূতন জ্ঞানালোক-সৃষ্টির অবকাশ দাও, নয়—মাধ্যাকর্ষণের-চেয়েও—কোটীগুণ আকর্ষণী-শক্তি নিয়ে, পরাশর দাঁড়িয়ে—পরশুরামের ধ্বংস-লীলার উপরে; রক্ষা কর', রক্ষা কর' গায়ত্রীর—দেবতা! রক্ষা কর'—দিবাকর! নিজের চির-অটল স্থিতি-টাকে।

(সহসা কুয়াশার আবির্ভাব)

মৎস্যগন্ধা। তাই তো, এ যে—ফস্ ক'রে কুয়াশায় চারদিক—অন্ধকারে ঢেকে ফেল্‌লে—গো! তোমাকেও যে—আর দেখ্‌তে পাচ্ছি—না—গো!

পরাশর। আমার তপোবল, সহসা কুয়াশার সৃষ্টি ক'র্‌লে। সৃষ্টির সূচনা-হ'তে, পুঞ্জীকৃত-অন্ধকারের সমষ্টি, পৃথিবীর বুক থেকে বেদের সেই 'তৎ সবিতুর্বরেণ্য' নিজের বুকে টেনে নিলেন—বেদ-প্রসবিত্রী বিজ্ঞানদায়িনি! তোমার—আমার সঙ্গম—সঙ্গোপনে। আর কেউ দেখতে পাবে না—গাঢ় অন্ধকারে দশদিক সমাচ্ছন্ন, তুমি আমার কথা শুন্‌লে, তোমার সমাগত-যৌবনকে চিরস্থায়ী ক'রবো, মুহূর্ত্তে সর্ব্ববিধ—জ্ঞানে—জ্ঞানবতী ক'রবো, আর তুমি সেই জ্ঞান, পৃথিবীর শিক্ষাকেন্দ্র—এই ভারতবর্ষে—বিতরণ ক'রে, মানবের চরম-পন্থা নির্দ্দেশ ক'র্‌বে।

মৎস্যগন্ধা। এ্যাঁ! এ্যা! এ—তুমি কি ব'লছ ?

পরাশর। চল'—তরণীতে চল'—ঐ দ্বৈপায়ন-দ্বীপে উপস্থিত হ'য়ে, সৃষ্টির রহস্য-উদ্ধার করিগে।

মৎস্যগন্ধা। এ্যা! তোমায় ছুঁয়ে, কেমনাসব—যেন, গোলমাল হ'য়ে—যাচ্ছে, এত' আনন্দ হ'চ্ছে কেন ?

পরাশর। সৃষ্টির আঁধার, পদ্মগন্ধা! পরাশরের নির্জীব, নির্লিপ্ত বেদকে, ভারতবর্ষে চির-সঞ্জীবিত রাখ'—চির-সঞ্জীবিত রাখ'।

[মৎস্যগন্ধাকে—আলিঙ্গন মধ্যে লইয়া, পরাশরের প্রস্থান।

[নৃত্য গীতসহ—তরঙ্গবালাগণের আবির্ভাব]

তরঙ্গবালাগণ— **গীত।**

বিদঘুটে—ঘুট্ ঘুটে আঁধার, ঢাক্‌লো দশদিশি।
পদ্মগন্ধে অন্ধ জগত, সকাল বেলায়—নিশি॥
কোথা গেল' গন্ধ আষ্টে,
জলে স্থলে আষ্টে পৃষ্ঠে,
মৃদুল কমল গন্ধ ছুটে, সদ্য ফুটায় মুখের হাসি॥
দেখ্ দেখ্ দেখ, নৌকা বেচাল.
ছুঁড়ী বুঝি ছেড়েছে হাল,
এই ডোবে—এই ওঠে তরী, কাটিয়ে জলের রাশি॥

(অন্তর্দ্ধান)

[জলমধ্য হইতে সাগররাজসহ চতুর্ব্বেদের]
পুনরাবির্ভাব]

সকলে। নারায়ণ! নারায়ণ! একি ব্যভিচার ?
চতুর্ব্বেদ-শিরোপরি,

কুমারীর এ যৌন-মিলনে,
পৃথিবীর অস্তিত্ব, আর—
কতক্ষণ রবে—দয়াময় ?

[দৈববাণীর আবির্ভাব]

দৈববাণী। নাহি ভয়—বেদ-চতুষ্টয় !
নারায়ণ—ব্যাসরূপে জন্মিলেন—
দ্বৈপায়নে, উদ্ধারে সবার।

দৈববাণী— **গীত।**

দখিণ হাওয়ার পরশ পাওয়া—
দোদুল-চোতের উঠ্‌তি বেলা।
আবেগ আনে জড়ের প্রাণে,
যৌন-কামের মৌন-লীলা॥
বেদোদ্ধারে অবতারে,
সরিয়ে দিয়ে কুয়াশারে,
যুগে যুগে এমনি ভাবে—
ব্যাসরূপেতে হরির লীলা।
"তত্ত্ব মসির" মৃদুল-হাসি,
জ্ঞান পুলকে উঠ্‌বে ভাসি,
ব্যাসরূপেতে এই ভাবেতে,
যুগে যুগে হরির লীলা॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দাশরাজের বহির্ব্বাটী।

[নৃত্য-গীতরতা জেলেনীগণ]

জেলেনীগণ— গীত।

ছি ছি লো অবাক্ কাণ্ড রূপ-কথার চেয়ে।
পার ক'রতে—পার হ'ল সে আইবুড়ো মেয়ে॥
যেমনি বিয়ে অমনি সদ্য—হ'ল ছেলের মা,
ধরম করম কিছুই রইল না,
(আবার) ঘোর কুয়াশা চাপলো খাসা,
সহায় তাদের হ'য়ে॥
পলে পলে বেড়ে ছেলে—হ'ল নাকি ধেড়ে,
সবা র সেরা পণ্ডিত লো—লম্বা চওড়া দেড়ে,
প্রণাম ঠুকে চললো রুকে,
সাধন ভজন নিয়ে।
আশীষ—থাকবে পদ্মগন্ধা চির যুবতী,
আমরা বাঁচি—পেলে এমন কল্পতরু পতি,
ডুব দিলেই সাফ্—থাক্‌বেনা পাপ,
দেখনা চেয়ে চেয়ে॥

[প্রস্থান।

[দাশরজ, মধু ও বিধুর প্রবেশ]

দাশরাজ। বলিস্ কি? এ যে তাজ্জব-ব্যাপার!

মধু। আর ব'লবো কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু, ছেলে—প্যাট—

থেকে প'ড়েই—দেখতে দেখতে, ইয়া লম্বা দাড়ী—জটাওয়ালা ভারিখ্যে মুনি।

দাশরাজ। তারপর—তারপর ?

মধু। তারপর, গোন্ধকালীর পায়ে—নমস্কার ঠুকে, কইল—'মা! যখনি স্মরণ ক'রবেক্—তখনি আস্‌বেক্।' বস্‌, দেখতে—দেখতে উধাও।

দাশরাজ। পরাশর ঠাউর ?

মধু। গায়ে হাত বুলিয়ে—'ভয় নাই চির-যুবতী হ'য়ে থাক্‌বেক, বেটা দিগ্‌জ-পণ্ডিত হোবেক্, আঁষ্টে গন্ধ গিয়ে—পদ্মগন্ধে যোজন মাতাবেক্"—ব'লে—দে ছুট্।

দাশরাজ। ধর'তে পা'রলি নে—মেধো ?

মধু। ছই—ছাখ' ব'লে তখন আমরাও—সবে খ্যাপলা ফেলেছি—

বিধু। ধ'রতে পারতুম—রেজা! তবে কিনা—ঠাউর মুশাই—পুরোহিত—

দাশরাজ। আরে—দূর তোর পুরোহিত, পুরীর খুব হিতটা—ক'রলে বটেক। হায়—হায়—হায়। হামার উচু-মাথা হেঁট করিয়ে দিলেক, সমাজে মুখ দেখাবো কি করে—রে মেধ্যে। যা, চারদিকে লেঠেল-জুয়ানদের ছুটতে বল,—শালার-পুরোহিত কে—ধ'রে হাজির করুক।

মধু। এজ্ঞে। তা—আপনি যখন অবজ্ঞা—করচ' তখন তো আর' না—ক'রতে পারি না- তবে একট কথা—

দাশরাজ। কি ?

মধু। ঠাউরকে—ঝেমন করিয়ে হোক, ধরিয়ে—আনা করাচ্ছি, কিন্তু—কিছু বলোনি।

দাশরাজ। কী—বললি বটেক? আমার সর্ব্বনাশ করলেক, আর কিছু বলবো না—বটেক?

মধু। না। তোমার দ্বারা হলেন না—আর হবেনও না, কেন—না, ঐ ঠাউরই—ব'লেছেক, আমরা 'ধীম তাম বর'—কাযের লই, নামেরই বর। জেলেরাণী—আঁটকুড়ী আছেন, চুপি, চুপি—ঠাউরের—সাথে—লৌকোয় পেঠিয়ে দাও না, ফাঁকতালে, হাতে—হাতে বংশ—রইক্ষেটা—করিয়ে লাও না।

দাশরাজ।—আরে—মূর্খ! বলিস, কি!

বিধু। এত' বড় মুরুখ্যুর—আর জোড়া আছেক রেজা? এই ঝে আমার যইন্যে এত' ক'রছেক্, মাদুলী খরচা ক'রচেক্ মাকাল গাছের ডালে, কাঁড়ি—কাঁড়ি ইট ঝুলুছেক—কৈ পারলেক? অত' ক'রে কইলুম, ঠাউরের কাছে, হামায় যেতে দিলেক না, ঢংক'রে খ্যাপ্লা ফেলাতে লাগলেক।

দাশরাজ। যা, চারদিকে ছোট্—সব! যেখান থেকে, ঝেমন—করে পারিস, পুরুত-সম্মন্দীকে লিয়ে আয়। ওরে—রে—রে! না—না, দাঁড়া, দাঁড়া, হাঁড়ী—না ফেলে, কুকুরে-ঠেঙিয়ে লাভ নেই। যা বিধুমুখী—তুই যা, মৎস্যগন্ধাকে লিয়ে আয়—চুলের ঝুটি-ধইরে লিয়ে আয়, বিধুমুখি·আঁশবটী লিয়ে আয়—টুক্রো টুকরো ক'রে কাটবেক্।

বিধু। আনতে হবেক্ নি—গো, আপনিই আসতিছেন।

দাশরাজ।—তাইতো বটেক, এঃ! বেটী আসছেন যেন—

[মৎস্যগন্ধার প্রবেশ]

ভাদর মাসের—গাঙ থেকে ওটা-হাঁসের মতন, নদর—গদর ক'রতে ক'রতে। হ্যাঁ রে! এই—বেটি! আইবুড়ো কুমারী তুই, কি শুনছি? সব সত্যি?

মৎস্যগন্ধা। সত্য, সত্য পিতা,
দিবাকর—সম সত্য।
সত্য যথা—তুমি—আমি—
এখানে যেমন।

দাশরাজ। আরে—এ মেদো! এযে দেখছি—জীবে খই-ফুট্‌ছে—বটেক্। কি সত্যি?—বল, বল বেটী, কি সত্যি—

মৎস্যগন্ধা। শুনেছ' যা—দশ-মুখে—

দাশরাজ। আরে—শুরুদ্ধ্ ভাষা রাখ, বিধুমুখী! বেটী পণ্ডিতের গব্বধারিণী হ'ইছেন—পণ্ডিতি ক'রছেন হামার—সামনে বটেক। কি—সত্যি বল, কুয়াশা সত্যি?—

মৎস্যগন্ধা। আশ্চর্য্য ঘটনা,
অদ্ভুত—সে তপোবল!
প্রোজ্জ্বল তপন, নিমেষে
লুকালে মুখ—কুয়াশা-আঁধারে।

দাশরাজ। বাহবা রে বাহবা। তারপর পুরুত-শালা—সত্যি?

মৎস্যগন্ধা। নহে মাত্র ব্যষ্টির, পুরীর হিতে;
তাপস স্পর্শিল—মোরে—
সমষ্টি—জগত হিতে,
বিশ্বপ্রেমী তপোধন।

দাশরাজ। বিধুমুখি! বটী এই যে—পেরেম অবধি শিখিয়েছে। হায়রে কাল! সারা রাত, জলে মাছ ধরিয়ে, সকাল বেলা, দণ্ড দুই জীরেন-নিতে, ঘরকে আলাম, লা—দেখতে রেখে আলাম তুহাকে, কইলাম—বেশী দুর ঝাবি নি—বটেক, পারের যাত্রী আইলে—পার করবি, আর বেটি! পার করতে গিয়ে, নিজেই পার হয়েছিস্? রাখ্ এইখানে

মাথা, বিধুমুখি ! বঁটী—রাখ, মাথা কচু কাটা করবো, বল—ছেলে সত্যি, দাড়ী সত্যি, দেখতে দেখতে—দিগ্‌জ পণ্ডিত—সব সত্যি ?

মৎস্যগন্ধা। কতবার—কহিব জনক !
সত্য, সত্য, সব সত্য,
শুনেছ যা—প্রভাত-রটনা।

দাশরাজ। আইবুড়ো মেয়ে—কুমারী, ছি-ছি, ধরমো খোয়ালি ! আমার আদরের ধন, বুকের মাণিক, এক ঘটী জল দেবার—ও ক্ষ্যামত রেখে, ঘরকে ফিরলি নি ?

মৎস্যগন্ধা। কেন দ্বিধা—পিতা ?
সত্য তরে, কন্যা তব
দেছে আত্মদান।
শুন—অবিকল সমাচার,
শুনেছি যা মুনি-প্রমুখাৎ,—
যমুনার বুকে, তরণী উপরে,
বেদনিধি-পরাশর সনে—
হ'ল মিলন আমার।
যম হ'তে—যমুনা উৎপন্না,
অতিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ করণ,
যম শব্দে জানিও জনক,
অতএব ভেবে দেখ',—
যমুনার বুকে—দ্বৈপায়নে,—
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ-দ্বীপের—
উপর—আশ্রয় স্থানেতে,

বেদরূপিণী মাতৃগর্ভে,
বেদনিধি-পরাশর পবিত্র-ঔরসে,
হ'ল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের—জনম।

[গীতকণ্ঠে দৈববাণীর প্রবেশ

দৈববাণী— গীত

কতবার আসিয়াছে, কত খেলা খেলিয়াছে,
কতবার চ'লে গেছে, কাঁদিয়ে কাঁদায়ে ॥
মায়ামোহ স্নেহ ঘোরে, চিনে নাও চেন' নারে,
তুমি আমি ছিনু কত'—আচ্ছন্ন হইয়া ॥
নারীরূপে জনমিয়া, জনম দানিয়া,
সৃজন পালন সহায় সাধিয়া—
কভু আগে কভু পাছে—যাতায়াত করিয়া,
প্রথম জলধি হ'তে জগত তুলিয়ে—
চির পূজ্যা পূজারিণী পূজার জননী,
সঙ্গিনী রমণী, প্রেম কাঙালিনী,
কভু জায়া, কভু সুতা, ভগিনী বা গুরু-মাতা,
কভু বা মুকতি দাতা, গরভে—ধরিয়ে ॥
কেন দ্বিধা—দাশরাজ ?
বেদমাতা—পালিতা তনয়া তব,
চির-সাধ্বী জানিও সতত,
জগতের হিতে—
প্রসবিত্রী—হইল কুমারী।

(অন্তর্দ্ধান)

দাশরাজ।—আরে—বাপরে! দৈববাণী হ'ল'রে! ক্ষমা কর্ মা—ক্ষমা কর।

মৎস্যগন্ধা। ক্ষমা কর' তুমি—পিতা মোরে।
মুনির কৃপায়, তপোবল
কিছু-অংশ আয়ত্ব আমাতে।
সেই বলে—কহি দাশরাজ!
আজি হ'তে মোহ-ঘোর হয়ে অপসৃত,
পূর্ব্বজন্ম—আসিবে স্মরণে।
নীতি-বাদী, সত্য শুদ্ধ-জ্ঞানী—
দশের-বরেণ্য হ'য়ে,
নিত্য নব—সুকীর্ত্তিতে,
প্রাতঃস্মরণীয়—হইবে ভারতে।

দাশরাজ। একি! একি!—
বিচঞ্চল মস্তিষ্ক—কি হেতু?
প্রাণে কেন'—নূতন আবেগ?
মনে কেন'—নব-জাগরণ?
কে আমি? কোথায় আমি—
কাহার সম্মুখে আমি?

মৎস্যগন্ধা। সরস্বতী—অধিষ্ঠিতা—
কণ্ঠে তব—পিতা!
আমি বেদমাতা গায়ত্রী—জননী,
কার্য্য হেতু—মানবী লীলায়;
তুমি সারস্বত;
গায়ত্রীর মন্ত্রের—দেবতা,
সৃষ্টির সহায় কল্পে,
অবতার ধীবরের-গৃহে।

[পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। আর একদিন এসেছিলে—এইরূপে,
যবে মৎস্যরূপে—নারায়ণ বেদের-উদ্ধারে ;
পুনরায় আগমন তব—
সামান্য দানব রূপে,
ভৃগুমুনি কুটীর দুয়ারে—
যবে বামনে—বলীতে,
হ'ল' ভক্তি পরিচয়।
দেশ, জাতি, সমাজ রক্ষণে,
অসবর্ণা-সম্মেলনে, নাই দোষ—
পারাশরী-স্মৃতির বিধানে।
সৃষ্টির সহায়ে, যুগে যুগে,
জননী—রমণী কভু, রমণী—জননী।
এই মৎস্যগন্ধা, নহেক সামান্যা,
বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুর-গৃহিণী,
ত্রিদিবে—ত্রিদিব-লক্ষ্মী,
মর্ত্তেতে—পূজার গৃহে, গৃহে,
গৃহলক্ষ্মী রূপা, ল'য়ে যাও—
প্রাণের-স্পন্দনে, সাদরে—গৃহেতে তব।
ভবিষ্যে—কুমারী হবে—ভারত পূজিতা।
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী,
সত্য হবে, ধন্য হবে—মেদিনী মঙ্গলে!

দাশরাজ। আয়—মা গো গৃহলক্ষ্মী,
শ্রেষ্ঠবর্ণ প্রাণের স্পন্দন!

ভারত আরাধ্যা দেবী,
শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী,
সত্য হোক্, ধন্য হোক, মেদিনী মঙ্গলে।

(আশীষ-সূচক ভাবে পরাশর এবং করযোড়ে—
দাশরাজের অগ্রগমন এবং মৎস্যগন্ধার
উহাদের অনুসরণ।)

মধু বিধু—　　　　**গীত।**

মধু।—দেবতার লীলা-তত্ত্ব কিছু বুঝলি কি লো মাগী,
তবে অমন ক'রে তাকিয়ে কেন' আছিস হাবা নেকী।
বিধু।—কায নেইকো বুঝে লীলা, পাপ কেবল মানুষের বেলা,
ওমা একটা প্রাণ—দুটো লোকে দেব' বলে কি॥
মধু।—দেহের মিলন কিছুই নয়, যদি মন দুটো—না এক হয়
এই তো কয় বিধান-বিদ্, তত্ত্ব বিশেষ রাখি॥
বিধু।—ভাসান দিয়ে সে বিধানে (বাঁশীতে রাগিণী)
থাকবো ধ'রে পুরাতনে
একের বেশী ভাতার—ছি ছি,
মুখটা কোথায় ঢাকি॥

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মায়াকানন।

[শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। কৈ ধরা ! কোথা বসুন্ধরা ?
বরাবর ছায়া-মূর্ত্তি ধরি'
আগে-ভাগে পথ প্রদর্শিকা—
রূপে আসি, সহসা মিশালে—
কেন' বাতাসের বুকে ?
সাধনা ভাঙালে, আবার
ফিরালে যদি সংসারের পথে,
দেখাইয়া দাও ত্বরা—
কোন্ পথে—আনন্দ-দুলাল—
কুরুকুল বংশের প্রদীপ ?
কোথা মোর দ্বিতীয় হৃদয়—
চেতন-সলিলা জাহ্নবী-প্রেয়সী ?
কোথা—কোথা মোর অষ্টম তনয়,
কোথা হস্তিনার রাজবংশধর ?

[কপিঞ্জলের প্রবেশ]

কপিঞ্জল। কোথা রাজবংশধর—রাজা ?

শান্তনু। নহি রাজা। দেখিছ না—
তপস্বীর সকল লক্ষণ,

তবে কি কারণে,
রাজা—নামে কর' সম্বোধন ?

কপিঞ্জল। ভস্মে ঢাকা অগ্নি, কভু
অজানিত নাহি থাকে—
যাজ্ঞিক সমীপে।
কোথা—সখা! রাজপুত্র ?
রাজরাণী কোন্—দেশে আজি ?

শান্তনু। কেও—কপিঞ্জল ? ব্রাহ্মণ!
একি অদ্ভুত-পরিবর্ত্তন তোমার ?

কপিঞ্জল। গঙ্গা স্নানে—গঙ্গা পুত্র সনে—
অবসান মুদ্রা দোষ 'বাহবা' বাচিক,
অবসান সংসারী-জীবন।

শান্তনু। কয় বর্ষ—এ ভাবে ভ্রমিছ ?

কপিঞ্জল। যতদিন তোমরা পথেতে।

শান্তনু। পেয়েছ কি—কোন' নিদর্শন ?
বল'—বল', নীরব কি হেতু ?

কপিঞ্জল। নিদর্শন লভিলে কি—
ভ্রমি পথে, পথে—হেন ভাবে রাজা ?
শূন্য সিংহাসনে—বসায়ে বালকে,
নিজে আমি কুরুরাজা—
পালিতাম বীর।

শান্তনু। পাও নাই সন্ধান তাহার ?

কপিঞ্জল। গিরি শিরে, খনির তিমির গর্ভে,
সাগর, নদীর বুকে,

বনানীর অগম্য-প্রদেশে,
হেন স্থান নাহি ধরা'পরে,
ভ্রমি নাই—যেথা আমি—
শিশুর সন্ধানে, কিন্তু—

শান্তনু। তবে কি—কৃতান্ত অকালে—
হরিল মোর একমাত্র-সুতে ?
স্পর্শে রোগ-মুক্ত হয়,
তাই "শান্তনু" আমারে কয়,
মোর পুত্রে—শমনে হরিল !

কপিঞ্জল। দুর্দ্দান্ত—কৃতান্ত গতি,
পরাশর করিয়াছে রোধ,
যায় নাই যমদ্বারে শিশু।

শান্তনু। তবে সুনিশ্চয় আছে ধরাপরে।
সখা ! নাহি ভয় আর,
প্রহেলিকা মাঝে—খেলে শান্তনু-নন্দন।

কপিঞ্জল। শিশু যাক্, ফিরে এস'—
রাজ্য মাঝে পুনঃ,
দেখে যাও—রামরাজ্য—
কি দশায় আজি !
নাহি আর সে শ্রী-সম্পদ,
অশান্তি আগার,
পাপের-সাম্রাজ্য এবে—হস্তিনা তোমার।

শান্তনু। হস্তিনা আমার নয়।
কণা—কণা প্রেম মৃত্তিকার দানে,

সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠনে,
জলধির অন্ধকার বক্ষ হ'তে,
তুলেছিল সুরধুনী—হস্তিনা নগরী,
তার সনে, সব অবসান।
গঙ্গা নিজে গ'ড়েছে হস্তিনা
গঙ্গা পুনঃ ভেঙে চ'লে গেছে—
পর-পারে, সাম্রাজ্য গঠনে—নব,—
গঙ্গা পুত্রে করি' অধীশ্বর।

কপিঞ্জল। কেবা গঙ্গা—রাজ্যেশ্বর! তোমার নিকট?

শান্তনু। গঙ্গাদেবী—পতিত-পাবনী—

কপিঞ্জল। সে গঙ্গা কি—কভু মিলে,
মানব-শান্তনু সনে—
সিন্ধু-প্রেম হ'য়ে বিস্মরণ?
"দেবী" কভু—পুত্রহন্ত্রী হয়?
এসেছিল রাক্ষসী—নিশ্চয়,
মায়াবিনীবেশে, শান্তনুর—
'অতি যত্নে গ'ড়ে তোলা, দেব সম চরিত্র' দূষণে।

শান্তনু। অপবাদ দিও না—গঙ্গার নামে।
সে—নাই, স্মৃতি-সৌধ, সেই ভাবে—
উচ্চ-শিরে বিরাজিছে মন-রাজ্যে মোর।

কপিঞ্জল। হায়—কামুক-লম্পট!
পুত্র-স্নেহ হ'তে, বণিতার-প্রেম
হ'ল—আদরের তব? বাৎসল্য—
ভাসিল—পঙ্কিল-কামের স্রোতে?

শান্তনু। আরে রে—ব্রাহ্মণ!
গঙ্গা-নাম—গঙ্গা-কথা,
পাপমুখে আন' যদি পুনঃ,
দ্বিজ বলি—না রাখিব মান।

কপিঞ্জল। তাই বলি—শতবার,
রূপজ, কামজ—মোহে,
পাশব-হৃদয়ে হারায়েছ—
জ্ঞানের নয়ন। গঙ্গা মোহে,
সুদীর্ঘ-বরষ অষ্ট,
অবিরাম বিলাসে ডুবিয়ে,
নিজে ম'জে, সাথে—সাথে মজায়েছ—
সাম্রাজ্যের—নিরীহ প্রজার দলে।
গঙ্গা লভি' আত্ম ভুলেছিলে,
গঙ্গা-হারা—ততোধিক হেয়,
ভণ্ড-তপস্বীর বেশে—
বনে বনে, কর' বিচরণ ;—
এই কি—মানব জন্ম ?
মনুষ্যত্ব ? মানব কর্ত্তব্য,
পালনীয়—একমাত্র ? শিশু পুত্র কোথা,
সন্তান অধিক প্রজা-ভাগ্য, কত বিপর্য্যয়ে,
সে সবার, না ল'য়ে—সন্ধান,
জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ সম
অতীত কামের-স্বপ্নে নিয়ত বিভোর ?

শান্তনু। রে ব্রাহ্মণ! কি বুঝিবি,

প্রাণ—কোথা তোর ?
অকৃতদার, নিঃসঙ্গ জীবন,
প্রকৃতি-মিলন বিনা,
হৃদি, মন—পশুর সমান।

কপিঞ্জল। প্রাণ-বিনিময় হয় যদি—পরিণয়,
তবে পরিণীত আমি, কিন্তু
তব সম, একজনে—দিই নাই প্রাণ,
সব হারা হ'য়ে, পরাণ-নিঙাড়ি,
একধারে—ঢালিনি প্রণয়।
প্রেম দিছি—সারা-বিশ্ব-মাঝে।
অর্দ্ধাঙ্গিনী—প্রকৃতি-আমার।
মানবী-পত্নীর আছে ধ্বংস—একদিন,
কিন্তু মোর এই—প্রকৃতি-প্রিয়ার,
নাহি ধ্বংস কভু ; রূপ—তার
নিত্য নব আনন্দ-দায়িনী,
প্রেম—তার নিষ্কাম, অনন্ত ;
কামজ, রূপজ-মোহ,
ওতঃ-প্রোত রহিলেও, নাহি—
উন্মাদনা-আকর্ষনী তা'য়,
না ভুলায়—কর্ত্তব্য-ধরম,
না মজায়—মনুষ্যত্ব, গঙ্গার মতন।

শান্তনু। পুনঃ—গঙ্গা নামে, উপমায়—দাও অপবাদ ?
রে ব্রাহ্মণ ! স্মর ইষ্টে—অন্তিম-উদয় তব।

কপিঞ্জল। এতক্ষণে সন্ন্যাসীর—ভণ্ড-আবরণ ভেদি—

স্বরূপ বিকাশ।
আর কেন' অসত্যের—পথে ?
এস' ফিরে—পুনঃ হস্তিনায়,
ভুলে যাও কামজ-প্রণয়,
অন্বেষণ করি এস'—আত্মজে-তোমার।

শান্তনু। ওই কথা কহ—বার বার ?
শুনিব নূতন করি' যতবার—
উচ্চারিবে আত্মজের নাম।
সে কি—আর দিবে দেখা ?
তারে যদি পাই,
পারি ভুলিতে—গঙ্গায়।
পারি—শাসিতে-সাম্রাজ্য পুনঃ।
পারি—পারি বন্ধু!
অসাধারণ-প্রতিষ্ঠায়, আবার ভারতে,
স্বর্গ—হ'তে গৌরবের স্থানে—ল'য়ে যেতে।

কপিঞ্জল। তাই কর' চন্দ্রবংশ—ধর!
বিপুল—এ কুরুকুল,
অঙ্কুরেতে—ক'রো না বিনাশ।
"কুরুরাজ," নিবিড়-বনানী কাটি'
দূর—দূরান্তর, দেশ, দেশান্তর—হ'তে—
আনিয়া প্রজায়, নব-আদর্শের-
উপনিবেশ—করিয়া স্থাপন,
ক'রেছিল প্রতিষ্ঠা যতনে।
সুবিশাল মরুক্ষেত্রে,

নিজ-করে—হল চষি',
উর্ব্বরতা শক্তি আনি'
অন্ন-বস্ত্রে রাখিল প্রজায়,
সেই বংশ, হেন ভাবে—ক'রো না বিলোপ।

শান্তনু। কিন্তু সেই—সদ্যোজাত-শিশু,
এবে পরিপূর্ণ—কৌমার্য্যের মুখে।
কেমনে চিনিব তারে?

কপিঞ্জল। পিতৃপাশে, পুত্র রবে—
কতক্ষণ অজানা—রাজন?

শান্তনু। তবে চল' হস্তিনার পথে।
গঙ্গা-স্মৃতি ফেলিনু হেথায়।
কোথা পুত্র—মোর জীবন-স্পন্দন?
কোন্ অপরীচিত-আকাশের তলে,
অজানা—মাটীর প'রে, নিজ ভাগ্য—
ক'রেছ নির্ভর—ওরে—বংশের দুলাল!
ব'লে দাও—বন্ধু! মিত্র!
পরিচিত কিংবা অজানিত,
যেখানে—যে আছ', জান' যদি
ব'লে দাও—কোথা শান্তনু-নন্দন?
ব'লে দাও—পশু, পাখী,
ব'লে দাও—নীরব মেদিনী,
কথা কও—প্রকৃতি-সুন্দরী,
কোথা—কোন্ পথে খেলে—
সেই—দেবতার-দান?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তাল তমালরাজি শোভিত—গঙ্গার বেলা ভূমি।

[একটি বাণ, দূর হইতে আসিয়া—সপ্ততাল ভেদ করিয়া ভূমিতে পড়িল, সেই মুহূর্ত্তে—দ্রুতপদে, উদ্যত—শরাসন হস্তে দেবব্রত ও তৎপশ্চাৎ পরশুরাম আসিয়া, উপস্থিত হইলেন]

দেবব্রত। দেখ' গুরু, সপ্ততাল—
ভেদি'—বাণ পতিত হেথায়—
জননীর সৈকত-অঞ্চলে।

পরশুরাম। অতীব সন্তুষ্ট আমি—হেরি নিপুণতা।
ধন্য আমি—যোগ্য-পাত্রে—
গুহ্য-মন্ত্র—করি সম্প্রদান!
পরশুরামের—অতি উপযুক্ত—
শিষ্য তুই—গঙ্গার-নন্দন!

দেবব্রত। সকলি ত' তোমার কৃপায়।
হৃদয়—নিঙাড়ি ভক্তি-মন্দাকিনী—
ঢালিয়াছি—ওই রাঙা পায়;
তব মন্ত্রে অসাধ্য কিছুই নাহি,
মানি দেব!

পরশুরাম। ভাল! দাও পুনঃ—পরীক্ষা সুধীর!
কোনও রিপু, কোনও কালে,

হানে যদি—বরুণ-আয়ুধ,
কোন্ বাণে—নিবারিবে তাহা ?

দেবব্রত। তব-মন্ত্র স্মরি, অগ্নিবাণে—
শোষিব বারিধি—হ'লে প্রয়োজন।

পরশুরাম। ভাল, দেখি কতদূর—অনুশীলন তোমার।
রোধ কর' গঙ্গার—অদম্য-গতি।

দেবব্রত। কোথা অগ্নি বাণ ?

পরশুরাম। বাণ-পূর্ণ তূণ—এই ফেলিনু সম্মুখে। [তদ্বৎ]
চিনে লহ—ক্ষত্রিয় কুমার !
কোন্ বাণ—কিবা নাম ধরে ?

(তূণ মধ্যে বাণ অন্বেষণের পর)

দেবব্রত। কৈ—কোথা ?
খুঁজিয়া না পাই দেব !

পরশুরাম। অবশ্য পাইবে। একে—একে,
তুলে ধর'—সম্মুখে আমার।

(দেবব্রত—একটী বাণ, তূণ হইতে তুলিয়া, সম্মুখে ধরিলেন)

কিবা নাম ধরে—ঐ বাণ ?

দেবব্রত। এ তো—অস্ত্র "পাশুপত।"

পরশুরাম। যথার্থ ব'লেছ। ধর' অন্য।

(দেবব্রতের দ্বারা—দ্বিতীয় বাণ উত্তোলন)

দেবব্রত। এ তো "নাগপাশ।"

পরশুরাম। অতীব সুন্দর, তৃতীয় শায়ক ?

(দেবব্রতের দ্বারা তৃতীয় শায়ক উত্তোলন)

দেবব্রত। পরে পরে—ঠিক বিপরীত,

"গরুড়াস্ত্র" দেব !

নাগপাশ—মুক্ত-হয় যাহে ।

পরশুরাম । সাধু—সাধু ! চতুর্থ শায়ক ?

(দেবব্রতের—অপর একটী বাণ—উত্তোলন)

দেবব্রত । একি—একি গুরু ! এ বাণের—

নাম, মন্ত্র—দূর কথা,

দাও নাই পরিচয়—এতাবৎ কাল ?

পরশুরাম । ক্রমে—ক্রমে, ধীরে—ধীরে—হবে পরীচিত

দেখ', অপূর্ব্ব—বাণের গঠন ।

(দেবব্রতের—উত্তমরূপে বাণটি নিরীক্ষণ)

দেবব্রত । অর্দ্ধচন্দ্র ফলা,—

শশিকলা—হর-ভালে যেন,

রাম-ধনু রঙ—চিকণ, মসৃণে—

মনে হয়, বিনা মেঘে চপলা-চমকে !

কিবা—নাম, কিবা গুণ—

ধরে—এ শায়ক, দেব !

পরশুরাম । "একাঘ্নী"—নামক বাণ,

ইহার দ্বিতীয় নাই—চৌদ্দ ভুবনেতে ।

বহু সাধনায়, বিশ্বকর্ম্মা,

একবার মাত্র—গ'ড়েছে এ বাণ ।

দেবাসুর রণে—হ'লে প্রয়োজন,

না পারিল—না পারিল দ্বিতীয় গঠিতে ।

অব্যর্থ সন্ধানী,

স্পর্শ-মাত্রে—অরাতি নাশিবে,

ছুটিবে যখন—মেদিনী কাঁপিবে,
আশে-পাশে, মূর্চ্ছা যাবে সবে,
আঁধারেতে—লুকাইবে মুখ!
মহা রিপু বিনিপাত,—
অথবা গাঙ্গেয়! জীবন-মরণ সম
ভয়ঙ্কর কালে, অনন্য-শরণ-প্রয়োজন বিনা,
এ বাণের—ক'রো না চালনা।

(বাণটি—শিরে স্পর্শ করিয়া, নিজ তূণে রাখিতে রাখিতে)

দেবব্রত   রেখে দিনু—অতি—যত্নে—
তূণ-পরে দেব!

(পরশুরামের পদধূলি গ্রহণ)

পরশুরাম।   ধর অন্য।

(দেবব্রতের দ্বারা—অপর একটী বাণ উত্তোলন)

কিবা নাম ধরে—ঐ বাণ?

দেবব্রত।   পরীচিত যেন—কিন্তু,
নাম—এবে, মনে তো—আসে না।

পরশুরাম।   বার—বার কর' নিরীক্ষণ,

(দেবব্রতের তথাকরণ)

[অদূরে—কপিঞ্জল সহ শান্তনুর প্রবেশ]

কপিঞ্জল।   কি সুন্দর—দেখ মহারাজ!
শৈশবে—শান্তনু-যেন—শর পরীক্ষায়।

শান্তনু।   মরি—মরি! কি সুন্দর—
অনুপম-কান্তি মনোরম!

ঢল ঢল অঙ্গের—লাবণ্যে,
বাল-সূর্য্য কিরণ বিকাশে,
সদ্যোদ্ধৃত গলিত-নবনী সম,
বিন্দু বিন্দু— ঘর্ম্ম শোভে ভালে—
পদ্মপত্রে—নীহারের-বিন্দু যেন—অপূর্ব্ব সুন্দর !
কেবা মুনি ? কার পুত্র ?
কি হেতু হেথায় ?
কে তুমি কুমার ?

দেবব্রত। আঃ ! শিখ নাই—শিষ্টতা, সভ্যতা ?
হেরিতেছ, গুরু-পাশে পরীক্ষা দানিতে
একাগ্র-চিত্তেতে ব্যস্ত—বাছিতে শায়ক,
কেন দাও বাধা ?

কপিঞ্জল। সুনিশ্চয় সিংহের-শাবক, রাজা।
নহে—এত’-তেজ কা’র ?

পরশুরাম কি হেতু—বিলম্ব বৎস !
কহ, কিবা নাম ধ’রে ওই—বাণ ?

দেবব্রত। হেরি নাই কভু—আগে দেব !

পরশুরাম। জানিয়াছ, শুনিয়াছ পরিচয়,
বিদিত—ক্ষমতা কত,

দেবব্রত কি নাম ইহার—গুরু ?

পরশুরাম। ওই তব—অগ্নি বা-ণ !

দেবব্রত। (বিস্ময়ে) এ্যাঁ ! এ—ই অগ্নি বা—ণ ?

শান্তনু। এত স্থৈর্য্য, এত ধী, কাহার—
এ স্বল্প বয়সে ? বল,

বল—শিশু ! কেবা তুই ?

দেবব্রত।　দূর হও—অসভ্য-তাপস !
সভ্যতার লেশমাত্র—
শিখ' নাই কভু ?
শিক্ষা-কালে কেন' দাও বাধা ?
এঁ্যা ! এই অগ্নি বা—ণ !
অদ্ভূত আকৃতি, ফণা—গোলাকার,
বিষ্ণু-করে সুদর্শন—যেন,
রক্ত-আভা—নবোদিত-অরুণ সমান—

পরশুরাম।　সুনিশ্চয়, নাহি জান'—চালনা ইহার ?

দেবব্রত।　জানি, শুনেছি যা—শ্রীমুখে-তোমার।
তবে মনে হয়, ব্যর্থ কভু—
নাহি হবে—হ'লে হস্তচ্যুত—
আশীষে তোমার—

পরশুরাম।　ভাল, দেহ পরিচয়,
শুষ্ক-কর' জাহ্নবীরে—পরীক্ষার ছলে।

দেবব্রত।　যাও, যাও—অগ্নিবাণ !
অস্ত্র-গুরু শ্রীপদ—পরশি'
বিদ্ধ-কর' মহাগুরু-জননীর চরণ পঙ্কজ।

(পরশুরামের পদে বাণ স্পর্শান্তে, গঙ্গা-বক্ষে সন্ধান)

শান্তনু।　এঁ্যা ! তবে তুই—গঙ্গার-নন্দন ?

(দেবব্রতকে—বক্ষে আলিঙ্গন)

দেবব্রত।　আঃ ! ছেড়ে দাও—

পরশুরাম।　সাবাস, সাবাস্—গাঙ্গেয় !

ধন্য তব সায়ক-সন্ধান !
হের—শুষ্ক ভাগীরথী—
মহা-মরুভূমি সম ।

দেবব্রত । আঃ ! ছেড়ে দাও—একি অসভ্যতা ?
ছেড়ে দা—ও, মা আমার,
বাণ-বিদ্ধ-হৃদে বিশুষ্ক তৃষায়,
ছেড়ে দা—ও—

শান্তনু । বল,—একবার নিজ মুখে—
বল—তুই গঙ্গার-নন্দন ?

দেবব্রত । শুনিতেছ পরিচয়, তবু—
অনর্থক-জিজ্ঞাসা কি হেতু ?
গুরু—গুরু ! কর' অনুমতি—
মাতারে—বিমুক্ত করি—অগ্নিবাণ-হ'তে ।

পরশুরাম । এই দণ্ডে—এই দণ্ডে,
আদেশের কি আছে—কারণ ?

দেবব্রত । যাও, যাও—বারুণেয়-বাণ !
অগ্নি-বাণে ভাসাইয়ে—
ল'য়ে যাও—নির্ব্বাণের পথে ।

(গঙ্গার বক্ষ-লক্ষ্যে শর-সন্ধান)

পরশুরাম । সাবাস,—সাবাস,

শান্তনু । সখা ! হের—হের, কি আশ্চর্য্য,
কুল কুল—নাদে পুনঃ ভাগীরথী চলে,
এক সাথে অগ্নি ও বারুণের
বাণ হ'তে—হ'য়েছে বাহির ।

কপিঞ্জল। মরি—মরি ! গোমুখীর জলের প্রপাত—
যেন, আর্য্যবর্ত্ত মাঝে !

পরশুরাম। অতি তুষ্ট আমি—দেবব্রত !
পরীক্ষায় সম্পূর্ণ-উত্তীর্ণ তুমি।
স্বল্পদিনে, পরিপূর্ণ অস্ত্র-শিক্ষা তব !
মনে হয়—ভবিষ্যতে তব পাশে,
ত্রিলোকের কেহ না-আঁটিবে।
ধর’ বৎস ! গুরুর-আশীষ সনে—
প্রীতি উপহার ;—ধর’ এই গুরু-দত্ত
অদ্ভুত শায়ক—ত্রিলোক-বিজয়ী নাম।

(শর প্রদান)

ধর’, গৌরীশঙ্কর-অভিধেয় অপূর্ব্ব-কার্ম্মুক

(ধনু প্রদান)

মম গুরু মহেশ্বর—প্রীত হ’য়ে,
দানিলা আমায়—যবে নিঃক্ষত্রিয়া ব্রতে,
কার্ত্তবীর্য্যে রক্ষা হেতু ;
মম পাশে, পরাজিত হ’লেন মহেশ।
অধিক কি কব’—এই গৌরীশঙ্কর-ধনুকে,
ত্রিলোকবিজয়ী-শর সন্ধান করিলে,
তব ঠাঁই, অন্যের—কি কথা,
হ’য়ে গুরু—আমি, আমিও বৎস !
শিষ্য পাশে তিষ্ঠিতে নারিব—তিলেকের তরে।

দেবব্রত। কোটী কোটী প্রণিপাত—চরণে তোমার।
এত’ দয়া—শিষ্য প্রতি তব ?

পরশুরাম। এইবার দাও, বিদায়ের কালে
গুরুর দক্ষিণা, মন্ত্র মনে,
শস্ত্র-শিক্ষা সিদ্ধির কারণ।

দেবব্রত। পথের কাঙাল আমি, জগতের
প্রথম-আত্মীয়া প্রকৃতি,
দ্বিতীয়া-জননী—মাতা সুরধুনি,
কভু দেখি, কভু নাহি দেখি,
কি আছে আমার?
কি দিয়ে—তুষিব তোমা?

পরশুরাম হস্তিনার—রাজপুত্র তুই,
কি অভাব তোর পাশে—শিশু!

দেবব্রত। সত্য দেব! কিন্তু জান' ভাল মনে,
নিঃস্ব এবে—বাসহীন—পিতৃত্যক্ত,

শান্তনু। না—না—না,
পিতৃত্যক্ত ন'স—কভু তুই!
অভাব কি তোর?
আমি—পিতা। বিচিত্র-বিধানে,
পিতা, পুত্রে—হেন-সম্মেলন।

দেবব্রত। সাবধান—ভিকারী-তাপস!
পিতা মোর—শান্তনু-রাজন,
তুমি কিসে—পিতা মোর?
এতদূর—স্পর্দ্ধা তব?
হেন অপমান-গালি, শুনি যদি পুনঃ,
উপযুক্ত শিক্ষা দিতে—

তপস্বীর-বেশ হেরি,
নাহি হব' পরাঙ্মুখ !

পরশুরাম । জান' আগন্তুক ! কে, এ—কুমার ?
মোর শিষ্য, চিন' কি—আমারে ?

দেবব্রত । আরে মূর্খ !
পরশুরামের নাম, শুন নাই কভু ?

পরশুরাম । মোর শিষ্য, গঙ্গার পবিত্র-গর্ভে,
কুরুকুল ধুরন্ধর—শান্তনু-ঔরসে জাত,
পিতা পুত্র সম্বন্ধ—এ ক্ষেত্রে যে,
প্রকারে গালি ও গ্লানি,
হয়ে জ্ঞানী, কেন হেন—
অভিমানী তুমি ?

কপিঞ্জল । তপোধন ! সত্য কহি,
ইনি শান্তনু রাজন্‌,
পত্নীর বিয়োগে, পুত্র, রাজ্য—
সংসার বিরাগী—বনবাসী
তপস্বী এখন ।

দেবব্রত । বনবাসী যদি, নগরে কি কায ?
চ'লে যাক্—পশু-পল্লী-মাঝে ।
তপস্বীর, শস্ত্র-শিক্ষা-রঙ্গভূমে—
কিবা প্রয়োজন ? যাক্ চ'লে—
দেখুক—কোথায় জ্বলে—হোমানল,
অথবা শাস্ত্র-তর্ক সিদ্ধান্ত-বিকার ।

শান্তনু । পিতা আমি, পুত্র তুই,

পিতা—পুত্রে হেন সম্মেলনে,
একি আচরণ বৎস !

দেবব্রত। সত্যও যদি, করি না প্রত্যয়—

পরশুরাম। বৎস ! গাঙ্গেয়-দেবব্রত !

দেবব্রত। না, না—গুরু,
কিছুতে—না করিব প্রত্যয়—
ইনি পিতা, আমি পুত্র ও—র,
মনে কর', তাই যদি সত্য হয়,
তাতে ই—বা, কি-মান হেথায় ?
যেই পিতা, পারে—সদ্যোজাত—
শিশুরে, ফেলিতে—নিরাশ্রয়,
একাকী সুনীল-অম্বর-চন্দ্রাতপ তলে,
কিসের—সে পিতা ?
কেমন—সে পিতা ?

কপিঞ্জল। গাঙ্গেয় ! পিতৃমান দানিতে ভুলনা।

দেবব্রত। পিতা কি, রাখিয়াছিল—সন্তানের মান ?
ক'রেছিল তনয় সন্ধান—
অষ্টাদশবর্ষ দীর্ঘ ?

শান্তনু। অপরাধ নহে মোর,
গঙ্গার প্রয়াণে—ভাগ্য দোষে—

দেবব্রত। ভাগ্য দো—ষে ? তবে,
ভাগ্য যদি এতই—প্রবল—
পৌরুষত্ব হ'তে তব ঠাঁই,
তবে, ধ'রে নাও, ভাগ্য দোষে,

পরিচয় পেয়ে, তব তবু,
"পিতা" বলি—ডাকিল না,
দানিল না—কণামাত্র ভকতি-সম্মান—
পুত্র,—পৌরুষত্ব-বলে বলী।

(গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা। দেবব্রত!

পরশুরাম। এ্যাঁ! এ্যা—গঙ্গা?

দেবব্রত। এঁ্যা! মা—মা! গুরু!

(বক্ষে পতন)

গুরু! এই যে—আমার মা।
জননী গো! এতদিন পরে—
দিলে দেখা যদি, তবে,
তব সঙ্গ, না ছাড়িব আর।

গঙ্গা। হ'য়ে—আমার তনয়,
পিতৃমান-দানিতে' ভুলনা।

দেবব্রত। তুমিও কি, ওই অনুরোধে—

গঙ্গা। পার্শ্বে থাকি, শুনিতে ছিলাম বৎস!
পিতা—পুত্রে, প্রথম-আলাপ।

দেবব্রত। অনুরোধ কর' না জননী—

গঙ্গা। পিতা তব—

দেবব্রত। জানি, বুঝিয়াছি; যেই দণ্ডে—
ঝাঁপাইয়া বক্ষ-মাঝে—আলিঙ্গিলা মোরে,
সেই দণ্ডে, শিরায়, শিরায়,
শোণিত-প্রবাহে সৌদামিনী—ছুটে,

বুঝায়েছে—মনে, প্রাণে, জ্ঞানেতে—আমায়—
এতদিন পরে, দ্বিতীয়-আত্মীয় এল'—
'আহা' ব'লে—করিতে আদর।
তিরস্কার করিয়াছি মুখে,
কিন্তু মাতা! বুকে ছুটে—
ভকতির-গৈরিক-প্রবাহ।
তব-সম পত্নীরে যে—হারাইতে পারে,
মম-সম সদ্যোজাত-শিশুরে,
প্রকৃতির-কোলে ফেলে,
নিশ্চিন্তে রহিতে পারে—ধ্যান, ধারণায়—
পরলোকে, পুণ্যরাশি করিতে অর্জ্জন,
কোথা প্রাণ তাঁ'র?
'পিতা' ব'লে ডাকিলেও—
পা'বনা তো—পুত্রের আদর।

গঙ্গা। পাবে—পাবে,
রাজ-মন, না জান' কুমার!
আর তাই যদি—সত্য হয়,
ক্ষতি নাহি তায়,
পুত্রের-কর্ত্তব্যে—বাধ্য সন্তান সতত।

পরশুরাম। সত্য, সত্য, ধ্রুব সত্য—ধ্রুব সত্য।
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম
পিতাহি পরমন্তপ।
"পিতরি-প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

জান' কি—গাঙ্গেয় ?
এই—পিতার আজ্ঞায়—একদিন,
কেটেছিনু—নিজ-মাতৃ-শির—
না করি বিচার,
পিতৃদেহে-অত্যাচারে, প্রতিশোধ নিতে—
ওঃ হোঃ ! নিরদয়ে—একবিংশ-বার
নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছিনু—ধরা ?
ওঃ হোঃ ! কার্ত্তবীর্য্য-অত্যাচারে,
কোন্ যুগে গিয়াছেনা, পিত
এই দেখ', এখনও—পিতার স্মরণে,
পাষাণ গলিয়া, দর দর—ধারা—
দুনয়নে অবিরাম-প্রবাহিত।
পিতা ! পিতা !! পিতা !!!

দেবব্রত। এ্যা ! পিতা—এমন ?
পিতা ! পিতা !! পিতা !!!

(শান্তনুর পদতলে—মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

গঙ্গা। বুকে তুলে নাও।

শান্তনু। তুমি কোথা—?

গঙ্গা। আমি তো—থাকার নই,
কেন অকারণ-আকর্ষণী আর ?
বিদায়, বিদায় এবে,
রহিল দুঃখিনীর ধন,
যত্নে রেখ', মাতৃহারা-অভাগারে,
তিরস্কার—করিও না কভু !

হে ভার্গব! কঠোর তাপস!
তুমি বুকে তুলে—নাম হীন,
ধাম হীন অজ্ঞাত-বালকে,
পুত্রের-অধিক স্নেহে,
শিখায়েছ ধনুর্ব্বেদ, কৃতজ্ঞতা পাশে—
বদ্ধা—রহিল জাহ্নবী,
অনাদি অনন্তকাল, রাজীব চরণে,
বর্ত্তমানে, অশ্রু-বিনা নাহিক সম্বল,
নয়নের জলে, ধোয়ায়ে চরণ—
মিনতি ভার্গব! পুত্রে মোর,
এইরূপ স্নেহ চক্ষে দেখ' চিরদিন।
ও কি! তোমারও—চখেতে জল!
দিবানিশি একলা পড়িয়া,
কেঁদে—কেঁদে, বহে যাই—অনন্তে কাঁদাতে,
দু দণ্ডের তরে, এসেছি চরণ তলে,
এখানেও—কাঁদিয়া কাঁদাবে?
(রোরুদ্যমান পরশুরামের, মূর্চ্ছিত—দেবব্রতের নিকট উপবেশন)
রাজ্যে ফিরে যাও,
পিতা পুত্রে, পাল' সুখে—প্রজাবৃন্দে সেথা।
গঙ্গা-স্মৃতি, এইখানে জলে—দিয়ে যাও।
পুত্র! পুত্র!! আহা! জ্ঞানহারা সোণার দুলাল!
থাক,—ঐ ভাবে—তব-কোলে থাক্।
জ্ঞান হ'লে, যেতে তো—দেবে না,
যেতে, পা—উঠিবে না কভু,

এই বেলা চাঁদ-মুখে চুপী চুপী—
চুমু-খেয়ে, যাই—পলাইয়ে।

(চুম্বন ও সাশ্রুনয়নে)

আহা! দেখ' যেন ঘরে ফিরে—
আহা! দেখ' যেন ঘরে ফিরে,
'মা মা' ব'লে—পাগল না হয়।
অনুরোধ মোর, বিবাহ করিতে পুনঃ;
পুত্র যেন পায়—নিতি,
অনুপমা-মাতার আদর—
নব-পরিণীতা-পত্নী পাশে তব!
বিদায়—বিদায়।

শান্তনু। গঙ্গা! গঙ্গা!! ফিরে এস'!
তোমারে হারায়ে, পিতা, পুত্রে—
কেমনে ফিরিব ঘরে

(রোরুদ্যমানা জাহ্নবীর অন্তর্দ্ধান)

দেবব্রত। গুরু! গুরু! কোথায়—
কোথায়—জননী মোর?

পরশুরাম। অগণিত পাপী, তাপী, সন্তান—সন্ততি,
তারিতে—যে পতিত পাবনী—
কুলুকুলু নাদে, ওই বহে যায়—অবিরাম,
দেশে—দেশে, পুণ্য বিতরণে,
অনন্ত, অগাধ সেই—অসীম সন্ধানে।

দেবব্রত। গুরু—গুরু, দক্ষিণা স্বরূপ
তব পা'য়ে, করিনু অর্পণ—

সদা পূতঃ মা গঙ্গায় মোর।
চিরদিন তব কীর্ত্তি, যশ—
করিয়া ঘোষণা—মা আমার,
অক্ষম-পুত্রের দান, করিবে অর্পণ।

[এক গণ্ডূষ গঙ্গা হইতে জল লইয়া, পরশুরামের পদে অর্পণ পরশুরামের ও, দেবব্রতের মস্তকে চুম্বন ও সস্নেহে বক্ষে আলিঙ্গন)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

[নৃত্য গীতে রত মধু ও বিধু]

মধু-বিধুর। গীত।

মধু। মাহ ভাদর, ভরা বাদর
কিসে হ'লি চক্‌চকে।
তাজা ইলিশ ডিমে ভরা—
যেমনি ধারা—ঝক্‌ঝকে॥

বিধু। তোরে ছুঁয়েই—কালো,
আগে, রঙটা ছিল ভাল,
গোলাপী লাল—হ'তো যে গাল,
লাগলে কিরণ চিক্‌মিকে॥

মধু। শ্যাওড়া গাছে ছিলি,
জলের ধারে এলি,
বেহ্মদত্যির কাঁধটা ছেড়ে,
করতে মোরে ধুক্ পুকে॥

বিধু পেতিস্ পাদক জল
হ'তো, পরকালে স্থল,
চিন্‌লিনি কো, চেম্‌না মুখো,
কেমন আমি টুক্‌টুকে॥

মধু। তুই হ'তে মাগী! আমার ভিটে-মাটী সব গেল'!

বিধু। আমি আস্‌বার আগে, তোর কি—সোণাবেড়ের-তালুক, রূপোর-জাল—ছিল' রে ডেক্‌রা?

মধু। আরে লা। বেদব্যাস ঠাউর, অনুগমন করলেন, আবার দ্বিরাগমনও ক'র্‌লেন, গন্ধকালী—এঃহেঃ! মাকাল! মাকাল! পোদ্ম-গন্ধার পায়ে, পেন্নাম ঠুকে, 'মা মা' ব'লে, কত' কথা কইলেক, তুই যে ধর্‌তে দিলিনি-রে মাগী—হায়—হায়—হায়।

বিধু। কেন, ধরা ক'রকে, কি করা ক'রতেছিস্ রে মড়া? তারা মায়ে-বিটায়—কোথা কইতেছিল' তোর কি?

মধু। আরে—ধ'র্‌কে, রাজার কাছকে—অনাগত ক'রতাম।

বিধু। ক্যানে? কিসের লেগে? রাজায় গলায়, মা সরস্বতী—এট্‌কেছে তাই?

মধু। আরে, সে কবে উলে, প্যাটের-মধ্যি—হজম হ'য়ে গেছেক্।

বিধু। সে কি?

মধু। সরস্বতী ঠাক্‌রুণ, বিধবা মণিষ্যি, মেছো-গোন্‌ধে, উপরি না ওঠ্‌কে, নামোর দিকে—অবগাহন করিছেন।

বিধু। বলিস্ কি মধু! শুরুদ্ধ্ কয় না?

মধু। বাপের বাড়ী ছিলি মাগী! কত মজা হ'য়ে গেছেক্, কি বুঝবি? এখন কয় কি জানিস? ও কুয়াশা, মুনি আসা, ছেলে হওয়া, সব স্বপ্ন, ভুতুড়ে—কেরাণ্ড।

বিধু। আমরা যে—চোখী-দেখ্‌লাম।

মধু। আরে—গরীবের সাক্ষী লেবেক, কেটা? আর মাকাল—ঠাউরই বা, কি খোসামুদে, মেয়েটার যৈবন লক্ষণ, কিছুই রাখেন—নি, যে গাঙধারের-চড়ার মত' তেলা—সেই তেলা বুক।

বিধু। বটে? আর গায়ের—গোন্‌ধো?

মধু। বলে কি—পদ্ম বনে, "লা" উল্‌টে, নাকানি—চোবানি—খেয়ে, ঐ রকম হ'য়েছেক্।

বিধু। রাজার শুরুদ্ধ্ কথা ?

মধু। সে কবে, ফুস-মোন্তোরে উপে গেছেক্, এখন যে—ঝেলে, সেই ঝেলে।

বিধু। ম—ধু! ও রে আমার—মধু মঙ্গল!

মধু। কি বিধুমুখী! অমন কর্তেছিস্ কেন ?

বিধু। ও রে আমার মধু—মঙ্গল রে! (উপবেশন)

মধু। (সম্মুখে বসিয়া) কি বিধুমুখী! দাঁতে-দাঁত চাপী, ব'সে প'ড়ে—ডাক দিতেছিস্ ক্যানে ? পালা-জ্বরে ধ'রলো না কি ?

বিধু। ম—ধু। কি মিষ্টি হাওয়া।

মধু। সব্বোনাশ ক'রলেক। গায়ে কাপড় মুড়ী দে—বিধুমুখী, কাপড় মুড়ী দে, নইলে বাল্সে উঠ্বি।

বিধু। ওরে—ম—ধু রে!

মধু। কি বিধুমুখী! কইলে বাছুরের চোনা, আনা করাবো ? খাওয়া করবি ?

বিধু। ম—ধু! কোকিল টাক্—দিচ্ছে ক্যানে ?

মধু। সর্ব্বনাশ ক'রলে, কাণের মাথা খাওয়া-ক'রেছিস্—মাগী, কোকিল ? না—দাঁড়কাক ডাক দিতেছে।

বিধু। ম—ধু! আমায় চেপে ধর—রে।

মধু। সব্বনাশ ক'রলেক, আমার যে, সারা-গায়ে বিছুটী, মাগী—কুট-কুটিয়ে মরবি যে, ঐ রাজা আস্তিছে—চ'—চ' ঘরির মধ্যি ফিরি চ'—

[একদিক দিয়া জেলে জেলেনীর প্রস্থান, অপর দিক দিয়া, মৎস্যগন্ধা সহ—দাশরাজের প্রবেশ]

দাশরাজ। হ্যাঁরে—কালি! সেদিন নিশ্চয়ই তোর ঘাড়ে—ভূত চেপেছিল, না ? শুধু তোর-আমার নয়, সারাটা জেলে-রাজ্যে, না ?

আমি শুরুদ্ধ্ ভাষায়, তুবড়ীতে আগুন দিলুম, তুই ছেলে বিউইলি, মুনি এল'—হ্যাঃ—হ্যাঃ !

মৎস্যগন্ধা। ধন্য মুনি, অলক্ষ্যে তোমার প্রভাবে, সে দিনের ঘটনা, সবাই বিস্মৃত! আমার বরে, জাতিস্মরতা-প্রাপ্ত দাশরাজ, পুনরায় সব বিস্মৃত!

দাশরাজ। কি ব'ক্‌ছিস্? এঃ! তোর ঘাড় থেকে, উপরি-হাওয়া নামেনি দেখছি। যা, আমি ঝাঁ ক'রে, গদার মাকে, দু' একটা কথা—ব'লে আসি। ম্যাঘ উঠিছে, শুক্‌নো জালগুলো, না—ভেজে যেন, শুকিয়ে তুলে রাখেক, খুব সাবধানে থাক্, পার হ'তে আসেক, পার ক'রবি। আগের মত' আবার ভূতের-হাতে প'ড়ে, নানান্ খানা—হ'সনি, নামে, না কলঙ্ক রটে—হ্যাঁ!

[দাশরাজের প্রস্থান।

মৎস্যগন্ধা। চতুর্ব্বেদ উদ্ধারের জন্য, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসরূপে—যুগে, যুগে—অবতার হ'ন। কত ভাগ্যবতী আমি, সেই নারায়ণরূপী শ্রীকৃষ্ণ—বেদব্যাসের গর্ভধারিণী। আর দাশরাজ! সংসর্গ বশতঃ সংস্কার ভুল্‌লেও, তুমি তো—স্বভাব ভুল্‌তে পারবে না।

[একান্তে শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। দেবব্রতের হাতে—রাজ্য সমর্পণ ক'রে, মরা গঙ্গার ক্ষীণ—স্মৃতিটুকু বক্ষে ধ'রে, উতল প্রাণটাকে শীতল ক'রতে, বহুকাল পরে, আবার অসীম-সন্ধানে বহির্গত হ'লেম, কিন্তু পথের-মাঝে, সহসা সমীরণ, পরিমল বহন ক'রে, আমায় মাতাল করে কেন? এইরূপে স্বর্গীয়—সুষমার আকর্ষণেই—তো, গঙ্গার সহিত প্রথম মিলন ঘটে? এ সন্ধ—

ফোটা, সহস্র কমলের—মনোরম-সুরভি, আমায় কোথায়—টেনে—নিয়ে যাচ্ছে? এঁ্যা! একে? গঙ্গা—গঙ্গা? আবার ভুবন মজানো—রূপ—ধ'রে, শান্তনুকে ভুলাতে, পথের মাঝে দাঁড়িয়েছ? না—না, তুমি তো তৃপ্তিময়ী নও, তুমি যে আকাঙ্ক্ষার-বশবর্ত্তিনী। কে তুমি—কে তুমি?

মৎস্যগন্ধা। আ—মি, আ—মি—

শান্তনু। কণ্ঠে এত' মধুরতা—মেদিনীতে সম্ভব? তবে কি—আমি, সংসারের মেঘ-মেদুর ছাড়া, পারের হিরণ্য-সুষমার-আবেষ্টনে এসে—প'ড়েছি! গঙ্গার স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে, গঙ্গা-ই কি, ভাবসাগরের সুনীল-লীলার লাস্য-গরিমাকে, মূর্ত্ত-ক'রে, আমায় প্রবোধ দিতে, তোমায় পাঠিয়েছে! কে তুমি—কে তুমি?

মৎস্যগন্ধা। কেন? পরিচয় শুনে লাভ?

শান্তনু। আছে—আছে। কুরুর বিপুল-কুল, ওই—ওই—উপরে—পিপাসায় কাতর, সশঙ্কিত—জল-পিণ্ড লোপ—এই আশঙ্কায়—

মৎস্যগন্ধা। এত অল্পদিনের মধ্যে, প্রথমা পত্নী গঙ্গার-স্মৃতি—

শান্তনু। ভুল্‌তে ব'লেছে, বুঝি গঙ্গাই ব'লেছে, নতুবা তোমায়, আমার-সাম্‌নে পাঠাবে কেন?

মৎস্যগন্ধা। আমাকে বিবাহ—ক'রতে চাও?

শান্তনু। বুঝতে পারছি না। বোধহয়—চাই, না—না, আমি চাই, কি—গঙ্গা চায়, স্থির ক'রতে পার্‌ছি না।

মৎস্যগন্ধা। কি? রূপ তৃষা?

শান্তনু। ঠিক ক'রতে পারছি না। হয়তো—হবে।

মৎস্যগন্ধা। তবে কি—নেশা?

শান্তনু। না, তা বোধ হয়—

মৎস্যগন্ধা। কামজ?

শান্তনু। ব'লতে পার্‌ছি না, তোমাতে তো, একটা—উন্মাদনা নয়, অসংখ্য। চক্ষে—কাম, ওষ্ঠাধরে—উত্তেজনা, বক্ষাধারে—অতৃপ্ত পিয়াসা, সর্ব্বাঙ্গে—কামনার ধারাবাহিক-শৃঙ্খলা, জীবজগতের স্মরণ-মঞ্জুষা—

মৎস্যগন্ধা। এমন উন্মাদনা আমাতে?

শান্তনু। আমিও তো, তাই ভাব্‌ছি—এত' উন্মাদনা তোমাতে?

মৎস্যগন্ধা। পাছে গঙ্গা, সব দেখ্‌ছে।

শান্তনু। সুখী বই, অসুখী হবে না। সে আমায় ভালবাসে।

মৎস্যগন্ধা। মৃত্যুতেও?

শান্তনু। সে ভালবাসার শেষ—কোথাও নাই।

মৎস্যগন্ধা। আমি যদি, অত' ভালবাসতে না পারি?

শান্তনু। প্রয়োজন নাই। জাননা-কি, চিরদিন ভালবাসার মুক্তি-দাতা-আমি, গ্রহীতা কভু নই?

মৎস্যগন্ধা। আমি কে, তা জান?

শান্তনু। কি প্রয়োজন?

মৎস্যগন্ধা। অর্দ্ধ অঙ্গের-অংশভাগিনী—ক'রতে যাচ্ছ, আর—

শান্তনু। চাচ্ছি? কেন? আত্মতৃপ্তি-হেতু কি? না, বোধ নয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে, জন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে, রাজা হ'য়ে—জন্মেছি, কত অসংখ্য দায়িত্ব—ওঃ হোঃ! সব ভুলে আছি—

মৎস্যগন্ধা। রাজার দায়িত্ব সত্য—ই—

শান্তনু। অসংখ্য—অসংখ্য, ভেবে স্থির করা যায় না। দেখ',—পরশুরামের দ্বারা, একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া হ'য়েও, সব-হারা ধরণী, ত্রেতায় পেয়েছিল সন্তান-সমষ্টির অদম্য শক্তি। অসবর্ণের ব্যাভিচারে, আবার সব গেল! যুগ গেল।

মৎস্যগন্ধা। কোন্ যুগ?

শান্তনু। কাঁদানো যুগ, অবিশ্বাসের যুগ।

মৎস্যগন্ধা। তারপর ?

শান্তনু। আবার যুগ এল'—দ্বাপর। ঘন—নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ—পৃথিবীর, সূচীভেদ্য-অন্ধকার দূর ক'রতে, চন্দ্রবংশ মাথা তুলে দাঁড়ালো—যযাতির আশীর্ব্বাদে, "যদিও অভিশাপে ঢাকা"—হোক্, তবু দাঁড়ালো, সৃষ্টির প্রয়োজন হ'ল! সমাজকে ভাঙ্‌তে হ'ল, পুরাতন রীতি-নীতি ও সংস্কার—অসবর্ণ-সম্মেলনে, ঠিক এই সময়ে, উপরে, স্বর্গে—বসুগণ অভিশপ্ত হ'ল, স্বর্গের দেবশক্তি—বুঝে দে'খ, নেমে এল' মাটীর উপর—শক্তিহারা-পৃথিবীর জড়ত্ব দূর করতে। পরাশর, যৌবন ফিরিয়ে নিয়ে, যমের বিরুদ্ধে, সমর ঘোষণা ক'রলো—জন্মদানে মত্ত হ'য়ে; পরশুরামকেও তপ-ভেঙে, নেমে আস্‌তে হ'ল—ভুল সংশোধনে—মেদিনীর বাহু-শক্তিকে—শস্ত্র শিক্ষা দিয়ে। আর আমি—চেতন পুরুষ, এ—কি ক'রে জীবন অতিবাহিত ক'রছি? না—না, ভেঙে দিলেম প্রতিজ্ঞা, ভুলে—গেলেম—গঙ্গাকে, তুলে নিলেম—আমার পরিত্যক্ত—সংসার—কল্পনাটাকে, আয় নারি! তোকে নিয়ে—

(মৎস্যগন্ধার হস্তধারণ)

মৎস্যগন্ধা। এ্যাঁ! অঙ্গ স্পর্শ ক'রলে! আমি কে, তা জান'?

শান্তনু। শক্তি, জড়-নাশিনী—প্রকৃতি সহচরী—প্রসবিত্রী।

মৎস্যগন্ধা। অজ্ঞান—কৌমারে,
ছলনায় ছলিল তাপস এক।
সেই হ'তে, মোর দোষে—
আত্মীয়-স্বজন, মম সম
দূষ্য ও অস্পৃশ্য, সমাজ-ত্যক্ত,
পতিত আখ্যায়!

শান্তনু। তুমি তবে—ব্যাসমাতা সৃষ্টি বিধায়িনী?
অহেতুকী ধরি নাই হাত?
শোন' নি—কি?
শান্তনু চ'লেছে আজি সমাজ-শাসনে—
পরাশরী—স্মৃতির বিরুদ্ধে?

মৎস্যগন্ধা। ওই সূর্য্য—ওইখানে,
এইখানে দুই জনে,
জড়শক্তি-সম্মেলনে—সৃষ্টির বিকাশ,
বিশ্বমাঝে অন্ধকার,
সৃষ্টি হ'ল ছারখার,
কুয়াশা, তামস মাঝে—রহস্য বিকাশ,
সোঽহম, সোঽহম সনে—ললিত বিভাস।

[দাশরাজের পুনঃ প্রবেশ]

দাশরাজ। বা রে! বা রে—বেটী, যেই কাছ-ছাড়া ক'রেছি, অমনি ভূতুড়ে কাণ্ড? বুঝতে তো পারছি না, ভূতকে—তুই ধ'রে—আনছিস্? না, ভূত-এসে তোকে ধ'রছে। বাঃ! আরে—কেও, শান্তনু রাজা বটেক্? বাঃ, বাঃ—বন্ধু! স্যাঙাতের মতই—কায ক'রছিস্ বটেক।

[মৎস্যগন্ধার প্রস্থান।

শান্তনু। দাশরাজ, আমি তোমার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

দাশরাজ। যা—যা, পাগলামি, করিস্ নি! যদিও মেয়ের জন্যে—সমাজে আমি—এক ঘ'রে হ'য়ে আছি, মেয়ের নামের কলঙ্ক দিয়ে, কেউ মোদের ছোঁয়া করেক্ না, কিন্তু তা ব'লে কি, ভেবেছিস,

পাগলার হাতে দিবেক্? কেন? দড়ি—আছেক্, কলসী—আছেক্, গঙ্গা, যমুনায়—জল আছেক্, মেয়েকে ডুবিয়ে মার্‌বেক্।

শান্তনু। আমি, তোমার—ধর্ষিতা, পতিতা-কন্যাকে, স্বেচ্ছায়-গ্রহণ—ক'র্‌ছি।

দাশরাজ। কি? পাটরাণী, না দাসী-ক'রবার জন্যে বটেক্? একে পাগ্‌লা, তায় দোজ্‌ব'রে, কেন? আর সে—আষ্টে-গন্ধ নেই, এখন গন্ধকালীর গায়ের-গন্ধে, দেবতারা-অবধি চমক্ মারছেক, পাগলামি করিস্ নে—যা।

শান্তনু। পাগ্‌লের জগত, এ জগতের-হিতে, যে—একটু ভাব্‌তে যাবে, সেই তো—সাধারণের নিকট পাগল-অভিহিত হবে—সাধু!

দাশরাজ। অমন গঙ্গা, সেই তোর পাগ্‌লামিতে—টি'কতে—পারলে্ক না, জলে ডুব-দিয়ে ম'লো।

শান্তনু। গঙ্গা মরে নাই, গঙ্গা কভু মরবার নয়, শান্তনুর সঙ্গে, গঙ্গার-বিচ্ছেদ হবার নয়।

দাশরাজ। তবে? মরা গঙ্গার জন্যে, যখন এখন'—এত' টান, তবে আবার আর-একটার ভাগ্যি নিতে চাচ্ছিস্—যে? মেয়ে মানুষ কি, খেলার-জিনিস আছে না কি—বটেক?

শান্তনু। কর্ম্মক্ষেত্রে গঙ্গা নাই, সে শান্তনুও আর নাই। কিন্তু শান্তনু-গঙ্গার আলেখ্য, ভারতের গৃহে-গৃহে, প্রাতঃস্মরণীয়, পবিত্র—দর্শনীয়-ভাবে বিলম্বিত। শান্তনু, নূতন-সংস্কারে, নূতন-খেলা ক'র্‌তে এবার পাগল, দান কর'—পাগলের হাতেই—তোমার পাগ্‌লী-কন্যাকে।

দাশরাজ। হুঁ, দান করি? এরপর, তুই যখন ম'রবি, তখন গঙ্গার-বেটা সিংহাসনে ব'সবেক, আর মোর-মেয়ের পেটের-ছেলেরা, আবার জাল-ঘাড়ে ক'রে, ঘুরিয়ে মরুক্?

শান্তনু। না, তা হবে না, সুব্যবস্থা ক'রবো—

দাশরাজ। উঁহুঁ, সেটি হ'বেক না, বরং তোর ছেলিয়ার-সঙ্গে বিয়ে দেনা? হ্যাঁ—হ্যাঁ! এইবার বুঝ্‌বেক, কেমন পতিতাকে—তারিস্।

[মৎস্যগন্ধার পুনঃ প্রবেশ]

মৎস্যগন্ধা। সে কি পিতা? রাজা যে, আমার-অঙ্গ স্পর্শ ক'রেছে।

দাশরাজ। আরে—তাতে হ'য়েছেক কি? অনঙ্গ কি, এতই—

[মৎস্যগন্ধার প্রস্থান।

ঝক্‌ঝকে যে, ছুঁতেই দাগ পড়িয়ে গেছেক্? দেখ, রাজা! ভাবিয়ে—দেখ—ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবি? আর তা যদি—না-দিস্, গন্ধকালীও—বিয়ে ক'রবেক-না—ব'লছেক্। তাহ'লে এক কায কর্, পণ কর্—হামার মেয়ে—রাজরাণী হ'বেক্। আর তার পেটের—ছেলিয়ারা ছাড়া, আর কেউ, সিংহাসনে-ব'সবেক্ না?

শান্তনু। গঙ্গা-গ'ড়েছে সাম্রাজ্য, গঙ্গা-পুত্র অধিকারী তার।

দাশরাজ। হুঁ, জাল ফেলি ব'লে, রাজার হালও—যে, না-বুঝি তা নয়—

[শান্তনুর গমনোদ্যত ও মৎস্যগন্ধার পুনঃ প্রবেশ ও বাধা দেওন]

মৎস্যগন্ধা। পরাশরের স্পর্শ-দোষে, সমাজের ছায়ারও বাহিরে—প'ড়ে; আবার রাজা! তুমি স্পর্শ-করলে, ব'লে যাও, এরপর-আমার—স্থান কোথায়?

শান্তনু। তাইতো! ঠিক্, তোমার-স্থান কোথায়? মন—গঙ্গার, হৃদয়—দশের, আর দেহ—পুত্রের-অধিকারে, তোমার-অধিকার কোথায়? অপেক্ষা-কর' সুন্দরি—যতদিন না ফিরি—

মৎস্যগন্ধা। কোথায় যাবে?

শান্তনু। একবার সেই সাজানো-ঘরে, যেটা শান্তনুর অর্দ্ধ-অঙ্গের—বিশ্রাম, বিরাম, বিলাসের স্থল। গঙ্গার-সঙ্গে সেই কক্ষ ত্যাগ ক'রেছি, এতাবৎকাল প্রবেশ-করা দূরের কথা—সেই কক্ষপানে একবার ফিরেও—তাকাইনি, একবার সেই সাজানো কক্ষে প্রবেশ ক'রবো, দেখবো, তোমার—সেখানে এতটুকু-স্থান হয় কিনা, গঙ্গা দেয়-কিনা, স্মৃতি বোঝে কি না!

[শান্তনুর প্রস্থান।

মৎস্যগন্ধা। বাবা! আমি ঐ রাজাকেই—বিয়ে-ক'রবো।

দাশরাজ। লাও—কথা, আরে মর, তবে আমি আর—হাম্‌লে-মরি কেন? মেয়ে নিজেই মজেছেন, শুধ্ মরেন নি, আবার আধিখ্যেতার মরণও মরেছেন, ওষুধ, তাগা-দে লাভ? নে, চলিয়ে আয়, আবার ভূত—না ঘাড়ে-চাপে। আর চোখের-আড়াল ক'রছি নি। হুসিয়ার, কারুর পানেক তাকাবি নি, মাটীর পানে-তাকিয়ে চ'ল্‌বি, চোখ্ তুলেছিস কি, প্যাট্—করিয়ে গালিয়ে দেবেক্। পরিণয় পেরেম, রাস্তাঘাটে ছড়াছড়ি-ক'রছেক—আর কি, চলিয়ে আয়, দূর-তোর-নিকুচি—ক'রেছে—পেরেম, পরিণয়ের।

[গীতকণ্ঠে অগ্রদূতের প্রবেশ]

অগ্রদূত— গীত।

পরিণয় কি মধুময়।
ভিন্নমুখী নদনদী, কি ভাবে মিলিত হয়॥
আকাশেতে দিনমণি,
জলে ভাসে কমলিনী,
পরস্পর প্রেমে বাঁধা, অপরূপ মহিমায়॥
প্রজা তরে প্রজাপতি,
সপ্তবিংশ সন্ততি,
এক চাঁদে সম্প্রদানে, বিবাহেরি প্রতিভায়!
প্রথম প্রণয়ে বদ্ধ,
দম্পতী নিষ্কাম শুদ্ধ,
অজানাতে অচেনাতে, প্রাণে প্রাণ বিনিময়॥

[প্রস্থান।

দাশরাজ। আরে—বিয়ে যে,·কি-মিষ্টি, তা কি—আর মুই জানি না? বিয়ের-দিন মনে হ'লে, আবার কার—না, ফের্ বিয়ে-ক'রতে মন চায় রে। নে—চ', পরিণয় শীগ্‌গীর দেবেক, তবে হুসিয়ারে পেরেম-করবি, কিন্তু চোখ কপালে-তুলকে নয়, হুঁস রেখে—বুঝ্‌লি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—সুসজ্জিত শয়ন কক্ষ।

[ধীরে ধীরে শান্তনুর প্রবেশ]

শান্তনু। এই সেই কক্ষ—বিলাসের।
যেথা এককালে, নিত্য হ'ত বসন্ত উদয়,
আজও তার-স্মৃতি-নিবে নাই।
ওই—ওই—বাতায়ন উপরেতে,
প্রাচীরের গায়ে, ঠিক সেই ভাবে—
বিলম্বিত পৌরাণিক-আলেখ্য-নিচয়—
যেই ভাবে গঙ্গা রেখে গেছে,
ঐ—ঐ সেই বিলাসের শয্যা,
ধূলি ধূসরিত, ঠিক সেই ভাবে
প'ড়ে আছে—যেই ভাবে ফেলে—
গঙ্গা, গেল' সূতিকা গৃহেতে।
হেথা কোথা স্থান হবে তার?
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সেই দিকে গঙ্গা-স্মৃতি দেখি,
দাশরাজ-তনয়ার হেথা কোথা স্থান?
কিন্তু মরা-গঙ্গা ফিরে, দেখা দিয়ে
ব'লে গেছে—পুনর্দার পরিগ্রহে,
কোথা গঙ্গা? দেখা দিয়ে পুনঃ,
ব'লে যাও আরবার—তোমার

কুরুর মহান্ কুলে, উচ্চস্থানে—
বিস্তারিতে শাখা-প্রশাখায়,
দেবব্রতে-রাখিয়াছি হস্তিনা—
আসন পার্শ্বে, রক্ষক স্বরূপ।

বসুন্ধরা। কিন্তু যদি কৌমারে-গাঙ্গেয়,
বিদায় লয়—আমার নিকট,
কুরুকুল, পিণ্ড-লোপে, হবে স্বর্গচ্যুত।

শান্তনু। পুত্রে রাজ্যে-বসাব মেদিনী,
পিতৃবংশ-পিণ্ড, জলদান,
পুত্র-স্কন্ধে অর্পিব সে ভার—
পুনঃ আগেকার মত। বুঝিয়াছি
আগমন উদ্দেশ্যে তোমার,
বুঝিয়াছি বাণী, লোকাতীত দৃশ্য—
মহা উচ্চ ভাব, ভূমি-হ'তে—
অসীম-করুণা-ধারা করি আকর্ষণ,
সিক্ত করি বসুন্ধরে! তুষিব তোমায়।
আজি হ'তে হইল দীক্ষিত,
মানব-কল্যাণ ব্রতে—শান্তনু তোমার।

বসুন্ধরা। মানব-কল্যাণ ব্রতে, সৃষ্টির সহায়ে,
অবতীর্ণা-মহাসতী—ধীবরের গৃহে,
জীবব্রত না ধরিলে, তাহারও যে,
উদ্ধাররে অন্য পন্থা নাই।

[প্রস্থান।

শান্তনু। জীবব্রত বিনা, তাহারও উদ্ধার নাই?
একি বাণী কহে গেলে—
তুমি ধরা-রাণি! কোথা—
কোথা দেবী-জাহ্নবী-আমার?
দেবী তুমি, মৃত্যু-কোথা তব?
ফিরে এস’—ফিরে এস’
নিজের সাজানো ঘরে,
সংসার-তারণ-বাণী প্রচারিতে,
দাশরাজ তনয়ার স্থান-নির্দ্ধারিতে—
ফিরে এস’ একবার।
অন্ধকার হেরি চারিধার,
এস’ পুনঃ রূপের আলোয়,
নিবাইতে কালিমা আঁধার।

[গীতকণ্ঠে অগ্রদূতের প্রবেশ]

অগ্রদূত— গীত।

রূপের আলো নিবে গৃহ, কাজল-কাল’ অন্ধকারে,
বাতায়নে জোছনা ভরা, তবুও আঁধার যায়না ঘেরে
যারে পেয়ে আলোকিত কক্ষ, পরাণ পুলকিত,
সুর সাহানা ঝঙ্কারিত, হ’ত বীণ-সেতারের কোমল তারে॥
আস্‌বে না সে আস্‌বেনা, আর তাহারে ছাড়বে না,
যে দেশে সে গেছে এখন, মহাসিন্ধুর পরপারে,
চাঁদ সূরযের রশ্মি ধ’রে, দোদুল দুলে বায়ু ভরে,
আস্‌বে বাণী সঞ্জীবনী, চিন্তা শ্রমের অবসরে॥

[প্রস্থান।

শান্তনু। আসুক, আসুক বাণী—
চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র রশ্মিতে।
যাও, যাও—অগ্রদূত!
ত্বরা করি, পাঠাইয়া দাও—বাণী-সঞ্জীবনী,
চির-জাগ্রত, শাশ্বত-মধুর।

[কপিঞ্জল সহ দেবব্রতের প্রবেশ]

শান্তনু। কে? বৎস দেবব্রত?
দেবব্রত। একি পিতা! এত শীঘ্র—
ফিরে এলে—মৃগয়া হইতে?
একি! কেন হেরি বিষণ্ণ বদন?
বিশুষ্ক নয়ন, ক্ষণে—ক্ষণে,
পড়ে তপ্ত শ্বাস,
কি বিষাদ—জনক-তোমার?
শান্তনু। জীবনের সার, উপযুক্ত—
পুত্র তুমি মোর,
কি কহিব—তব ঠাঁই—
মনে জাগে কি-ব্যথা আমার।
দেবব্রত। কহ আর্য্য!
তুমি ছিলে পিতৃ-সাথে মোর,
কি কারণে—নৃপতি এমন?
সর্ব্বত্র কুশল রাজ্যে, শাসনে-আমার,
ভারতীয় নৃপতি মণ্ডলী,
এবে রাজ-চক্রবর্ত্তী-শান্তনু অধীন।

কি কারণ-শোকার্ত্ত, দুঃখার্ত্ত—
হেন, না পারি বুঝিতে।

শান্তনু। বৎস দেবব্রত! আমাদের বংশে,
একমাত্র-পুত্র তুমি বীর,
অস্ত্রে-শস্ত্রে সুশিক্ষিত,
পুরুষাকার-সম্পন্ন এখন।

দেবব্রত। তোমারি-পদাঙ্ক ধরি,
চলিয়াছি জীবনের পথে,
পৌরুষত্ব, নিজের-কি আছে?

শান্তনু। শুন বৎস! পিতৃ-ব্যথা তব।

কপিঞ্জল। বলুন নৃপতি! সুবোধ কুমার,
অবশ্যই বাসনা পূরণ-তব—
করিবে নিশ্চয়।

শান্তনু। চিরস্থায়ী এ জগতে,
কোনও কিছু নহে—
ইহাই আক্ষেপ।

দেবব্রত। ঈশ্বরের-অভিপ্রায়, কি বুঝিব—
ক্ষুদ্র নর মোরা—দেব!

শান্তনু। হ্যাঁ ঈশ্বর, মনে কর'—
ঈশ্বর না করুন—যদি তব,
কোন'রূপ হয় বৎস! অনিষ্ট ঘটনা।

দেবব্রত। সুনিশ্চয়—কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল;
যদি কি? সুনিশ্চয়—
একদিন হইবে পত্তন।

শুধু কি আমার? সৃষ্টি মাত্রে—
একদিন ধ্বংস-পথে যাবে।
ওই চিন্তা অহরহ মোর,
ওই চিন্তা করিতে প্রবলা,
বসুমতী রূপ-ধরি দিয়েছেন দেখা'
করিয়াছি স্থির, অনিশ্চিত জীবনেতে,
সিংহাসনে—না বসিব আর,
পিতৃরাজ্যে—পিতারে ফিরাব'।

শান্তনু। না—না—না বৎস!
বৈরাগ্যের কথা—ইহা নয়।

দেবব্রত। কিসের বিরাগ পিতা?
আশ্রয়—দেববাঞ্ছা হস্তিনা প্রাসাদ,
উদার জনক তুমি,
সর্ব্ব সুখ আবেষ্টনে স্থিতি,
বৈরাগ্য কিসের তব?

শান্তনু। জড় সম জীবনে—কি ফল?

দেবব্রত। সত্য, জড় প্রাণ পৃথিবীর ভার!

শান্তনু। পুরুষ মাত্রেই—জড়,
প্রকৃতিই-শক্তি এ জগতে।

কপিঞ্জল। তবে ভেবে দেখ', হ'য়ে বিপত্নীক,
জড়-প্রাণে শক্তি-হারা—
জীবন্মৃত-ভাবে—জনক তোমার।

দেবব্রত। অপরাধ ক'রো না গ্রহণ,
আমি কিন্তু—মানি-না একথা।

পুরুষ, জড়ত্বে-ভরা যদি,
তবে অন্য প্রাণ-শক্তি এসে,
কি শক্তি দানিতে পারে ?
যে আধারে, কণামাত্র শক্তি নাই—দেব !
শূন্যাধারে— আশ্রয় কোথায় ?
পৌরুষত্ব-প্রবল জনক।

শান্তনু। নারী-শক্তি বিনা,
পুরুষ অচল-জড়,
চিরদিন বিধির-বিধানে।

দেবব্রত। সে—বিধির, অন্যায়-বিধান।
নারী-শক্তি বিনা, একাকী—
পুরুষ-পরশুরামের-শক্তি,
রমণী—ধরিত্রী-শক্তি,
বিনাশিল—তিন-সাতবার।

শান্তনু। ভেবে দে'খ, শক্তি-পদ-স্পর্শে,
জড়ত্ব জীবনে— শিব-পুরুষ—লভিলা চেতনা,
হেথা কি, শক্তির-প্রাবল্য নহে ?

দেবব্রত। কিন্তু অন্য দিকে পিতা !
বিষ্ণু-পুরুষের চক্র-সুদর্শনে,
ওই মহাশক্তি, ছিন্ন ভিন্ন বাহান্ন-পৃষ্ঠেতে,
হেথা তো—পৌরুষত্ব-প্রবল জনক।
ব'লেছি তো, কি হেতু বিবাগী হ'ব ?
অবিরত পরিশ্রম শেষে,
পুনরায় উদ্যম—শক্তির তরে—

যেইরূপ বিশ্রামের রীতি,
সেইরূপ, আত্মশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হেতু,
সাধনার প্রয়োজন বটে, তথাপি
সংসার-বিরাগী ভাবে, কভু নহে পিতা !
সুবিশাল কৌরব-রাজ্যের-ভাগ্য,
প্রকারেতে বিন্যস্ত-স্কন্ধেতে যাঁর,
অসম্ভব বৈরাগ্য তাঁহার !
তবে কথা এই, নারী-শক্তি'
কভু নাহি পারে—শক্তি-দিতে—
পুরুষ-প্রবরে—যদি যথার্থ-ই—
পৌরুষত্ব থাকে তার।
জড় শব্দ, কবির কল্পনা,
সাংখ্য-দর্শনের জটিল রহস্য।

শান্তনু। বৈরাগ্য প্রবল যেথা,
সেথা অনর্থক-তর্ক-বিসম্বাদ।

কপিঞ্জল। অবশ্য শত পুত্র হ'তে শ্রেষ্ঠ—
তুমি দেবব্রত, তথাপি—

শান্তনু। সুতরাং অনর্থক পুনর্দার-পরিগ্রহে,
তাদৃশ বাসনা নাহিক মোর,
তথাপি—

কপিঞ্জল। অবশ্য অবশ্য, শত পুত্র—
হ'তে শ্রেষ্ঠ—তনয় তোমার।

শান্তনু। সেই হেতু পুনর্দার-পরিগ্রহে—

দেবব্রত। পুনর্দার পরি—গ্র—হ ?

শান্তনু।　　হাঁ, পুনর্দার পরিগ্রহে—

দেবব্রত।　　এত স্বল্পে, মানবে ভুলিতে—
পারে, স্মৃতি-মানবের ?

শান্তনু।　　ধর্ম্ম-শাস্ত্র মতে,
এক পুত্র যার, অপুত্র মধ্যে—
গণিত-সে—পিতা।

দেবব্রত।　　শাস্ত্র—নীরস, কঠোর,
প্রাণ কোথা তার,
কি বুঝিবে সংসারীর-ব্যথা ?

শান্তনু।　　জানি ভাল মতে, ভৃগুরাম শিষ্য তুমি,
মহাবলশালী, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর,
সশস্ত্র সতত থাক' প্রহরী বেষ্টিত,
অতএব রণক্ষেত্র বিনা,
অন্যত্র না হবে—কভু নিধন তোমার,

দেবব্রত।　　বিশেষতঃ অস্ত্র-গুরু আশীর্ব্বাদে—
অজেয়-সমরে আমি।

শান্তনু।　　তথাপিও মন-মোর, না-মানে প্রবোধ।

দেবব্রত।　　ঠিক। তথাপিও মৃত্যু স্থির—
একদিন মোর। হয় আজি,
নয়—দুই দিন পরে,
হয় শুধু কাঁদায়ে-তোমায়,
নয়, পুত্র, মিত্র, বনিতা,
দুহিতা আদি বিপুল সংসারে।

শান্তনু।　　তবে, কি দশায়—কুরুকুল হবে উপনীত ?

দেবব্রত। হইবে নির্ম্মূল! সত্য, কি দুর্ভাগ্য—
এক পুত্র আছে—যে কুলেতে।

শান্তনু। পিতৃ-পুরুষ সকল,
জলপিণ্ডে হইয়া বঞ্চিত,
হায়—হায়! মম হ'তে—হবে স্বর্গচ্যুত।

দেবব্রত। উদ্বেলিত প্রাণ—ঘূর্ণিত মস্তক,
ধৈর্য্য দাও, ধৈর্য্য দাও—জাহ্নবী জননী!

শান্তনু। তবে, তুমি যদি কর'
বৎস! দার পরিগ্রহ—

দেবব্রত। আর তা' হয় না,
আগে কেন—বল নি-এ কথা?

কপিঞ্জল। অবশ্য, পুনর্দার-পরিগ্রহে, যদিও—
বাসনা তাদৃশ-নাই নৃপতির বৎস!

দেবব্রত। বাঞ্ছনীয়-শতবার—এ ক্ষেত্রে জনক।

শান্তনু। না—না, আর তা' হয় না,
যে হেতু অসন্তুষ্ট তুমি,
ভবিষ্যতে যদি নাহি কর'—দার পরিগ্রহ—

দেবব্রত। উপযুক্ত কালে—পিতৃ আজ্ঞা হবে-না লঙ্ঘন,
অন্ততঃ এই কারণে জনক!
জল-পিণ্ড বিনা কুরুকুল হবে স্বর্গচ্যুত।

কপিঞ্জল। কিন্তু, দিন, ক্ষণ, নাহি শমনের।

দেবব্রত। কহ আর্য্য! প্রকৃত ঘটনা।

কপিঞ্জল। এ ধারে যমুনা,
অন্য ধারে, মা-গঙ্গা তোমার,

মধ্যে সেই পুণ্যক্ষেত্রে,
দাশরাজ ধীবরের গৃহে—
পালিতা তনয়া, অপরূপ লাবণ্য-সম্পন্না,
গাত্রোত্থিত-পদ্মগন্ধে যোজন আকুল,
অলিকুল মাতল—ব্যাকুল,
মৃগয়োন্মত্ত মহারাজ—সৌরভে ব্যাকুল,
ছুটে গিয়ে, পাণি-প্রার্থী হইল তাহার—

দেবব্রত। কে করিল প্রতিরোধ—পিতাব আমার ?
হেন স্পর্দ্ধা, এ হেন সাহস, শক্তি,
কা'র এ জগতে ?—

শান্তনু। বহু রাজা, যক্ষ, রক্ষ,
অমর, দানব সনে—তপস্বীর দল,
উন্মত্ত সে কন্যা লাভে,
সমবেত ধীবরের দেশে।

দেবব্রত। হ'য়ে গাঙ্গেয়-জনক,
বলে কেন' নাহি ল'য়ে এলে—
বাঞ্ছিত রতনে—পিতা ?

(গমমোদ্যত)

শান্তনু। শুন কথা, অতঃপর—

দেবব্রত। শুনিবার কিছু নাহি আর।
ত্বরা করি' দ্বিজ সাথে,
এস-পিতা, পুরী বহির্ভাগে,
অচিরে সাজাবো রথ।

(গমনোদ্যত)

কপিঞ্জল। আছে কথা—শুনে যাও—
দেবব্রত। অনর্থক। জান' না কি দ্বিজ'!
অস্ত্র-গুরু মোর—জামদগ্ন্য-রাম,
'পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম'—
মূল মন্ত্র যাঁ'র।

[প্রস্থান।

শান্তনু। একি হ'ল?
কপিঞ্জল। ঠিক্ হ'ল, বিলম্বে কি কায আর?
শুভ যাত্রা শীঘ্রই কর্ত্তব্য। এস
রাজা, যাই মোরা রথোপরি ত্বরা,
শান্তনু। কোথা? দাশরাজ গৃহে? কেন?
পুনর্দার আনয়নে? অফুরন্ত চক্ষু জল,
জোর ক'রে বক্ষ মাঝে চেপে,
'পিতা স্বর্গ'—নীতির দোহায়ে,
ত্রস্তে চক্ষের আড়লে গিয়ে,
একমাত্র তনয় আমার,
তার'-স্বরে করে হাহাকার—
ওই—ওই শুনিছ না—বাতাসেতে—
ভেসে আসে—পুত্রের রোদন?
কপিঞ্জল। নহে ইহা পুত্রের রোদন।
জল-পিণ্ড লোপ আশঙ্কায়,
স্বর্গচ্যুতি ডরে,
কুরুর বিপুল কুল,
তার-স্বরে করে হাহাকার।

শান্তনু। মূর্খ তুমি, সঙ্কীর্ণ মরমে,
শুনিতেছ পূর্ণ বিপরীত।

কপিঞ্জল। এক পুত্র তরে—
উদ্‌ভ্রান্ত এমন!
ভুলিছ কেমনে তুমি—রাজা!
অগণিত সন্তানের—।
দেশাচার—লোকাচার—

শান্তনু। দেশাচার? লোকাচার?
পুরুষের তরে, সংখ্যাতীত—
সাথীর বিধান, কিন্তু
অবলা-রমণী তরে,
এক ভিন্ন, নাহিক অপর,
কি সুন্দর দেশ - লোকাচার!

কপিঞ্জল। সৃষ্টির জনন-বীজে,
ভৃগুরাম ক'রেছে নির্ম্মূল।
পরাশর অতি কষ্টে বীজের সংগ্রহে,
দিশেহারা, নাহি করে ক্ষেত্রের বিচার,
কুমারী—ইচ্ছাশক্তি উমার প্রকৃতি—
হ'ল প্রসবিত্রী,
বিদূরিতে সৃজন অভাব

শান্তনু। সৃজন আসিবে পুনঃ পরিপূর্ণতায়
স্বতঃ সিদ্ধ প্রণালীতে দ্বিজ।

কপিঞ্জল। সত্য, কিন্তু এই রীতি,
পরিণামে—ব্যভিচারে হইবে বিকৃত।

শান্তনু। হয় হোক্, আমি কে নগণ্য—ক্ষুদ্র,
নিবারিতে তাহা, আমি কেবা হীন ?
কপিঞ্জল। তুমি রাজা, বিধান শাসন-কর্ত্তা।
শান্তনু। আমি রাজা ? নাহি রাজকার্য্য,
নাহি প্রজার ভাগ্যের চিন্তা,
নাহি সম, দণ্ড, অধিকৃত আর।
আমি রাজা—কেমনে প্রত্যয় ?
কপিঞ্জল। বন্ধু, ভক্ত, প্রজা চিরদিন
আমি যে তোমার,
যে পথেতে, যে ভাবেতে থাক'
মোর ঠাঁই সততই—মান্যের সম্রাট।
শান্তনু। ভাল, হইলাম সম্রাট আবার,
কিন্তু জেন', তোমার—কেবল।
বল'—বল'—একমাত্র বিশ্বাসী,
সদা অনুগামী, প্রজা মোর !
রাজ-পাশে—কি বাঞ্ছা তোমার ?
কপিঞ্জল। মৎস্যগন্ধা—পরমা-প্রকৃতি—
ইচ্ছাশক্তি, কুমারী উমার—
অংশে অবতীর্ণা মেদিনী উপর—
শান্তনু। ওঃ হোঃ ! ঠিক, মৎস্যগন্ধায়
আনিতে হইবে বিবাহ বন্ধনে ?
কিন্তু প্রজা ! জান' স্থির,
ফুল-শয্যা-রাতে,
শয্যার আশ্রয় নিতে,

অলক্ষ্যে তো—কাঁদিবে না নবীনা বধূটি—
মালা দিতে 'দোজব'রে' স্বামীর কণ্ঠেতে ?

কপিঞ্জল। দেশাচার—লোকাচার—

শান্তনু। ওহো! দেশাচার, লোকাচার,
পুরুষে দিয়েছে অধিকার—যত স্বেচ্ছাচারে।
নারীরে বেঁধেছে—ওঃ!
কি কঠোর নিয়ম-বন্ধনে ?
কিন্তু,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল কথা,
কোথায় আনিব তারে ?
এই কক্ষে ? একি সত্যই আমার ?
আজও তার স্মৃতি, ঐ হের—
চতুর্দ্দিকে পূর্ণ জাগরিত!
আর এই বক্ষ—এই কণ্ঠ,
ঠিক সেই ভাবে, পূর্ণ উদ্দমেতে,—
আছে কি—আছে কি সুখে— ?
যেই ভাবে—ভুজপাশ হ'তে,
ধীরে, ধীরে করিয়া মোচন, দেহ
গঙ্গা গেল' প্রসব গৃহেতে—
না—না, তুমি তো দেখ'নি,
কি ভাবে ধরিত গঙ্গা, সোহাগে আমায়,
তুমি তো দেখনি, দেখিবে—দেখিবে ?
দেখা'ব কি, কণ্ঠ চাপি—

(হস্তদ্বয় দ্বারা কণ্ঠরোধ, কপিঞ্জলের বাধাদান)

কপিঞ্জল। মহারাজ—মহারাজ!

ব্রাহ্মণ-বান্ধব আমি, আজি
যুক্তপাণি পদতলে, করি অনুরোধ—

শান্তনু। হাঃ—হাঃ—হাঃ! ক্ষত্রিয়ের
পদতলে ব্রাহ্মণ ভিকারী।
এও দেশাচার, লোকাচার?
কৈ, ছিল না তো আগে?
হবে বুঝি সুদূর ভবিষ্যে ?
হয় হোক্, পৃথিবী ঘুরিয়া যাক্
আমি কেন—আমি কেন—

কপিঞ্জল। মহারাজ, ভেবে দেখ,'
বরণ-উদ্যতা সে বালিকা,
আছে পথে—তব প্রতীক্ষায়।

শান্তনু। প্রতীক্ষায় ছিল—গঙ্গা,
প্রতীক্ষায় ছিল প্রজাদল,
প্রতীক্ষায় ছিল যত পিতৃপুরুষ সকল।
কভু তো—বঞ্চিত হয় নি কেহ—
শান্তনু নিকট! স্পর্দ্ধী-দীন
ব্রাহ্মণের পাশে—বিলাঞ্ছিতা,
সমাজের নিভৃতে পতিতা—
কেন—কেন—কেন বা বিমুখ হয়?

কপিঞ্জল। কে বলে—শান্তনু নহে—
প্রকৃতিস্থ, বিবেক-বিচার শীল?

শান্তনু। ঐ রথ! সারথী সুন্দর—গঙ্গার তনয়,
রথী—গঙ্গার প্রণয়ী সনে অভিন্ন সুহৃৎ।

হাঃ হাঃ হাঃ! দেবব্রত!
মহাব্রতে চালাও—চালাও রথ।
না—না, রাখ' রথ ক্ষণতরে,
রথ রাখ' প্রিয়তম-তনয় আমার!
কে ওই নিভৃতে বসি—চির অকুণ্ঠিতা,
সরমে মরমে-মরি,
অবগুণ্ঠনে আবরি বদন,
একা কেঁদে, তিতায় মেদিনী?
কে তুমি গো! পৃথিবীতে বান্ধব-বিহীনা?
অবলার—মহাবল, হারাইয়ে দস্যুর কবলে,
কে তুমি বিরলে, গঙ্গার অতল জলে
তুলিছ তুফান? ওঃ হোঃ!
তুমিই কি ইচ্ছাশক্তি-কুমারীরূপিণী উমা?
তুমিই কি বেদান্তের—
"মূলা প্রকৃতি রেবৈষা
সদা পুরুষ সঙ্গতা?"
কেন কাঁদ'? এস'-এস'—অভাগিনি!
মুছ' লো—নয়ন বারি,
দুর্জ্জন-দলন কুরু বংশ,
এখন' তো নহে—অস্তমিত,
শান্তনু জীবিত,
দলিতা, পতিতাগণে—বুকে দিতে স্থান।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দাশরাজের বহির্ব্বাটী।

[নৃত্য গীতে রত মধু ও বিধু]

মধু বিধু—

গীত।

মধু। তুই বড় কি মুই বড়,
এইটে বাকী মীমাংসায়।
আর সব তো শেষ হ'য়েছে,
তর্ক যত কিছু হায়॥
শিবের বুকে কালীর চরণ,
বিধু। শক্তি প্রবল বোঝে না তখন
তো-তে, মো-তে, কি ভাব:পেতে,
তবু কেন এ সংশয়॥
মধু। ওই কালীবে বাহান্ন খান,
জড় পুরুষে করলো যে প্রাণ,
পৌরুষত্ব পেলেন ফিরে
পত্নী হারা শিব মহাশয়॥
বিধু। কোথাও জড় বা কোথাও শক্তি,
ওঠেন পড়েন দুলিয়ে ভক্তি,
মুক্তি পাবার পন্থা যে তাই
দীন নারায়ণ সেবায়॥

[দাশরাজের প্রবেশ]

দাশরাজ। বাহবা—বাহবা, থামলি কেন রে? আমোদ কর্—আমোদ কর। আজ আমার প্রাণটাও নেচে উঠছেক, মনে হ'ভেছে, যেন আজই শান্তনু রাজা ফিরিবেক।

বিধু। তা' হ্যারে রাজা! নানানদেশের রাজা মুনি, ঋষি, দেব্‌তা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, গন্ধকালীকে পাবার লেগে, ঝোঁপ, ঝাপটীতে ঘাপ্‌টি মেরে, উপনিবেশ ক'রেছেন, সবাইকে ছেড়ে, মাগ্‌মরা আধা-বুড়ো শান্তনুকে—মেয়ে দিবিক্‌?

দশরাজ। হ্যাঁরে হ্যাঁ—উপরিচর রাজা, ওর জন্মদাতা, তাঁরও মত লিয়েছি। কুরু বংশের মত—বংশ আছেক্‌?

মধু। তা তুই যা—ভালরকম অনাহিত-বিবেচনা করবি, তাই হবেক্‌।

[বিবাহ বেশে সুসজ্জিতা, বরমাল্য হস্তে
মৎস্যগন্ধার প্রবেশ]

দাশরাজ। এই যে পদ্মগন্ধা—গন্ধকালী—কালী হামার, হামা মা কালী

মধু। হ্যাঁ, হাড়কালী—মাসকালী।

দাশরাজ। মেধো, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌! লতা পাতায়, বন্‌ফুলে সেজে, ঠিক যেন্‌ মা কালী—লা?

বিধু। হ্যাঁ, বাকী কেবল পায়ের তলায়, বুড়ো শিবের বুকটি পাতা।

দাশরাজ। মেদো, তোর বউ রসিক আছেক্‌।

মধু। এজ্ঞে। আগে ছিলেক না, কদিন থেকে হামার শরীলে তেমন জুতটি নাই, হামেসা একলা জলে থাকেক্‌, তাই শলীলটে একটু বাল্‌সে উঠেছেক।

দাশরাজ। দেখ' কালি! এখনও বল, কেতো রাজারাজড়া মুনি ঋষি দেবতা দানা, ভূতপ্রেত জেলেপাড়া ঘিরিয়ে ফেলেছে—তোকে

পাবার লেগে, এখনো বল্, মরা-গঙ্গার বরকেই তাহ'লে বিয়ে করবিক্ ?

মৎস্যগন্ধা। অঙ্গ সুপবিত্র,
রাজ-করস্পর্শে সুখ লভেছে জনক,
অপরে কি—পারি মাল্য দিতে ?
এক তনু, একজন বিনা,
দুই জনে—হয় না অর্পণ।

মধু। তবে মুনি ঠাকুর—দ্বৈপায়ন দ্বীপে—কুয়াশায়—

মৎস্যগন্ধা। তারতত্ত্ব, নিরক্ষর জ্ঞান হারা—
তুমি—কি বুঝিবে ?
তপোবলে দিব্য জ্ঞান দিয়ে,
দাশরাজে বুঝায়েছি একদিন—
আধ্যাত্মিক মিলন মোদের।
যদি নাহি হবে অপার্থিব,
কল্পনা—অতীত তাহা,
তাহ'লে কি, অনাগতা-যৌবনেতে,
কুমারীর হয়—কভু যৌন-সম্মেলন ?
সদ্য গর্ভ, সদ্য পুত্র ?—
সদ্য হয় "জ্ঞান—ধ্যান শাস্ত্রে সুপণ্ডিত
আদর্শ পুরুষ ব্যাস ?"

দাশরাজ। আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ, ও ভুতুড়ে কেরাও, শাস্তোর খুঁজলে ঠাউর মশাই—ঢের বার করতে পারবেক।

মধু। মোৎসো গোন্ধার মত পারবেক না।

মৎস্যগন্ধা! অসম্ভব কিছু নয় ধীবর দম্পতী।

আমি গন্ধকালী—পরমা প্রকৃতি,
যুগে, যুগে, নানাভাবে, নানারূপে,
আসি উদ্ধারিতে—জড়ে-শক্তি প্রদান কারণ।
এসেছিনু মদ্রবংশে সাবিত্রী রূপেতে—
দ্যুমৎসেনের জড়ত্ব বিদূরি'
ধরাধামে কুলশক্তি—প্রসারণ হেতু।
দানব জড়ত্বে, শক্তির-তড়িৎ দিতে,
এসেছিনু তুলসী রূপেতে—
ধর্ম্মধ্বজ রাজগৃহে,
শতবর্ষ গর্ভে করি' বাস,
সূর্য্যবংশে শক্তি-দিতে, সীতারূপা আমি,
চন্দ্রবংশ বিস্তারিতে, মেনকা-রূপিণী,
জড়-বিশ্বামিত্রে শক্তি দিয়ে,
ক'রেছিনু শকুন্তলা-শক্তির প্রতিষ্ঠা,
যা হ'তে ভরতবংশ বিস্তৃত এমন।

(নেপথ্যে ভেরীরব)

দাশরাজ। কিসের ভেপ্‌ রে মেধ্যে? হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌, এল বুঝি, (মধুর প্রস্থান) নিশ্চয় এসেছেক্‌, নইলে হামার কেটো চোখ, হঠাৎ ভিজে উঠ্‌বেক্‌ কেন? হায়—হায়—হায়! হামার এতো দিনের মানুষ করা-তুই, আজ হামার—পর হ'য়ে যাবিক্‌ কালী? এখনো আসেনি, আয় বাপ্‌-বেটীতে বসিয়ে একবার কাঁদি। শেষ কাঁদা, আপনার ব'লে কাঁদা, হয় তো এর পর কাঁদবো—অনেক, কিন্তু এমন দু'জনে, আপনার-ব'লে কাঁদতে পাবেক্‌ না।

মৎস্যগন্ধা। পিতা—পিতা!

দাশরাজ। মা—মা—হামার গন্ধকালী মা !

বিধু। কি অলক্ষণ গো! আজ যেটের দিনকে, এমন ক'রে কাঁদতে বসলো ক্যানে গো ! মা—মা—মা ! এ কুথাকার ধরণ গো !

[মধুর ত্রস্তভাবে প্রবেশ]

মধু। রেজা—রেজা !—অনাগত হ'য়েছেন, অনাগত হ'য়েছেন।

দাশরাজ। কে? কে? কারা—কারা?

মধু। দুই তাঁরা, যাদের জন্যি তুমি হামলাচ্ছ।

[শান্তনু, দেবব্রত ও কপিঞ্জলের প্রবেশ]

শান্তনু। দাশরাজ! আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দাশরাজ। এস এস। কি ঠিক হ'ল রাজা? মেয়ে তো, তোমায়—বিয়ে ক'রতে পাগল। তোমার সঙ্গে বিয়ে—না হ'লে, পরাণ রাখ্‌বেক্ না। কালের দোষ, আগে বাপে, মেয়ের বিয়ে দিত, এখন কোন্ দিন না, মেয়ে, বাপের বিয়ে দেয়।

কপিঞ্জল। তা বাপের বিয়ে দেখা অবিশ্যি আধিক্যতার কথা! নতুন মা, নতুন ঘোমটা চমৎকার !—

দেবব্রত। সত্য, সত্য—পরমা সুন্দরী—
মহালক্ষ্মী পরমা-প্রকৃতি,
ছদ্মবেশে ধীবরের গৃহে।
বনফুলে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিতা,
গাত্রোত্থিত-পদ্মগন্ধে চৌদিক আকুল
অলিকুল মাতল—ব্যাকুল,

পরিমল করিয়া বহন—
গন্ধবহ—ছোটে মহোল্লাসে।
অবধান ধীবর নৃপতি !
পিতা মম, পাণি-প্রার্থী তনয়ার—তব।

দাশরাজ। হাঃ হাঃ! শান্তনুর বংশধর? গঙ্গার বেটা তুই? বাঃ! নইলে এমন সইভ্য-ভইভ্য অপরে কি হবেক্? তা বাপু, হামি তো তোমার বাপ্‌কে আগেই ব'লেছি—

শান্তনু। না না, দাশরাজ,
কেটে গেছে নেশা,
মিটিয়াছে আশা,
নাহি আর কামজ, রূপজ—
তৃষা, আগেকার মত।

দাশরাজ। কি? তবে কিসের লেগে আবার, হামার বাড়ীতে এলি? বিয়েই যদি ক'র্‌বিক্ নি, তবে অনঙ্গ-অস্পর্শ ক'রেছিলি কেন?

শান্তনু। আসিয়াছি মহা প্রয়োজনে।
লোকাচার, সমাজ আচার সনে,
দেশাচার ক্রমে ক্রমে
স্পর্দ্ধার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে,—
নিরদয়ে পদে দলে
ধর্ষিতা অবলাগণে।
চুরি ক'রে, চোরে মুক্তি পায়,
গৃহস্থের শাস্তি হয়।
নাহি শক্তি, নাহি কণামাত্র

সাহস গরিমা—দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হ'তে—
রক্ষিতে অবলা, শুধু জানে
সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থা—
যত ধর্ম্ম-বিশ্বাসীরে করিতে পতিত।
রাজা আমি, লোক, দেশ,
সমাজ, আচার—শিরে,
প্রতাপ—আসন মোর,
আমি যদি দলিতা-ধর্ষিতাগণে
নাহি লই কোলে,
উদার ধাতার এই বিরাট ভূমায়
নারী প্রগতির যুগে—
তবে আর কে দেখিবে,
কে বুঝিবে ব্যথা—আহা!
বিদলিতা অবলাগণের!

দেবব্রত। দান কর—দান কর তনয়ারে তব
মহামান্য-সম্রাটের করে,
বিলম্বে কি কায আর?

দাশরাজ তা' বাপু, হামি তো, আগেই স্বীকার হ'য়েছি তবে—একটা পণ আছেক্—

শান্তনু। স্তব্ধ হও—নির্ব্বোধ কঠোর!
বজ্রঘাত আনিও না—
সাধ ক'রে আপনার শিরে,
জেনে রেখ'—আমি পিতা,
অন্য পিতা নই,

শৈশবে—জননীহারা—তনয়ার
একমাত্র-পরম-আত্মীয় পিতা।

দেবব্রত। কি কারণ বাদ প্রতিবাদ ?
কেন দাশরাজ! কুণ্ঠিত জানাতে পণ ?
নাহি জান' দেবব্রত মন ?
অকপটে-ব্যক্ত কর' বাসনা তোমার,
কোন্ পণে কন্যা দানে সাধ ?

দাশরাজ। পণ—আর এমন কি আছেক্। তবে কথা এই, এই মেইয়েব গর্ভে যে পুত্তুর জন্মাবে, রাজার অবিদ্যিমানে, সেই বাজ্যি—পাবেক্, আর-কোই সিংহাসনে অধিকারী হবেক্ না—হ্যাঁ—

শান্তনু। ওঃ!—

দেবব্রত। 'অন্য' শব্দে—আমি,দাশরাজ!
মাতা-গঙ্গার স্মরণে কহি',
শুন সত্যবাদি! সত্যবাণী মম,—
তুমি যা কহিলে,
অবিকল-সেইরূপ কার্য্য সমাপিব,
ইহার গর্ভের শিশু,
হবে রাজা হস্তিনার—
হবে রাজা ভারতের—
হবে রাজা—দেবব্রতের ও—ধীমন্।

(রাজমুকুট মৎস্যগন্ধার পদতলে অর্পণ)

শান্তনু। কিছুতেই নয়। সত্য যদি—
এ বিবাহ পরিত্যজ্য নয়,

যদি নাহি থাকে অপর উপায়—
এই পরিণয় বিনা ;
সত্য যদি জন্মে শিশু,
নারী-গর্ভে, ঔরসে আমার,
হবে চির অনুগত-দাস গাঙ্গেয় রাজার।

মৎস্যগন্ধা। না—না, আমি ধীবর আশ্রিতা,
অজ্ঞান শৈশবে পিতৃত্যক্তা,
পালিতা অপর গৃহে,
দারিদ্র্যের-আবেষ্টনে বর্দ্ধিতা নিয়ত,
রাজমাতা আমার কি সাজে ?
শান্তনুর দাসী আমি,
দাসী পুত্র—মাত্র দাসত্বের অধিকারী,
অন্য কিছু নয়।

(দেবব্রতের মাথায় মুকুট প্রদান)

দেবব্রত। কেন হেন বিচঞ্চল দোঁহে ?
পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম,
সেই পিতৃ-তুষ্টি হেতু,
কুরুবংশ—কুরু-সিংহাসন,
মান, যশ, গৌরব কারণ,
জগতের যাহা কিছু আছে-প্রিয়ধন,
সব—সব বিসরিব, হ'লে প্রয়োজন—
তনু-ত্যাগেও—হব' না কাতর।

কপিঞ্জল সাধু! সাধু!! সাধু!!!

শান্তনু। কোথা গঙ্গা—তুমি এ সময় ?
দেখে যাও—পুত্র তব,
নিজ করে হৃৎপিণ্ড ছেদি,
উপহার দেয়-পর হিতে।

[পরাশরের প্রবেশ]

পরাশর। কার নারী, কারে-কর' দান ?
কুমারী-কালেতে কন্যা, মিলিল—
আমার সনে। মম বীর্য্যে,
কন্যা-গর্ভে জন্মিল তনয়,
শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন "বেদব্যাস" নাম,
অধিকার কন্যাতে—আমার।
শান্তনু। একদিন সান্ধ্য-মিথুনেতে,
বুঝায়েছি অধিকার-বাদ—
ব্রহ্মরক্ত-পাতে পরাশর !
পুনঃ চাহ বুঝিতে হেথায় ?
পরাশর। প্রশ্ন কর', কন্যা কারে-চায় ?
মৎস্যগন্ধা। যমুনার দ্বীপে, দ্বৈপায়নে,
আধ-জ্ঞান আধেক-অজ্ঞান—
কুমারী জীবনে, জড়ে শক্তি—
হ'ল সম্মেলন। কুমারী, যুবতী,
নারী, কভু প্রৌঢ়া ভয়ঙ্করী—
যুগে, যুগে নানারূপ ধরি,

স্থষ্টির সহায়ে রহস্য উদ্ধারে।
হ'য়েছিনু নবতুর্গা, শিবত্ব রাখিতে
দানব-দলিতে—উলঙ্গিণী-বিভীষণা-কালী,
স্বজন পালিতে, চক্র-সুদর্শন তলে,
রহি কভু লক্ষ্মীরূপে—সাগরের বুকে।
কার্য্য হেতু—
একদিন ল'য়েছিনু—বেদ-নিধি! আশ্রয় তোমার,
তা ব'লে কি, সদা-চাহ অধিকারী হ'তে?

দাশরাজ। আর চাইলেই—বা, আমি দেব' কেন? বলে 'গা বড়—তা বড়' রাজা-রাজড়া, দেবতারা এসে, গন্ধকালীকে পাবার লেগে, বনে ব'সে 'থ' মেরে কাঁদ্‌তেছেক, আর উনি আমার, বিয়ে বাড়ীর নব-কর্ত্তা এলেন—আর কি!

পরাশর। নারী ল'য়ে নির্ব্বিবাদে হস্তিনায়—
ফিরিবে কি, ভেবেছ সকলে?
বিপুল বিরুদ্ধে-শক্তি ল'য়ে,
রাজগণ অপেক্ষায়—বনানীর পথে,
বলে তারা করিবে গ্রহণ,
তাই বলি', যদি চাহ শুভ,
মোর কণ্ঠে মাল্য-দাও বালা!
তপোবলে-উদ্ধারিব তোমা।

দেবব্রত। বুঝি শোনে নাই—তারা?
শুন নাই—ঋষি তুমি?
'দম্পতী-রক্ষার্থে' আসিয়াছে,
ভৃগুরাম-শিষ্য বীর গঙ্গার-নন্দন?

শান্তনু। আরো অবিদিত—তোমার নিশ্চয়,
দেশ, লোক, সমাজ, আচার,
ভেঙে-চুরে, নূতন-করিতে,
শান্তনু এসেছে—পুনর্দার পরিগ্রহে ?

মধু। দেখ ঠাউর মশাই! পুরুত হও, আর ঝাই—হও, ভাল—জিনিসটা দেখলেই, নোলায়—জল আন', ঐটি তোমার ভারী দোষ।

দাশরাজ। বস', বস' ঠাউর! তুমি আমার পুরীর অনহিত, বস', কথা চুকুক্—মালা দিক্, বিয়ে হোক্,

পরাশর। সর্ব্বনাশ হবে,
অভিশপ্ত করিব ভীষণ,
যদি নাহি দাও—কন্যা মোরে।

শান্তনু। একাকী নির্জ্জনে, চুরি-ক'রে
জ্ঞানহারা-বালিকার সর্ব্বস্ব—
যে পারে লইবারে, তারে,
সেই চোরে, মালা নাহি দিবে—
কভু দাশরাজ-পালিতা তনয়া,
যদি দিতে চাহে,
সর্ব্বাগ্রেতে—আমি দিব বাধা।

পরাশর। 'কুরুবংশ হউক বিলোপ'—
দিনু ভয়ঙ্কর অভিশাপ।

শান্তনু। আরে—ব্যভিচারি !
অভিশাপে-অধিকার আছে কি—তোমার ?

পরাশর। ব্যাভিচা—রী ? তবে পুনঃ কহি,

কুরুবংশ হইয়া বিলোপ,
ব্যাভিচারে, ব্যাভিচারে, হইবে বিস্তৃত।

দেবব্রত। অবধ্য ব্রাহ্মণ,
নতুবা এই দণ্ডে—

(অসি নিষ্কাসন)

মধু। থাক্—থাক্, ঐ ঠাউর-ই—কথায়-কথায় কয়ে—থাকেন 'গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ' এই গরু, আর বামুন, অহিত ক'রতে, ক'রতেই—চরে।

দেবব্রত। বিলম্ব কি—হেতু দাশরাজ!
আজ্ঞা কর' তনয়ারে তব,
মালা-দিক্ পিতৃকণ্ঠে—মোর।

দাশরাজ। আর হামি কে বাবা? নিজের রাজ্যির মঙ্গলের তবে যখন তুমি অমন দুষ্কর-প্রতিজ্ঞা ক'র্লে। তখন কন্যার অভিভাবক আর হামি নই, তুমি। কন্যাদানেও—এখন তোমারই অধিকার। তবে কি না—

(মধুর, দাশরাজের কাণে কাণে কথন)

দেবব্রত। কি হেতু নীরব?
মনোভাব যত' কিছু আছে,
একে, একে, করুন প্রকাশ।
নাহি দ্বিধা, নাহিক সংশয়,
করিয়াছি জীবন, মরণ ব্রত—
কৌরবের-সিংহাসন রক্ষার-কারণ।
একদিন কৌরব বিপক্ষে,

যদি ধ্রুব-সত্য—ন্যায়-ধর্ম্ম থাকে,
অন্যদিকে অধর্ম্ম ও ব্যাভিচার,
কৌরবের-হিতে, অনায়াসে—
ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্যে দিব ডালি,
যেরূপেতে-হোক্, কুরুবংশ,
কুরু সিংহাসন—রক্ষা প্রয়োজন।

দাশরাজ। তবে কি না—তবে কি না—

মধু। এজ্ঞে! পের্কাণ্ড-মস্ত মস্ত—"তবে কিনা—"

দাশরাজ। হ্যাঁ, তবে কি না—

মধু। আম্‌তা-আম্‌তা ক'রতিছিস্—ক্যান্? ক'য়ে ফেল্‌না—

দাশরাজ। অবিশ্যি, তুমি যে-কথা মা-গঙ্গার নামে শপথ-ক'রে—বল্‌বে, তার এদিক-ওদিক হবেক না, তা জানি। তবে কি না—বল, না রে—

মধু। এজ্ঞে! আপনি থাক্‌তে, আমার দণ্ড বিকাশ—এই মাগী! তুই বল না—

বিধু। আ মরণ! আমি দশ-হাত কাপড়ে-ন্যাংটো মেয়ে-মানুষ, পুরুষ মানুষকে কি বল্‌বো বে—মেধো—

দেবব্রত। কেন হেন—সংস্কোচ সংশয়?
অকপটে মনোভাব করুন জ্ঞাপন।
পিতার কারণ, সকলি পালিব,
সকলি সহিব—অপাল্য, অসহ যদি।

শান্তনু। আমিও প্রস্তুত এবে দাশরাজ!
সামাজিক প্রথার সংস্কারে—
অন্ধ-বিশ্বাসের দুর্নীতি রোধিতে

জগতের সর্ব্ব সুখে—
সর্ব্ব মায়ায় দিতে বিসর্জ্জন।

দাশরাজ। এই—এই, এই, কিন্তু তোমার যদি ছেলে হয়, তার উপরে যে—আমার দারুণ সন্দেহ।

মধু। কও কথা, ওর আবার—সন্দেহটা কি! ঠাকুরদার বিষয়—লিয়ে—ল'ড়বেই।

বিধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঘরাও-ঝগড়া না-বাধলে, লক্ষ্মীর পেঁচা আসবেক কেমন করে।

দেবব্রত। জান' দাশরাজ!
ইতঃপূর্ব্বে সাম্রাজ্য ক'রেছি ত্যাগ—
পিতার মঙ্গলে? ভাল,
আজি সর্ব্ব-সমক্ষেতে, পুনঃ—
করি প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
মাতা—তথা দেবতা স্মরণে—
"আজি হ'তে আমরণ ব্রহ্মচর্য্য—
অবলম্বনে যাপিব জীবন",
বিবাহ না করিব কখন',
কোনরূপ-ইন্দ্রিয়ে না দিব অধিকার!

কপিঞ্জল। সাধু! সাধু—দেবব্রত!

শান্তনু। দেবব্রত! দেবব্রত!!
এ কি শপথ করিলে ভীষণ!

পরাশর। দেবব্রত! দেবব্রত!!
স্বেচ্ছায়—ধরার সকল সুখে—
দিলে জলাঞ্জলি? বিধাতার প্রেরণায়,

আসিয়া হেথায়, নিত্য নব—
লোভনীয়-শ্যামা-ধরণীর,
মনোপ্রাণ বিলোভন-সৌন্দর্য্য হইতে,
স্বইচ্ছায় বঞ্চিত হইয়ে,
পরিপূর্ণ বিকাশের মুখে,
অতুলন—কুসুম-কোরক !
ধীরে ধীরে শুষ্ক হ'য়ে—ঝরে প'ড়ে যেতে,
একি পণ—করিলে গ্রহণ ?
রাজার কুমার,
দেশের আশার—ধন !
দশের মঙ্গল ময়—
পরহিত-ব্রতধারী দধীচিও—হইতে মহান্।
কুরুকুল ছার, নিজেরও—
পরকালে জলপিণ্ডে,
স্বইচ্ছায় হইলে বঞ্চিত ?
সুভীষণ পুন্নাম নরক.
পুত্র বিনা নাহিক উদ্ধার,
অপুত্রকে—সে নরকে,
সাধ ক'রে করিলে সুধীর !
ভবিষ্যের চির-বিশ্রামের স্থল !

দেবব্রত। কেন দেব ! হ'তেছ চঞ্চল ?
স্থির জেন', অপুত্রকে-মরিলেও—
পিতৃ-তৃপ্তি হেতু,
স্বর্গ পাব'—অন্তিমে নিশ্চয়।

দাশরাজ। তবে তোমার পিতাকেই—কন্যা মাল্য দান করুক। (সত্যবতীর শান্তনুর কণ্ঠে মাল্য দান, দাশরাজের দ্বারা হাতে-হাতে সমর্পণ।)

দাশরাজ। তোমার সত্যের•উপর দান-করলেম। আজ থেকে মা—আমার "সত্যবতী" নামে পরীচিতা হোক্।

শান্তনু। দেবব্রত! দেবব্রত!!

পরাশর। না—না,
নহে আর দেবতার ব্রত,
নিজের কৃতিত্ব, অটল-প্রতিজ্ঞ—
বীর "ভীষ্ম" নামে হউক আখ্যাত!

শান্তনু। ভীষ্ম! এই পিতৃভক্তি,
অতুলন স্বার্থ-বিসর্জ্জনে,
করি আশীর্ব্বাদ—ইচ্ছা মৃত্যু—
হইবে অজেয় বীর—ত্রৈলোক্যের মাঝে

মৎস্যগন্ধা। ভীষ্ম! বৎস!

দেবব্রত। মা—মা!
বিকার—বিকার!
ঘুরিছে মস্তক,
কোলে তুলে নাও—মা জননী!

মৎস্যগন্ধা। বাপ, আমার, আদর্শ প্রতিজ্ঞ!

(ভীষ্মের মস্তক চুম্বন)

কপিঞ্জল জড়শক্তি-সম্মেলনে-
এই কি মীমাংসা?

পরাশর।　　না—না ব্রাহ্মণ!
ভীষ্ম-জড়ে, শক্তি তো মেশেনি,
মিশিবে না কভু—স্থির।
চিরদিন নিঃসঙ্গ ও কৌমার্য্য জীবনে,
পরহিতে কাটাবে সময়।
বুঝ' জীব! 　যে জানো সন্ধান—
জড়শক্তি বিশ্লেষণ মান।

সম্পূর্ণ

শান্তি অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শশিভূষণ অধিকারীর যাত্রা দলে সুযশে অভিনীত। ইহাতে বঙ্গগৌরব মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও প্রবল প্রতাপ দিল্লীশ্বর আকবরশাহের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ তাঁহার বীরত্ব গাথায় আছে; পাঠে হৃদয় আলোড়িত হইবে। (সচিত্র) মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

রাধাসতী অঘোরবাবু কৃত। ইহার অভিনয়ে রাধাকৃষ্ণ যাত্রা-পার্টিতে চারিদিকে জয়-জয়কার। ইহাতে তপঃক্লিষ্ট আয়ানের, কঠোর তপস্যার ফলে, বিষ্ণুর আবির্ভাব ও আয়ানকে বরদান—রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা, ভগবতীর আগমন—জটিলা কুটিলার ভৎর্সনা, কেশীদৈত্য নিধন, কংসের ঘোর অত্যাচার, দেবকী, বসুদেবের কারাক্লেশ, জটিলা কুটিলার দর্পচূর্ণ প্রভৃতি পাঠ করুন। সচিত্র মূল্য ১।।০ দেড় টাকা।

মহামিলন অঘোর কাব্যতীর্থ প্রণীত। শ্যামামা'র বালক-সঙ্গীত-দলেঅভিনীত। ইহাতে সেই সিন্ধুরাজ, বিক্রমশোলাঙ্ক, সেনাপতি বলদেব, চন্দ্রনারায়ণ, শ্যামচাঁদ, পেটুকরাম, কাপালিক, লেহু, ভীল সর্দ্দার, প্রভাবতী, পূর্ণিমা, প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১।।০ টাকা, মাঃ পৃথক্।

মহারণে রামানুজ বা লক্ষ্মণের শক্তিশেল। সুকবি শ্রীযুক্ত রামদুর্ল্লভ কাব্য-বিশারদ প্রণীত। সত্যেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রার দলের বিজয় নিশান। ইহাতে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ, রণচণ্ডি, রাবণ, ভবানন্দ, গাড়ুভট্ট প্রভৃতি অষ্টরথীগণ, ভগবতী, সীতা, মন্দোদরী, গন্ধর্ব্ববালাগণ, হা-হা, হুহু সকলই আছে। মূল্য ১।।০ টাকা, মাঃ পৃথক্।

রণচণ্ডী

অঘোর বাবুর রচিত। নাটকখানি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথানুযায়ী, নূতন ধরণে লিখিত হইয়া, "ভোলানাথ অপেরাপার্টিতে" অভিনীত হইয়াছে। ইহাতে ইন্দ্র, বরুণ, যম, পবন, বৃহস্পতি, হুতাশন, নিবর্ত্তক, প্রবর্ত্তক, শুম্ভ, নিশুম্ভ, দুর্ম্মদাসুর, জয়ন্ত, মুণ্ড, প্রলম্বাসুর, সুগ্রীব, ধূম্র, রক্তবীজ এবং দুর্গা, কালী, শচী, দুন্দুভি, অম্বিকা, উর্ব্বশী, বিজটা, ভৈরবী, চামুণ্ডা ইত্যাদি সকলকেই পাইবেন, (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাঃ পৃথক্।

বাল্মীকি

গঙ্গেশ বাবুর রচিত রাধাকৃষ্ণ যাত্রা পার্টিতে, যশের সহিত অভিনীত। রাম নামের মাহাত্ম্যে, দস্যু-রত্নাকর, মহর্ষি, বাল্মীকি হইয়া রাম-চরিত্রের পূতগাথায়, জগৎ মোহিত করিলেন; পাঠ করিয়া পুলকে শহরিয়া উঠিবেন। রত্নাকরের অত্যাচারে, দেশময় ভীষণ দৃশ্য—পাপ পুণ্যের বিচার, পুণ্যের সনাতন জয়কাহিনী। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণযাত্রা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রাধাকৃষ্ণ যাত্রা-পার্টিতে অতি যশের সহিত অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার সমস্ত কাহিনীপূর্ণ—এই নাটকের অভিনয়ে, সকলেই মোহিত হইয়াছেন, আজ তাহা নিজে পাঠ করিয়া তৃপ্ত হউন। যোগমায়ার আবির্ভাব, মধুর—কুঞ্জলীলা, শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ, গোধন হরণ, শঙ্কর বর-প্রাপ্ত কৃষ্ণদ্বেষী কংস-সহচর-অশ্বাসুরের, রামকৃষ্ণ নিধনের আয়োজন প্রভৃতি সমস্তই ইহাতে সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

লক্ষবলি

অঘোর কাব্যতীর্থ প্রণীত। ভাণ্ডারী-অপেরায় বিশ্ববিজয়ী অভিনয়। ইহাতে সেই মহারাজ-সুরথের পত্নী, পুত্র ও রাজ্যত্যাগ, বনবাস, মহর্ষি মেধসের উপদেশ, সুরথের দুর্গোৎসব ও লক্ষবলি, সুরথগৃহে দেবীর পুণ্য কাহিনী, নিপুণ নাট্যকারের হাতে, কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে দেখুন। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

বঙ্গবালা

বা "রাণীভবানী।" বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "শঙ্কর-অপেরার" কীর্ত্তিস্তম্ভ। অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর কথা, আজ বাংলার ঘরে ঘরে, প্রতি বাঙালীর মুখে মুখে। তাহাই নাটকাকারে, নিপুণ হাতে, কি বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে পাঠ করুন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ, নাটোররাজ, গয়ারাম, জগৎশেঠ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, মোহনলাল মীরমদন, সিরাজপ্রেয়সী লুৎফউন্নেসা প্রভৃতির বিচিত্র-চরিত্র কাহিনী। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ভক্ত-বীর

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত—রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, দুলালচাঁদ অর্জ্জুন, কৃষ্ণকেতু, সাত্যকী, হংসধ্বজ সুরথ, সুধন্বা, ত্রম্ব্যকঠাকুর, রাজপুরোহিত, সৈন্যগণ, গুপ্তচরগণ বৈষ্ণবগণ, শিবদূত ভৈরবী, শ্রদ্ধা, প্রভাবতী, উদাসিনী শান্তাদেবী, সখীগণ, বৈষ্ণবিগণ ঘেসেড়া, ও ঘেসেড়ানী ইত্যাদি সবই আছে, উত্তম কাগজে ছাপা, সচিত্র মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা।

প্রবীণ কবি ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শশিভূষণ অধিকারীর দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। দেবব্রতের সেই—পিতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, চির—কৌমারত্ব-গ্রহণের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, সিংহাসন ত্যাগ, ভারতের ইতিহাসে চিরকাল জলন্ত অক্ষরে-লিখিত থাকিবে। যাহার অভিনয়ে, লোকে-লোকারণ্য সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

এই নাটকখানি—পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের লিখিত। "নিউ-শঙ্কর-অপেরাপার্টির" ইহাই জয়পতাকা। পুস্তকখানি—দেবী ভাগবতান্তর্গত বিষয় বিশেষ অবলম্বনে লিখিত। যে বালক-প্রহ্লাদের অলৌকিক ভক্তিতে, স্ফটিকস্তম্ভে হিরণ্যকশিপুর বিনাশ সাধনে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছেন, তাঁহার কাহিনী আপনাদের চির-বিদিত—তাঁহারই পরিণত-জীবনের বিচিত্র কাহিনী। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নট্ট কোম্পানীর—যাত্রাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, দেবর্ষি, দ্বাপর, ব্রহ্মজ্যোতিঃ বৃদ্ধ কোশলরাজ, বজ্রনাভ, পদ্মনাভ, জরাসন্ধ, কৌশিক, তুলালচাঁদ, ভবদেব, সহদেব, ভীম, অর্জ্জুন, মুচকুন্দ, কালযবন, উগ্রসেন, ঘাতক, নাগরিকগণ, প্রহরিগণ, মুক্তিদেবী, দেবকী, সাধনা, কল্যাণী, শক্তি, অস্তি, বালিকাগণ, নাগরিকাগণ, নর্ত্তকিগণ, ইত্যাদি সচিত্র মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

সত্যভামা

রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। এই পুস্তকখানি আধুনিক প্রথায়, থিয়েটারের ধরণে লিখিত হওয়ায়, অতীব সুন্দর হইয়াছে। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা, রুক্মিণী, নারদ, দুর্ব্বাসা, মহাদেব, জরাসন্ধ, বৃন্দা, ললিতা, যশোদা ইত্যাদি প্রত্যেককেই ইহাতে পাইবেন। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

কৃষ্ণ-ভারতী

পঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন প্রণীত। নাট্যবীথি অপেরায় অভিনীত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র, পবন, ডুম্বুরু, পাতালকেতু, তালকেতু, নাগরাজ, শত্রুজিত, ঋতধ্বজ, দেবসেন, সানবেন্দ্র, উৎপল, গালব, সারস্বত, ভারতী, মদালসা, কুন্তলা, অন্নপূর্ণা, কল্যাণী, অপ্সরাগণ, নর্ত্তকিগণ, নাগরিকগণ, সবই আছে, মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

ঠাকুর মহাশয়ের সংসার

স্বর্গীয় গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানি হাতে পাইলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন।

প্রথম খণ্ডে—১। পরচিত্তহরা, ২। হলদে পাখী, ৩। সোণার হার, ৪। সায়লা পাগলা, ৫। এক মাণিক, ৬। সতীর মহিমা, ৭। কনকলতা, ৮। বাঁদর বাঁদরী, ৯। প্যাঁচাবাবু, ১০। দুঃখরাজ, ১১। বিদ্যুৎলতা, ১২। মাণিক মতি,। নূতন বাদসা, নামক অত্যাশ্চর্য্য মর্ম্মস্পর্শী গল্প সমূহ। মূল্য ১।৷৹ টাকা, মাঃ পৃথক্।

দ্বিতীয় খণ্ডে—১। প্রফুল্ল বিজলী, ২। দানে কল্পতরু ৩। সুলোচনা, ৪। শম্ভুচামার ৫। গলমন্ত্র ফুল ৬। লীলাবতী, ৭। শশী-শঙ্কর রায় নামক গল্প গুচ্ছ। মূল্য ১।৷৹ টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটক

প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামতুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত।

মহারণে রামানুজ—(সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত) ১॥৹

ভুবনেশ্বরী—(নিউ শঙ্কর অপেরাপার্টিতে অভিনীত) ১॥

সত্যভামা—(সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত) ১'

সুকবি শ্রীযুক্ত ভবতারণচট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দেবব্রত—(শশিভূষণ অধিকারীর যাত্রাদলে অভিনীত) ১

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত।

লঙ্কাবলি—(শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দলে অভিনীত) ১॥

শান্তি—(শশিভূষণ অধিকারীর দলে অভিনীত) ১।

রাধাসতী—(রাধাকৃষ্ণ নাট্য-সমাজ অপেরাপার্টিতে অভিনীত) ১॥

মহামিলন—(শ্যামামার যাত্রাদলে অভিনীত) ১॥৹

রণচণ্ডী—(ভোলানাথ অপেরাপার্টিতে অভিনীত) ১॥৹

ভক্তবীর—(রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত) ১।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কৃষ্ণমাতা—(রাধাকৃষ্ণ নাট্য-সমাজ অপেরাপার্টিতে অভিনীত) ১।

বাল্মীকি— " " " " ১'

বঙ্গবালা বা **রাণী ভবানী**—(শঙ্কর অপেরাপার্টিতে অভিনীত) ১

শ্রীযুক্ত পঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত।

শান্তনু—(রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত)

কৃষ্ণ-ভারতী—(নাট্য-বীথি অপেরায় অভিনীত) ১

মুক্তবাণ—(অরুণ অপেরায় অভিনীত) ১৹

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মল্লবীর—(নট্ট কোম্পানীর যাত্রাপার্টিতে অভিনীত) ১॥৹

সুকবি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

পরদেশী—(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

…জরে নাকাল—(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত) ॥৹

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীঅধরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী**

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, "তারা লাইব্রেরী" কলিকাতা।